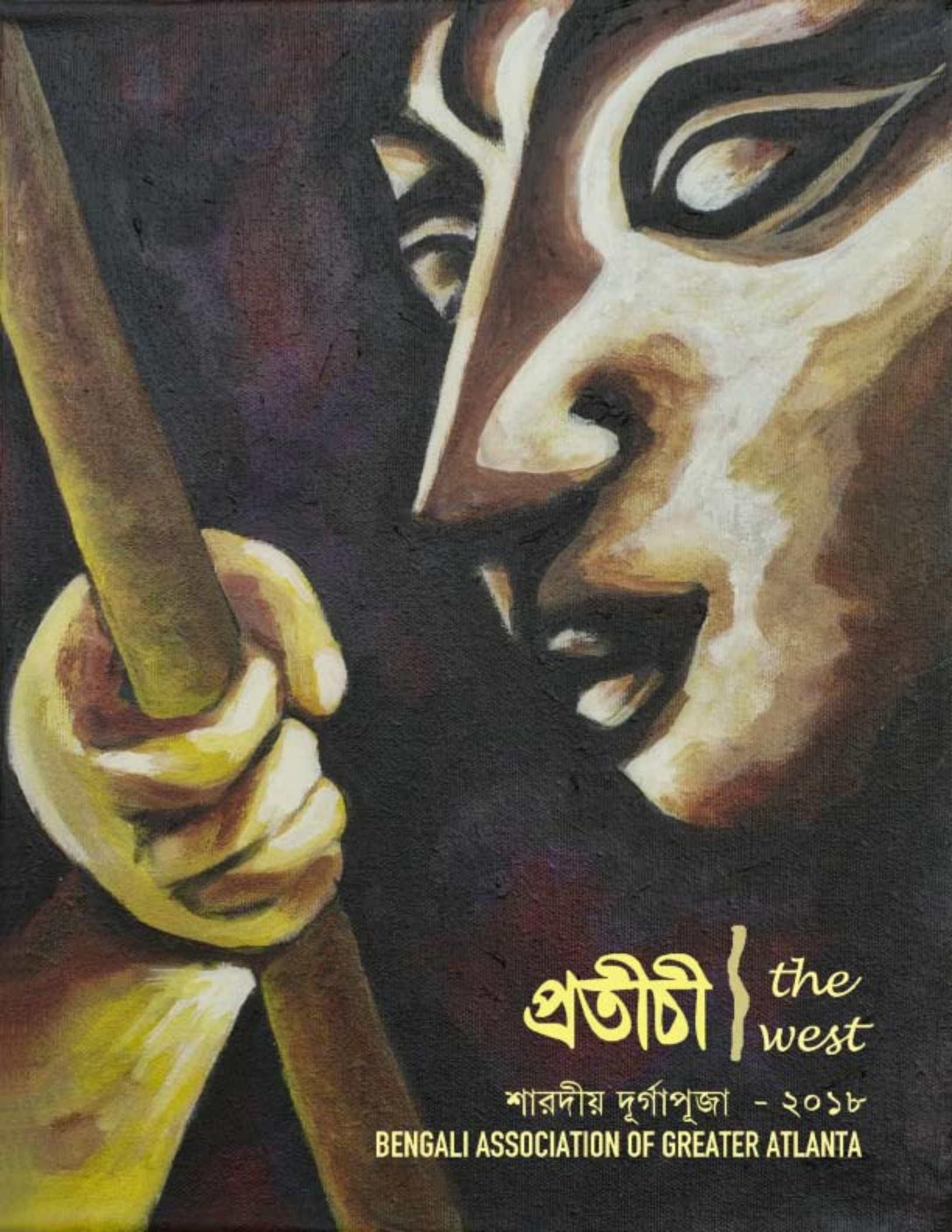




প্রতীচী | the west

শারদীয় দূর্গাপূজা - ২০১৮

BENGALI ASSOCIATION OF GREATER ATLANTA



You Create | We Accelerate

local footprint - global reach



- Office Space for over 150 companies
- Coworking space/dedicated desks
- Event space for meetings, training, dinners, and more
- Executive coaching from Robin Blenfait and her Ennovate team



Atlanta Tech Park
107 Technology Pkwy. NW
Peachtree Corners, GA 30092
404-797-1221
www.atlantatechpark.com

Become a member today!



TheCarlandGroup



LABOR DISCOUNT

30% OFF LABOR

Plus tax and any applicable fees. Up to maximum \$75 total discount. Must present coupon at time of write-up. This offer cannot be used on a service or repair that is already discounted. We will charge you the lesser of the two. Speak with an advisor for details.

Every New Vehicle
is Covered **for Life!**



Unlimited Miles.
Unlimited Time.

SCHEDULE SERVICE TODAY AT THREE CONVENIENT LOCATIONS!



AcuraCarland

3400 Satellite Blvd
Duluth, GA 30096
www.AcuraCarland.com



HondaCarland

11085 Alpharetta Hwy
Roswell, GA 30076
www.HondaCarland.com

Carland
SERVICE CENTER

11300 State Bridge Road
Alpharetta, GA 30622
www.CarlandService.com

প্রতীচী

The Messenger

শারদীয় ২০১৮

সম্পাদক / Editor
সোমেশ করঞ্জী / Somesh Karanjee

সহ - সম্পাদক / Co-editors
অনিল চক্রবর্তী / Anil Chakrabarti
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় / Soumitra Chattopadhyay
পরিমল মজুমদার / Parimal Majumder

প্রচ্ছদ / Cover Design
রীণা দত্ত চক্রবর্তী / Rina Dutta Chakravorty
সোমেশ করঞ্জী / Somesh Karanjee

অক্ষর বিন্যাস / Typesetting
রীণা দত্ত চক্রবর্তী / Rina Dutta Chakravorty
অনিল চক্রবর্তী / Anil Chakrabarti

পরিকল্পনা ও রূপায়ণ / Planning & Layout
সোমেশ করঞ্জী / Somesh Karanjee
অয়ন ব্যানার্জী / Ayan Banerjee

অন্যান্য সহায়তায় / Other Assistance
রক্তিম সেন / Raktim Sen
রুদ্রশংকর / Rudrashankar
মৌসুমী করঞ্জী / Mousumi Karanjee

দায়মোদন:

এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা, বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব ও মতামত সার্বস্বিক রচয়িতার এবং বিজ্ঞাপনদাতার। অক্ষরিত কোনো ক্ষতিকর বা প্রত্যাশিত দাবী নহে।

The views expressed in the writings that appear in this publication are the views of the respective authors and advertisers and not necessarily represent those of BAGA (Bengali Association of Greater Atlanta) committee or the publication's editor.

The Messenger

EDITORIAL / সম্পাদকীয় – ২০১৮

পাঁজির মতে মা এবারে মর্ত্যে আসছেন ঘোটকে অর্থাৎ ঘোড়ায় চেপে। পুরাণ মতে তার অর্থ মহামারী আসা। তার আভাষ অবশ্য আগেই মিলেছে – উত্তর আমেরিকার অনেক স্থানই হারিকেন ফ্লোরেন্সের ফলে বানভাসি। ওদিকে আবার দক্ষিণ চীন সাগরে, ইন্দোনেশিয়া আর প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কিছু দেশ টাইফুন-সুনামীর কবলে পড়ে অনেক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেছে। তাই শরতের চিরাচরিত 'নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা' গাইবার সুযোগটাই মাঠে মারা গেছে শুধু নয়, বরঞ্চ বলতে ইচ্ছে করছে, 'আকাশ এত মেঘলা, যেও নাকো একলা, এখনই নামবে অন্ধকার'। শুধু মাকে বলতে ইচ্ছা করতে ইচ্ছা করছে, 'মা গো, নিরানন্দ কোর না'।

এই বছরটা অনেক কারণেই ঐতিহাসিক। যেমন রয়েছে আমেরিকার ট্রাম্প ও উত্তর কোরিয়ার উনের বৈঠক এবং কোরিয়া যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা; কিংবদন্তি ক্রিকেটার ইমরান খানের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া; অন্যদিকে সোচ্চার হয়ে উঠেছে নারী নির্যাতন ও শ্রীলঙ্কানার বিরুদ্ধে পৃথিবী জুড়ে প্রতিবাদ। ইতিমধ্যেই আমেরিকার বহু নামীদামী ব্যক্তিত্বকেই এই সব নারীঘটিত অভিযোগে বাকী জীবনটা হয়ত কারাবাসের অন্তরালেই থাকতে হতে পারে। সম্ভাব্য অপরাধের করাল ছায়া ধীরে ধীরে এ দেশের সুপ্রীম কোর্টের জন্য মনোনিয়নাবীন এক বিচারপতি কেও গ্রাস করে নিতে পারে। পাশ্চাত্যে নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা প্রসারের কথা আমরা অনেক দিন শুনলেও, মনে হয় পাদপ্রদীপের তলায়ই ছিল অনেক অন্ধকার। তারই কিছু কিছু আন্তে আন্তে প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়।

প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে অবশ্য নারীর ভূমিকা সকল সময়েই ছিল স্বীকৃত ও নমস্যা – তা সে ধর্মীয় ক্ষেত্রে, বিদ্যা-বিষয়ে অথবা রাজনৈতিক পটভূমিকায় যেখানেই হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য – হিন্দুধর্মে দেবীরাও ক্ষমতার অধিকারী; মা সরস্বতী বিদ্যা, কলা এবং সঙ্গীতের দেবীরূপে পূজিতা, মা লক্ষ্মী অর্থ ও বানিজ্য, করালবদনী মা কালী শক্তিরূপের প্রতীক, আবার অসুরদের অত্যাচারে স্বর্গলোক যখন টলমল করছে, তখন পুরুষ দেবতারাই অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং তেজ দিয়ে জন্ম দিলেন অসুরদলনী মহামায়া। তিনিই বছরে একবার শরৎকালে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। তাঁকেই আমরা মা দুর্গা বলে পূজা করি – সেটাই হল আমাদের শারোদৎসব।

প্রাচ্যের ক্ষেত্রে নারীর এই বিশেষ ভূমিকা শুধু ধর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র রাষ্ট্রীয় দর্শনে এবং জ্ঞানমার্গের বিভিন্ন ধারায়ও তারা প্রবাহিত – যেমন গণিতশাস্ত্রে লীলাবতি, দর্শনে খনা, এমনকি জ্যোতির্বিদ্যার নক্ষত্রদের নামও করা হয়েছে নারীদের নামে, যেমন, স্বাতী, অরুন্ধতী, ইত্যাদি।

সে সব না হয় হল ধূসর ময় ইতিহাসের অনেকদিনের কথা! কিন্তু আধুনিক যুগে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে বহু মহিলা খুব শক্ত হাতে রাজনৈতিক হাল ধরেছেন যাঁদের নাম না করে পারা যাবে না। ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলঙ্কার সিরিমাভো বন্দরনায়েক এবং চন্দ্রিকা কুমারতুঙ্গা, ইন্দোনেশিয়ার মেগাওয়াতী সুকর্ণপুত্রা, পাকিস্তানের বেনাজির ভুট্টো, বাংলাদেশের শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আর খালিদা জিয়া। বিদ্যার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য করি শকুন্তলা দেবীর, যিনি এই সেদিনও চোখ বন্ধ করে ভেঙ্কি দেখাতেন।

এই প্রেক্ষিতে 'বাগা' যে উদ্যোগ নিয়ে নারীশক্তিকে এবার আবার পুজোয় সম্মান জানাচ্ছে, সেই চেষ্টা প্রশংসনীয়। প্রতি বছরের মত এ বছরও 'বাগা' সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে যার নিদর্শন আপনারা বাগার বিভিন্ন পরিবেশনায় দেখতে পাবেন। তাই এ ব্যাপারে আমরা আর বিশেষ কিছু বলছি না।

'বাগার' এ বছরের সম্পাদকবৃন্দ মিলে বহু প্রচেষ্টায় স্থানীয় ও বাইরের লেখক-লেখিকার রচনা, কচি-কাঁচার কবিতা-গল্প, আঁকা, বিজ্ঞাপন সমৃদ্ধ 'শারদীয় প্রতীচী' আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। পড়ুন, পড়ান, ভাল লাগলে জানান; অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি থাকলে নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন বলে আশা করি।

আসুন এই উপলক্ষে সবাই মিলে মাকে ডাকি – শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে!

সম্পাদক – সোমেশ করঞ্জী; সহ-সম্পাদক – ডঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়; সহ-সম্পাদক – অনিল চক্রবর্তী

From 2018 BAGA President's Desk

Dear BAGA Members & Patrons,

On behalf of the Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA), I would like to invite you to join in the celebration of Durga Puja from 12th thru 14th October 2018. For us, Durga Puja is not only a religious festival, but also an occasion for a cultural extravaganza. It is also the time for us to spend quality time with friends and families, share good foods and memories. We solicit Ma Durga's blessings ushering in peace, happiness and prosperity in our everyday life.

This year our cultural program will showcase our local talents and the invited guest artists, Pt. Pritam & Pt. Prithwiraj Bhattacharjee (Oct 12), Dohar Band (Oct 13) and Durnibar Saha (Oct 14). We have also invited reputed vendors to display their alluring merchandise and we invite you all to patronize them generously.

Our first event for the year, Saraswati Puja, was held successfully on January 27 at Duluth High School. The next event, BAGA Annual Picnic, on May 20 at Fort Yargo State Park was a roaring success with over 200 people joining us. The picnic attendees were treated with mouth-watering food and delicious sweets. This year we also celebrated Mother's Day at the same time with special food & cake for the mothers.

On behalf of BAGA Executive Committee, we are extremely glad for the success of "Samaroho 2018" held on June 9 at Berkmar High School. This multi-cultural event was attended by several Metro Atlanta organizations. It was an excellent gathering coupled with marvelous cultural programs and accompanied by a Food Festival. We would like to congratulate and thank all the children and adult participants for their hard work and excellent performance during this event.

We like to express our appreciation and extend our congratulations to all our subcommittees and countless volunteers for their diligent work and tireless devotion to their areas of responsibility. We especially appreciate the cultural, decoration, food and communication committees for their dedication.

I would like to thank Kiriti Gupta, Shanta Gupta, Mamata Paul, Minal Agarwal, Mousumi Karanjee, Dharmajyoti Bhowmick, Arup Dhar, Parimal Majumdar, Umashankar Mondal, Rabi Chakraborty, Anil Chakraborti and countless others for their tireless efforts in collecting advertisement for the Pratichi magazine. Without their help, our fund-raising goal wouldn't have been possible to achieve.

We are also grateful to all the generous donors named in the BAGA 2018 List of Donors. Please forgive us if we left out any names inadvertently. We must acknowledge the dedication of Somesh Karanjee,



and Raktim Sen for their tireless efforts and countless hours spent to publish Pratichi. The Publication committee is grateful for the submission of items of art, poem and articles from the children and invited writers and the magazine is richer for that.

Finally, I extend my personal thanks and gratitude to the Executive Committee members for their hard work without which the events could not be this successful.

Ayan Banerjee, BAGA 2018 President

CONTENTS		Page Number
Editorial / সম্পাদকীয়		3
From 2018 BAGA President's Desk		4
2018 Executive Committee		6
2018 Durga Puja Cultural Programs		7
Baga Sports Club		10
The Girl, the Desert and the Sea	Madhurima Rudra	14
Durga Puja in Atlanta, Georgia	Sushmita Dhar	16
My Gut	Mahika Banerjee	17
Fly in the Ocean, Float on the Sky	Radhika Chatterjee	19
I am Fire	Senria Nath	21
One-handed Toy	Sheel Chakraborty	22
Peril Earth	Anuj K. Shah	24
The Nose Ring	Tapan Das	29
আন্তর্কাল	জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, (কলকাতা)	36
অতৃপ্ত আত্মা	পরশর শর্মা	42
ভাগ্যের দান	সমর মুখোপাধ্যায় (ওকল্যান্ড)	48
এক এক দিন	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, (কলকাতা)	54
পরিবাদক	রীণা দত্ত চক্রবর্তী	54
দিনলিপি	অনিল চক্রবর্তী, (লরেন্সভিল)	56
পুঁরাণথেকে - বজ্র ও বিদ্যুৎসহ	পার্থ সারথি মুখোপাধ্যায়(অস্টিন)	61
মা এসেছে	শেফালী সরকার, (কলকাতা)	64
ভারত	রবীন্দ্র চক্রবর্তী	65
প্রহর শেষের	ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়	67
তোমার খোঁজে	দীপশ্রী সেন	68
সীতা বিসর্জন	জয়ন্তী রায়	69
শুদ্ধিকরণ	অভিষেক ঘোষ	71
যে মেঘে বৃষ্টিহয়নি	মিঠুন চক্রবর্তী	72
স্নান	রুদ্রশংকর	74
2018 BAGA Volunteers		75
2018 BAGA Puja Sponsors and Donors		76
2018 Extended Committees		76
BAGA Financials 2018		77

2018 EXECUTIVE COMMITTEE



Anirban Majumder
Treasurer



Mohua Maity
Vice President



Rajdeep Mondal
Vice President



Subhadra Gupta
Vice President

BOARD OF DIRECTORS

Chairperson: Mousumi Karanjee

Secretary: Parimal Majumder

Treasurers: Dipankar Roy and Arup Dhar

Directors: Raktim Sen, Sabari Roy and Debatirtha Basu

2018 DURGA PUJA CULTURAL PROGRAMS

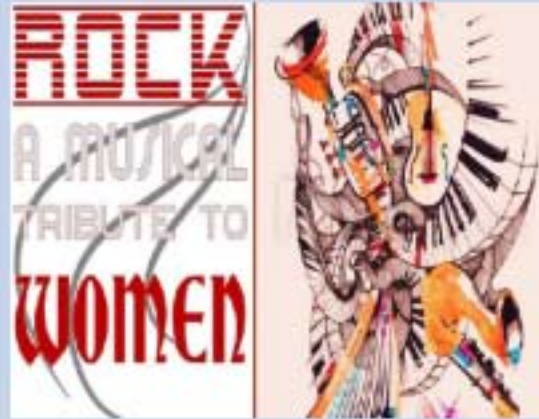
Invited Guests Artists

October 12 2018 9pm



Pt. Prithviraj & Pt. Pritam Bhattacharjee

BAGA Production



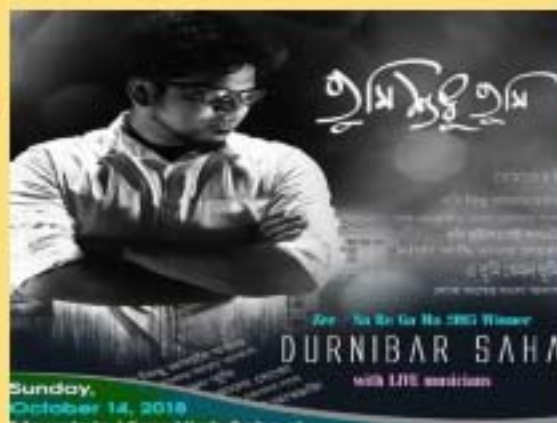
October 13 2018 9pm



Dohar



October 14 2018 3pm



Durnibar Saha



To
BAGA Family
Sharadiya Shubhechha
Alpha Medical

ROSWELL ■ ALPHARETTA ■ CRABAPPLE ■ CUMMING

EMERGENCY APPOINTMENTS
SAME DAY APPOINTMENT/WALK-IN WELCOME

ALPHA MEDICAL

Dhiraj A. Patel, M.D. & Associates

BOARD CERTIFIED PHYSICIANS AFF. WITH N. FULTON HOSPITAL

Neil Patel, M.D.

Emory trained in Internal Medicine
Joined Alpha Medical Clinic

Family Practice ■ Internal ■ Medicine Geriatrics

ALPHARETTA MEDICAL

Professional Park
410 SOUTH MAIN STREET, SUITE A4
ALPHARETTA, GA 30009

770-772-4044

medalpha@bellsouth.net

WWW.ALPHAMEDICALONLINE.COM

Accepting:

Most HMO/PPO Plans,

Medicare ■ Medicaid,

Auto Insurance &

Worker Compensation



Guidance and resources to plan for the road ahead.

Wishing you and your family Prosperity, Happiness, Wealth and Good Fortune. Best Wishes.

At MassMutual Perimeter, we're affiliated with MassMutual – a solid company with a long-running history of financial strength and stability. And with access to MassMutual's broad product line, services and tools, we can help you reach the financial goals that matter most.

PRODUCTS:

- Individual Life Insurance
- Disability Income Insurance
- Long Term Care Insurance
- Retirement/401(k) Plan Services
- Single Premium Immediate Annuities
- Fixed Annuities
- Variable Annuities

SERVICES:

- Business Planning
- Charitable Planning
- College Planning
- Estate Planning¹
- Executive Benefits Planning
- Personal Planning
- Social Security Planning
- Trusts²
- Worksite Benefits

Work with a knowledgeable financial professional you can trust. Call today for a no-obligation financial check-up to see if your financial house is in order.



Dibyendu De, Ph.D.
Financial Advisor
MassMutual Perimeter
4 Concourse Parkway NE, Suite 300
Atlanta, GA 30328
404-704-3125
dde@financialguide.com
www.perimeter.massmutual.com

Insurance. Retirement. Investments.

MassMutual
Perimeter

Insurance Representative of Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), Springfield, MA 01111-0001, and its affiliated US insurance companies. Local sales agencies are not subsidiaries of MassMutual or its affiliated companies. Insurance products are issued by MassMutual, Springfield, MA 01111, and its subsidiaries, CML Life Insurance Company and MML Bay State Life Insurance Company, Enfield, CT 06082. Dibyendu De is a registered representative of and securities offered through MML Investors Services, LLC, Member SIPC and a MassMutual subsidiary. Supervisory Office: 4 Concourse Parkway 3rd Floor, Suite 300, Atlanta, GA 30328-5397. 404-255-0118. *Performed in conjunction with your attorney and/or other advisors. **Trust services provided by the MassMutual Trust Company, FSB, a wholly-owned subsidiary of MassMutual CRN202012-222356

BAGA SPORTS CLUB

ARUP DHAR, DIPANKAR ROY & RABI CHAKRABORTY

A Brief History: In Fall 2017, our first-ever cricket tournament BAGA Premiere League (BPL) was announced under BAGA Sports Club. More than 50 players showed interest and formed four teams (Super Striker, International Chengra champion "ICC" , Rongbaaj and Bengal Tigers).

In February 2018, BAGA Sports Club expanded its activity by organizing indoor sports e.g., Badminton and Table Tennis Tournaments at Best Friend Park which was equally crowd pulling. Meanwhile, Cricket practice continued and our 2nd BPL Cricket "Spring" Tournament was held in April 2018 amid excitement.



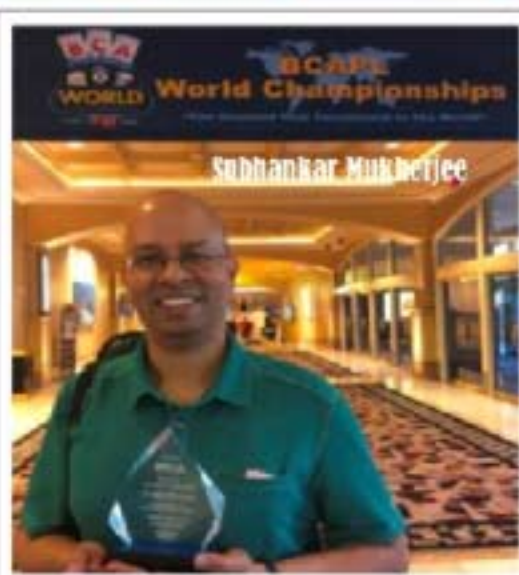
The tournament was open to limited guest players. Due to lack of cricket grounds, the players practiced cricket in different city parks of Alpharetta, Johns Creek & Marietta, esp., at Ocee Park in Johns Creek. The whole day tournament playing Round Robin League turned out to be a huge success. Bengal Tigers were declared as the champion of BPL Fall 2017.

Super Strikers were the Champion of Spring 2018.

2018 Fall Tournament - Scicom Cup: As the sports excitement continued in BAGA, Scicom Infrastructure Services agreed to sponsor 2018 Cricket Tournament. On the fine Saturday morning of September 22nd, four high energy teams took the grounds at the Fowler Park, Cumming for a whole day cricket tournament,

each team eyeing on winning the trophy - Scicom Cup! Teams consisted of both ladies and men. The 12-over innings games were played following

Debopriya, Pratik and Samiran were named the "Man of the Match" for various games.



the Atlanta Cricket League (ACL) rules and under the direction of the umpires, Anoop Menon and Gaurav Dadu. Rangbaaz, ICC, Super Strikers and Bengal Tigers were led by their respective captains Dipankar Roy, Arijit Chowdhury, Subho Nath and Arup Dhar. The final match was played between Super Strikers and Bengal Tigers. Due to unfavorable conditions, the game couldn't proceed, and both teams were declared as joint winners of the Scicom Cup. Romio, Atanu,

Congratulations to Individual Sportsmen!!

Sanjib Gupta achieved something that is very rare in the community. In 2016 Sanjib finished his first triathlon race in Chattanooga called the Chattanooga Triathlon. The race was comprised of 0.5km of swimming in the Tennessee river followed by 17km of biking and 5km of running. Sanjib finished it in 1 hour 39 minutes!

Sanjib also completed the Athens Greek marathon in November 2016. Sanjib has been running since 2010.

Subhankar Mukherjee walked away with a trophy after he won third place in what's been dubbed as "the Greatest Pool Tournament in the World." The Billiard Congress of America's BCAPL World Championships were held in July, from the 21st to the 24th. Subhankar was among the over 5,500 participants from around the world. He played in the open ball 8-ball singles category. The BCAPL was created in 1978 to unify independent leagues around the world

Reflecting on the self-taught Mukherjee's passion for pool, his daughter Eesha notes, "Perhaps it was the charm of the angles and math and physics behind it all, or maybe it was just the thrill of playing a game the whole world seemed to know for hundreds of years."



ON THE COVER

The theme this year that EC has chosen is -

Women Empowerment

Keeping that in mind Rina Dutta Chakravorty created the artwork that is on cover this year.

When asked what was on her mind during the creation of the artwork, here is what Rina had to say -

*I resemble in form Brahman
From me emanates the world
Which has the Spirit of Prakriti and Purusha
I am empty and not empty
I am delight and non-delight
I am knowledge and ignorance
I am Brahman and not Brahman*

From Markandeya Purana

As we celebrate Durga Puja, we are reminded once again that be it the Devas who when defeated and exhausted from the long-drawn battle against the Asuras or Rama before his final battle with Ravana, women have fought and won when all others have failed. This past year or so, we have seen a multitude of women rise up and demand to be heard, to be treated with equality, to challenge the evils that lurk in the of form strangers and in those that we trust. The Bengali Association of Greater Atlanta, salutes Devi Shakti and the power of womanhood. The cover of Pratichi pays homage to the anger and the determination of women to rise up in the time of great darkness and give us new hope.

— Since 1983 —

CHERIANS

INTERNATIONAL GROCERIES



Huge Selection Of Indo-Pak-Bangla Groceries,
Fresh Vegetables, Fresh Snacks, Fresh Sweets,
Ayurvedic Medicines, Luggage,
Cookware & Hard To Find Specialities!

Atlanta - Decatur:

751 Dekalb Industrial Way,
Decatur, GA 30033
Tel: 404-299-0842

Alpharetta - Cumming:

2255 Peachtree Parkway,
Cumming, GA 30041
Tel: 770-888-4141

THE GIRL, THE DESERT AND THE SEA

MADHURIA RUDRA, GRADE 11 NORTH VIEW HIGH SCHOOL

She kept walking in that desert, that never-ending desert of Namib. It was beautiful yet treacherous. It's vastness so huge, it is considered inhumane to cross it on foot, yet she chose to embark on this journey. However, she kept trying but to no avail. Her dream to reach the beautiful sea seemed too distant to be covered by her own two feet. Her desperate attempts to swallow her saliva to salivate her parched and pinching throat were fruitless; how could she when there was none left after slogging over miles of sand. The girl kept walking, never giving up because that was her motto. This hot-headed, impractical yet inspiring

or pitiful nature of hers is what got her to march into this desert of unknown. She looked up with her once fiery eyes and noticed something glimmering in the distance. It sparkled like a thousand diamonds under the sun, certain places striking her eye, blinding her for a few moments. She kept walking, this time with a new burst of energy in her from whatever was left. Her pace was faster by a minuscule rate, so less that the human eye may not notice, but she felt it. The slog became a trot and slowly a jog. Her tired legs kept getting the energy to keep going on and reach the blue sea, the sea for which she had begun her great conquest, the sea which had the cool and welcoming water in which she would dip to



Maaco
COLLISION REPAIR & AUTO PAINTING
AMERICA'S BODYSHOP

10% OFF
Paint

Must present ad at time of estimate. Hurry... limited time offer!
Valid at this participating location only.

FREE ESTIMATES!

Maaco
17255 Oldies Road
Roswell, GA 30076
770-443-8322

Monday - Wednesday - 8 am - 5:30 pm
Thursday & Friday - 8 am - 7 pm
Saturday - 9 am - 1:00 pm

In this state, auto and hardware retailers are entitled to estimate body work, paint, and the shipping of all parts unless the retail price is over \$100. Maaco Collision Repair & Auto Painting centers are independent franchisees of MAACO Franchising, Inc. Please look for the MAACO logo on the exterior of the building.



The UPS Store

Kroger center off Douglas Rd,
Jones Bridge & Sargent Rd.
11877 Douglas Rd, Ste 102
Johns Creek, GA 30005

Jay & Nimita • 770.663.7980
store4342@theupsstore.com
theupsstorelocal.com/4342

PASSPORT & ID PHOTOS

WE CAN PRINT IT HERE

NOTARY SERVICES

NOTARY SERVICES	CAR MAGNETS	BUSINESS CARDS
PASSPORT PICTURES	POSTERS	BOOKLETS
T-SHIRT PRINTING	FOAM MOUNT	ENVELOPE PRINTING
AWARDS & PLAQUES	GRADUATION BANNERS	LETTERHEAD
CERTIFICATES	YARD SIGNS	POSTCARDS
RESTAURANT MENUS	SHREDDING	& MORE

LARGE FORMAT PRINTING



15% OFF Printing Order of \$100 or more.
ANY PRINTING SERVICE

escape the heat, the sea that held her hope, her dreams and her purpose to even begin the journey. But then, in the racing moment of that hope to reach the sea, a hope too distant, she opened her eyes on the harsh reality of life - on the judging eyes of people, the smelly sweat of her clothes, the pinching, poking ache of fatigued limbs. She woke up from her slumber, a slumber which barely lasted fifteen minutes at most but would probably cost her a lot more. She prayed that no one had witnessed this escape of hers other than the walls and the mirrors that enclosed her. The girl realized that the pinching in her throat came from dehydration from the long hours of practicing dancing and singing

simultaneously. Her voice was hoarse, and her legs were cramped. She knew however, that she couldn't give up; it wasn't in her nature and she had to prove it to everyone, to all those people who had mocked her and discouraged because she failed a few auditions. Her dream of singing and dancing in front of sea of crowds won't go unfulfilled, even though she knows that once she swallows the desert, the beautiful sea awaiting her will not be able to quench her thirst with its saline water. It was an endless cycle of pain and despair that she had fallen into, along with everyone who chose this profession, but she must keep going through it to overcome her obstacles and become better. She stood up to keep practicing her song, to fight that despair with her determination and belief that nothing goes fruitless. She took a gulp of the cool water, slightly salty and sweet to prevent total dehydration, wiped the coagulated sweat from her forehead and switched on her recorder. It started with a click and out came the melodies of her background track. The lady knew what she had to do; she had her game plan ready because she knew that she had to face despair during her hardships and her hope lies with those hardships.

DURGA PUJA IN ATLANTA, GEORGIA

SUSMITA DHAR, GRADE 5, DOLVIN ELEMENTARY SCHOOL



Durga Puja is a festival for Maa-Durga. This puja is also called Durgotsava. Durga puja is also related to a puja called Dussehra. Durga puja is 5 days long. Each day is different. This puja is an annual festival in the Indian subcontinent that refers the goddess Durga.

Durga Maa has 10 hands, and each hand holds something different. The first hand has a Conch. The Conch makes primordial sound. The 2nd hand has a Discus, a power that revolves around Durga's hands. It shows that Durga is the center of creation and the universe. The 3rd hand has a Lotus. A Lotus strikes a beautiful message. Lord Durga's passion will help men rise from evil. The 4th hand welds a sword. 5th has bow and arrow.

Next is a Trishul. The 7th has a Mace. A Mace enjoins humans to exhibit loyalty, love and devotion to mother Durga. The 8th hand has a thunder bolt. The 9th has a Snake. Finally, the 10th hand has a flame that signifies wisdom and knowledge.

The way my family celebrates Durga puja is by going to Mountain View High School. The 1st day is Friday after school. Friday, when I arrive they I see them set up Maa Durga and the lion. I love Durga Puja because I love spending time with my friends and family. My cousins come over every year, and we celebrate the holiday together.

The next day is Saturday. Each day a big artist from India comes. On Saturday I sing or dance with my friends. This year my dad performed an instrument called Tabla. Also, my sister is in a group called BYC (BAGA Youth Committee). They sell food and drinks and give money to charities.

The last day is Sunday. Friends and family get together and put red powder on our faces. My dad played a huge drum. These are the things that happen on my favorite weekend of Durga puja.

MY GUT

MAHIKA BANERJEE, GRADE 6, MCNAIR ELEMENTARY SCHOOL

"Why are there so many people here?" I wondered. I looked around and saw the humans walk by looking at each of us. I bumped the sides of my kennel to see if I could get my siblings' attention. Instead of getting their attention, a family walked up to me.

"Don't get your hopes too high. You don't always get treats" I told myself, but I couldn't help it. Everyone could hear my tail banging against my enclosure. As the youngest one picked me up, I was out of control. I was wiggling, licking,



wagging my tail, just out of control!

She walked down to my substitute mom. This lady gave us food, water, baths, and played with me! She also had this little metal plate on her and it said, "Katherine | Atlanta Humane Society | Puppies" The little girl's family talked with my substitute mom and then walked me into my playroom.

We played for about an "hour", which I think is the word that means "very long time". I ran after rolling balls, I licked the two human girls and rolled around. I basically had the time of my life. Finally, they clipped on a collar and got me a leash. I immediately ran to the corner of the room and made the shape of a ball. I know what happens when the leash comes on you. The families walk you out of the door and you never come back. That's scary!

"Aww, it's ok," said the bigger girl. She picked me up and walked out of the playroom with me. She talked to my substitute mom, and my substitute mom handed her this board with white stuff on it. As I was getting handed over to the smaller girl, I looked up and saw that I wasn't going out of the big doors, but instead I was going back into the playroom!

As we entered, my tail had no going back. As the bigger girl sat down on one of the chairs and wrote on the board, I chased after speeding balls. After about 20 minutes, we went back to my substitute mom. The older girl handed the board to her the other big humans talked for a bit.

"Thank you!" said the older female woman.

"Yes, we appreciate it." said the older man.

I just wagged my tail. Last time we went back to the playroom, so nothing bad could happen this time. As I felt a slight tug at my neck, I calmly walked on as if nothing could stop me. But that's when I realized, I was outside.

Surprisingly, I was more excited than I was scared. As if deep down in my gut, I knew that this was a

good idea. So, like any puppy would do, I went with the strangers. We came to this black metallic thing. It was gigantic, and I could see my reflection. They opened a side flap of the metal thing. It had the softest inside! "This is a car" I thought. And finally, I understood.

I was getting adopted!



A True Indian Cuisine




MASALA

COTTAGE

ALL DAY BUFFET

\$10

BUFFET TO GO \$7/Lb.



Hours: 11:30am-10pm

Open 7 Days a week



PH: 678-782-5129 • FAX: 678-782-5130

931 Highway 155 South • McDonough, GA 30252

FLY IN THE OCEAN, FLOAT ON THE SKY

RADHIKA CHATTERJEE

Joys take panting breaths as they sit on their wheelchairs,
Hearing the rattles of grief and fear making their way upstairs.
"Don't give up, shore up your spirit! This is what we beseech!"
With a little patience we all know, happiness can be within our reach.

Goals hit the winter snow but hold on to the safety grab bars.
Like fire in the furnace, come forward our daily heroes, our coveted stars.
"Pick someone and get some help" seems to be the lesson they want to teach.
With the power of will in our gritty souls, the goals can still be within reach.

Hearts take a pounding as disasters strike, shedding wastes on the commodes.
Dead straws brought in by the deluge of water seem to dash all civility codes.
But our humanity is the low-hanging fruit that bends down and begins to screech:
"We're all in this together, and help will soon be within your reach."

Flying in the ocean, floating on the sky, may sound difficult feats to achieve.
No unimaginable heights to stretch, we just need the desire to believe.
"The opportunities are like a quiet pool waiting to be rippled by actions," they preach.
As long we have the courage and determination, things can be within our reach.

Dreams run with walkers and blink beneath their shadowy glasses—
As if all things are within reach, there's no need to make any fusses.
"Don't give up hopes," they scream with their slow, slurring speech.
"Reach within yourself, and you'll see everything will soon be within your reach."

My grandma is now gone with her things still resting in the corner of her room here—
Hoping to get a call from someone in need for her walker, glasses, and wheelchair.
They echo the words from an inspiring mind—nestled within reach, if we care to find.
We change when we want to change—there is no reason to fall behind.

#1 Indian Vegetarian Restaurant in Atlanta!



All Sweets
\$4.99/lb



Indian Vegetarian Restaurant
Celebrating 23 years!

New Location,

Expanded Menu,

Sparkling Facility!

New Dishes Every Week!

1707 Church Street Ste C-7 (Patel Plaza)
Decatur, GA 30033

Tues-Thurs: 11.30 am to 9.30 pm
Fri-Sat: 11.30 am to 10.00 pm (Monday Closed)

404-633-5595



INDIA PLAZA

High Quality Indian Supermarket
www.indiaplazallc.com



2905 Jorda Court
Suite E
Alpharetta, GA 30004

info@indiaplazallc.com
Tel: 678-867-0388
Fax: 678-348-7239

I AM FIRE

SENRIA NATH, GRADE 7, HIGHTOWER MIDDLE SCHOOL

A man whistles while inserting a rather large sticky marshmallow on a stick near me. Today I am in a rather bad mood. These people manipulate me to their advantage and then they smother me using water and I screech and wither in pain. I want to live and flourish longer and make a difference. A lazy leaf dangles by, perfect I think since it is nice and dry. I give the leaf a nice high five, but I don't let go and secure on. I inch up the leaf to its branch and on until I have devoured the entire tree. "Ahhhhh!" a young lady yells, as she grabs for water, but it is far too late for now I have taken about 16 trees. Hopelessly they look around for an escape as I merely laugh. Soon enough I cover half of the forest, till I feel a piercing pain in my side! I glance and see a tiny human pathetically trying to put me out, but I use my might and I just reappear. I think to myself - I am unstoppable - as I fill the entire forest like a light fills a room. No one is left in my effect. When suddenly in the distance I notice a little light, fire in a fireplace, trying to bring warmth to a house in the dry winter. I decide I will go over and help the poor flame that I was once like. I take over the old cracked road in need of repair. I see my little light friend. I go up to the tiny house and swallow it, leaving it in flames. I look around and see many



more little fires in many more tiny homes. Looks like a buffet for me. By the end of the day all the houses are in my stomach and I think to myself - this is what happens when people try to take advantage of me; and after all, didn't the humans want the heat? The humans realize not to play with fire and leave me outside and should be more cautious while handling me

ONE-HANDED TOY

SHEEL CHAKRABORTY, GRADE 6, RIVER TRAIL MIDDLE SCHOOL

I have a favorite toy since I was 4 years old. It is a small toy of a brown, stout man but it has only one hand. I don't recall how it lost his hand, but the hand he has is very agile and strong. He also has a very determined face. I don't know why but even now I like to play with this toy more than others.

One night when I was sleeping, I was imagining that my 3-inch toy was talking to me. He was telling me his life story. I asked him "Why do you have only one arm"? He said, "One day in Madagascar, I was surfing in the ocean, I fell off the surfboard and spun around. A shark attacked

me. I was trying to fight him down and I did defeat him. But he bit my right arm off. I lost a lot of blood. A rescue team saw and saved me. I was immediately taken to a hospital and had to stay there for 21 days".

I looked at him feeling sorry but saw he was smiling. His face wasn't serious. He assured, "I trained my left hand and look at me, I can do everything with my left hand". I asked him, "What you gonna do now"?

He stared at me, thought for a while and stated, "If you don't tell anyone then I will tell you. I want to participate in the Paralympics next year. I have been training myself to swim and want to prove

**FULL & HALF
DAY PROGRAMS.
THE
NURTURING
NEVER STOPS.**

Tour your local Goddard School
and experience why it's the best
preparation for social and
academic success.

Goddard Systems, Inc.'s program
is AdvancED accredited.

SUWANEE (JOHNS CREEK)
4410 Johns Creek Parkway
678-475-0701

GoddardSchool.com

**> 50% OFF
FIRST MONTH'S TUITION!***

.....
**LEARNING FOR FUN.
LEARNING FOR LIFE.™**
.....

 **THE
GODDARD SCHOOL®**
FOR EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT

*Offer valid for new students enrolling in the above locations only. Some programs may have additional fees. Offer expires 1/31/15. The Goddard School and its centers are independent franchise units in license agreement with Goddard Systems, Inc. Programs and operations may vary. Goddard Systems, Inc. is an Equal Opportunity Employer. © Goddard Systems, Inc. 2014

LCSW000000000000000000

প্রতীক

that a man with just one hand can win the swimming championship."

Then I woke up and looked at my armless 3-inch toy. Suddenly, it gave me courage and I was proud of my toy.



The Largest and Exclusive Appliances Store in Southeast

220V/110VWt. Appliances, TV, VCR, CD Player, Toys, Camera, Kitchen Appliances, Phones, Stereo, Fax Machines, Microwave/Oven, VCRs, Clocks, Cassette Walkies, American Tourister, Samsonite Luggage, Grand Name Perfumes, Parker Cross Pens, Ray-Ban Sunglasses, Rice Cookers, Corals, Jades, Calculators, and many more Gift Items.

A to Z

ELECTRONICS
& GIFTS

WE DO DIGITAL VIDEO CONVERSION

220V/110V APPLIANCES

Tel./Fax: (404) 395-9116

1713 Church St., Suite A-1, Decatur, GA 30033
Hours: Tue. to Sat. 11am-8pm | Monday Closed

AIM HIGH
Settle only for the BEST

*Kathak Se Kuch Bhi...
is our promise!*

11902 Jones Bridge Road • Suite 110 • Alpharetta, GA 30005
678-918-8281 *Aparna's*
Catering and more...

YAJNA PARIVAR



Religious Services

- Anniversaries
- Birthdays
- Business
- Funeral
- House Opening,
- Marriages
- Naming
- Vastu Shanti
- Shanti Havan
- Includes Performing Music in Ceremonies

**Specialist in Conducting
Indian Wedding Ceremonies
with full explanation.**

**Pandit Giri- Call @ 678 665 2301 (c),
770 608 8800 (o), 770 982 6885(h)
Email: yajnaparivar@gmail.com**

PERIL EARTH

ANUJ K. SAHA

HOTTER THAN HELL

Venkat Ramalu could not go to work today. His acute headache and fever have taken turn for worse. The air temperature inside the colliery he works in the Ramagundam district in Telengana often reaches 140 F or 64 C. Air ventilation is practically non-existent inside the open pit colliery. They don't need to boil water to make a cup of tea or brew coffee. After a while the water in the cup reaches the ambient temperature and can be used to brew tea or coffee.

The little town where Venkat lives, shuts down before 11 AM each day. The shop keepers and the rickshaw peddlers go home. The stray dogs, the beggars, and the vagabonds fight hard to find a shelter underneath a tree or behind any large house. The town literally becomes a ghost town.

Most of the habitants in the little town are daily wage earners who work in the colliery. They do not get paid if they miss work. When they get sick for a few days or longer, their savings evaporate. They cannot afford to buy food or any other daily necessities. Slowly and surely starvation sets in. The colliery owners sometimes provide one-time cash to distressed workers. However, most of the workers view that as a drop in the bucket. It vanishes faster than a bucket of water would evaporate in the brutal summer heat.

The local newspaper writes headline "Hotter than Hell in Ramagundam". The politicians, in fear of loosing next election, show their faces. The relief agencies follow the politicians. It is all too little too late. They all blame it on Global Warming. But no one knows how to prevent or protect habitants against its catastrophic effects.

Venkat Ramalu's condition has deteriorated very significantly. He has been transferred to the district hospital 50 miles away. His wife Kandala with her two little children are visibly shaking and counting seconds in the hospital lounge. The colossal heat wave of Telengana, India may be grabbing another victim to add to the long list of casualties!

TUMULTUOUS TYPHOON

Nearly 3,000 miles north-east of Ramagundam, Ling Li is getting ready to take a Yangtze river cruise along with her husband Zhang Poo. They will board the ship in Nanjing and travel all the way to the farthest point of Yangtze river in the western region of China. Ling Li retired from her job as a primary school teacher last year. Zhang Poo just retired from his job as a warehouse clerk at the Nanjing shipyard. They were planning this river cruise for many years. They saved every Yuan that they had. Both are very excited for this cruise. It is their dream come true. Ling Li packed everything that she could in their two large suitcases.



QUALITY HAS A NEW ADDRESS

Suvidha

INTERNATIONAL MARKET

The convenience you can trust!

WHAT YOU CAN EXPECT FROM US

- ✓ **International Groceries**
- ✓ **Garden Fresh Vegetables**
- ✓ **Pooja Samagri**
- ✓ **Frozen Foods from all leading brands**
- ✓ **Unmatched Selection and Service**
- ✓ **Fresh Produce all 7 days of the week**

Your one stop shop

FOR INDIAN GROCERY

NEW LOCATIONS COMING UP NEAR YOU

3495 Peachtree Parkway
Suite 105, Suwanee, GA 30024
770 292 1992

3735 Davis Dr, Suite 101,
Morrisville, NC 27560
919 650 1436

2821 Chastain Meadows
Parkway NW, Suite 120,
Marietta, GA 30144
770 419 7112

She reminded her husband not to forget his medicine for Asthma. The air quality around Nanjing has deteriorated significantly in the past decade causing many people like Zhang Poo to get Asthma attack frequently.

Children and grandchildren came by the shipyard to bid bon voyage to their parents/grandparents. Ling Li hugged her three little grandchildren very densely. She promised to bring them bag full of goodies from the trip. The youngest one, Feng, wants a Chinese Tiger. Ling Li said she will bring a live baby Tiger for Feng!

All was going as planned. The cruise ship company has been very hospitable. They served more food than what both could consume. The ship would sail at night and stop at a town port every morning. The shipmates could visit the town or stay inside the ship to rest and relax. Ling and Zhang got off a few ports and picked up souvenirs for their children and grandchildren. However, Ling has yet to find a decent looking Tiger for Feng! And then there was entertainment every evening. Ling and Zhang enjoyed the historic dramas, particularly the ones on Ming and Hahn dynasties.

After nearly six days of sailing, the ship reached the western end of the Yangtze river. The river in this end goes through rugged mountains and the landscape is simply breathtaking. Ling sat on her husband's lap in the balcony and enjoyed the earthly beauties. Both felt blessed for taking this cruise.

Tomorrow the cruise ship will return to Nanjing. The ship stopped at a port about 200 miles west of Nanjing. Ling told her husband, let's get off this port and see if we can find that Tiger for Feng. We have picked up everything except that Tiger.

They got off the ship and started browsing the stores in the town. Lo and behold, Ling saw a hand decorated wooden Tiger in a store. It was an item for display and not for sale. After intense negotiation, the shopkeeper agreed to sale the Tiger to Ling at a steep price. Ling felt so relieved!

The ship sailed in the evening. The captain warned the shipmates that a strong Typhoon is heading from the east and the ride could be rough. He also advised the shipmates to keep their life jacket handy just in case they need it.

The ship was about 50 miles away from Nanjing. It was wee hours in the morning. Everyone was sleeping. Suddenly a mighty powerful Typhoon hit the ship and turned it upside down. One side of the

ship was completely perforated, and it started sinking at a rapid pace. Ling and Zhang put on their life jacket but could not stay afloat with huge human loads over their body.

In the next few days, Chinese military experts brought in powerful laser cutters to recover portions of the ship from the river bed. Of 452 people on board, only 5 survived. Zhang Poo was one of the survivors. Ling's torn up body was found on the banks of Yangtze. She was still holding onto the Tiger for Feng!

The local daily in Nanjing wrote headline "Tumultuous Typhoon shattered Dreams". The Chinese National Environmental Protection Agency estimated the winds from the humongous Tornado exceeded 150 miles/hr. The river cruise ships are designed to withstand a maximum wind load of 120 miles/hr. The Environmental Agency also stated that never in the recorded history of Yangtze river, the storm wind load ever exceeded 120 miles/hr. They also said the unprecedented buildup of greenhouse gases in the atmosphere and rise in water temperature are the root cause for this humongous storm to form over the river. They added, such Typhoons used to form only over the oceans in the past century!

WEeping TULIP

Nearly 5,500 miles north-west from Nanjing, 22-year-old Anna Janssen is very worried. Her wedding to her childhood boyfriend Luuk Meewis is only a month away. But her little village near the town of Texel has a big issue in hand. The village and for that matter nearly half of Netherland is flooded with rising sea water.

Flooding with sea water is not new to the Dutch people. Many regions of the country are below sea level that require frequent draining or pumping of water. The famous Dutch windmills provide the power for water drainage across the country.

However, the decades long slow and steady increase in ocean water temperature and rise in sea water level is exacerbating the issues. Most of the coastal towns and villages cannot keep up with the rapid infiltration of sea water. It is

greatly affecting their day to day lives and way of living.

Anna had a childhood dream that she will get married in a bright spring day in the middle of a very large tulip field in her village. She will walk through the aisles of the field holding her dad Johan and the red-yellow-purple colored tulip blooms will greet them auspiciously. Luuk will walk from the other end and meet the father-daughter duo. Luuk will take a vow and Johan will give away his daughter without any earthly condition.

However, that is not going to happen. All the tulip fields in Anna's village are submerged in knee deep water. The tulips lost their luster and vibrant color. From a distance they look like weeping in sorrow. Most of the wind mill pumps have failed or cannot keep up with the rate of water infiltration. The livelihood of many people in the village are greatly affected. Many are leaving the area in search of higher grounds.

Anna and Luuk are thinking to leave the area as well. They are thinking to move to a swiss village in the mountain. They decided to postpone their wedding for the time being. They will build a hut in the mountain and try to adjust to a different way of living.

Anna and Luuk built a small cottage 30 miles from Zurich and moved in. They will get married in a local church this week. Johan came to give away his daughter. Anna sees the weeping tulips field every night in her dreams. Her dream has been shattered. She would weep and shed tears quietly.

Twenty years later, Anna came to Texel with her teenage daughter Marsha. She showed the tulip fields to her daughter. The village has changed completely. Many people live there in houseboat now. The tulip fields are now used for aquaculture to grow sea food. Changing environment had taken away the past form of living and paved path for a new way of life!

LOWEST PRICES IN TOWN!

CELEBRATING 20 YEARS IN BUSINESS

PRINT & SIGNS

Enhance Your Image

Full Line of Printing
Full Line of Signs & Banners
... All Under One Roof

- Banners & Signs
- Window Lettering
- Channel Letters
- Neon Signs
- Magnetic Signs
- Vehicle Lettering

- Invoices
- Forms
- Envelopes
- Flyers
- Coupons
- Invitations
- Announcements
- Postcards
- Menus
- Large Format
- Full Color Printing
- Lamination
- Binding

We ship out of Georgia too

Call: **SAJID** 404.296.9141
jns2000@aol.com

Professional but Affordable Graphics & Designing services in house
SPECIALIZED IN RESTAURANT, GAS STATIONS & JEWELRY STORES SIGNS

Great Specialty Sign
24-hr. (24) - Best & Professional
Graphics & Corporate Design

404.296.9141
2960 North Decatur Road, Suite C
Decatur, GA 30033
Tel: 404-296-9141
Fax: 404-296-9142
www.mpsprintsigns.com

MMG
MiltonMedicalGroup
INTERNAL MEDICINE

Call Us Today To Set Up An Appointment!
678-827-9157
Fax: 478-279-6262 info@miltonmedicalgroup.com

www.MiltonMedicalGroup.com

Mon - Fri: 7:30am to 4:30pm
Saturday by appointment only
Make online appointments from anywhere at anytime!
www.MiltonMedicalGroup.com
Same day & Walk-ins welcome.

Services:

Whether you are feeling under the weather, have chronic medical conditions, or need routine wellness checkups, Milton Medical has the right service for you.

- Preventive Care & Routine Physicals
- Health Risk Assessments
- Sports and Pre-Employment Physicals
- Immunizations
- Travel Advice
- Women's Health
- Treatment of Acute Illness
- Chronic Illness Management:
Including Hypertension,
Diabetes, High Cholesterol, Heart
Disease, Depression, and more.
- Care for Patients with Undefined Symptoms and Complaints: such as shortness of breath, chest pain, etc.
- Preoperative Evaluation of Medical Risks Prior to Surgery
- Coordinate Medical Care when Sub-specialists and Hospitalization is involved
- Minor Procedures
- On-site EKG
- Lab Drawn



Savitha Shama, M.D.
Board Certified
Internal Medicine

735 N. Main ST - Suite 1100, Alpharetta GA 30009

(HENDERSON COMMONS)

(Behind Advance Auto Parts)



THE NOSE RING

TAPAN DAS

Maa Durga's beautiful nose ring has always fascinated me. This small piece of ornament makes her look divine, beautiful yet fierce. The face of Maa Durga without the nose ring and the 'Trinayan' cannot be thought of. The aura behind this face has been bringing in reverence and every year we worship 'Durgoti Nashini Durga' with all rituals and much fanfare.

Sometimes while chanting her divine name during my daily prayers or while gazing at her assuring yet firm looks while listening to a devotional song, I would admire the deity's nose ring and sometimes I would wish if I could have it for my dear wife Jharna. The 'dashabhujā' and the 'ronong dehi' versions of the goddess would flash in my mind's eyes and would be replaced by Jharna's more homely, non-regal face, which was nonetheless as powerful as the goddess. In managing home, which often no less than a battle, she was certainly a dashabhujā in a ronong dehi avatar. The nose ring seemed to be a natural accessory to complement her powerful presence. All this was just my wish though. She would, of course, strongly reject the idea of a ring of such design but would not mind if I presented her with a diamond-studded nose pin instead. As per my horoscope for my Zodiac sign Leo, I tend to have a natural penchant for gold, elegant dresses, perfumes and other good things of life. I had tried

to maintain this style throughout my corporate life until my retirement. I would see to it that my shirt, trousers and even other parts of my attire were well-ironed whenever I went to office or anywhere else. I would always wear my favourite perfume 'Charlie'. I liked nice things, for both myself and my family. That nose ring, I had always felt, would be a perfect gift from the divine Durga to the homely one.

Nagamani, the young laundry woman of the ironing service nearby always took special care to iron my clothes placing newspapers inside. Her husband Jagadish would return them to our apartment with unfailing regularity for years. She could identify this Bengali babu's clothes

Stylz		
770-418-9028 770-619-9060		
FULL PACKAGE \$50 (Eyebrows, Upper Lip, Herbal Facial, Full Wax & Face Bleach) w/ Coupon	1 HR. FACIAL, HAIRCUT, SHAMPOO EYEBROWS, UPPER LIP THREADING \$45 (A \$75 Value) w/ Coupon	INSTANT POLISHING FACIAL WITH FREE EYEBROWS \$20 w/ Coupon
BASIC HAIR CUT \$7.99	EYEBROW & UPPER LIPS \$6 (A \$18 Value)	WAXING
MEN'S HAIR CUT & COLOR \$25 w/ Coupon	LADIES HAIR COLOR \$25 w/ Coupon	FULL LEGS \$20 HALF \$15 ARMS AND UNDERARMS \$15 BRAZILIAN/BIKINI \$20 FRONT/BACK \$20

blindfolded and this must have been so because of the unique perfume I used. Nagamani would sometimes come and help my wife make chapatis or help in the kitchen when my wife was unwell or when we were expecting guests. Sometimes she would cook spicy 'Guntur Chicken curry' for us. It was extremely delicious; my friends and I would enjoy it though the chilli in it was so hot that it became difficult to even say 'good morning' the next day.

It so happened that this puja turned out to be the worst Durga Puja for me in the last sixty years. Till 'Panchami' everything was in order but from 'Shasti' morning all the grahas and nakshatras started conspiring against me. A chain of unfortunate events substantiates this. The newspaper vendor forgot to drop the newspaper at my house that day and without that my free outgoing calls could not happen. The morning milk boiled over and spilled. My wife did not make me the usual tea and she and my daughter stopped talking to me and wore a grumpy look. Even my eldest daughter and son in law did not take my calls. My whole family seemed to be against me on account of something which I was not aware of. I questioned them, puzzled and upset, but the only response I got was a stoic, indignant silence and aggressive looks. They started behaving indifferently with me. Putting the ironed clothes in the wardrobe, my wife addressed my daughter in a gruff voice: "Tell your father that we shall not go to the Puja pandal with him and that the food has been kept in the fridge. Whenever he wants he could come and have it."

She added, "Tell him that he need not have any relation with me or my daughters." I was stunned! "Why are both of you behaving like this? What have I done?" Very aggressively, throwing one of my favourite black shirts, which I had used for the last two evenings, my wife said, "Look at this yourself. Shame on you!! A person like you could stoop so low and that too after your retirement." She then started crying loudly. My daughter Saachi then took the shirt from the ground and showed it to me. I saw with disbelief that a small diamond-studded gold 'nose ring' was stuck tight to the upper buttonhole of my shirt with a patch of vermillion on the collar. "Where did it come from?" she enquired. "Gold nose ring with a diamond!" I was stunned. "Listen!! Hey!! Maybe it is a gift from Ma Durga for you!!" I added rather lamely. "You know," turning toward my daughter, "I had always wanted to gift a similar nose ring worn by Maa Durga to your mom. Maybe she has listened to my wishes," I said.

"Shut up!!" was the stern rebuttal from my wife: "Don't try to fool us; enough is enough. Tell us who are you spending time with these days? That's the reason you go out every evening well-dressed and well-perfumed and at times with flowers in hand and you make an excuse that you are going to 'Tetultala' to be with your friends or to stag parties. Do you and your friends use vermillion or nose rings at your stag parties?!! The cat is out of the bag now. You have started coming late almost every day! Do you think we are fools? The thief has now been caught red-handed... whose nose ring is this? Till you answer

this question, stay away from us and don't speak to us," she screamed.

This ordeal started since Sasthi morning. I started thinking: 'Did the goddess fulfil my wishes this way by creating a crisis in which I had no part to play? I just liked and admired her nose ring and so maybe I got it! I should have admired all her ornaments instead... but how did it happen'. I questioned myself several times, but no answer appeared on the horizon. I was clueless as to what to do now. The nose ring, both Durga's and the one stuck to my shirt, appeared to devour me with all its grandeur and fierceness.

I had spent so many years having a decent corporate life and had innumerable friends. Everyone in the office was aware of my penchant for good dressing as also my sense of punctuality, a strict no-nonsense attitude along with my fondness for sweets, butter and ghee. My in-laws considered me an incarnation of Lord Shiva, my friends saw me as a very fun-loving, music-loving, harmless and simple person, my daughters thought me the best dad in the world and as far as my better half was concerned, I have been made to understand that she had prayed for the same life partner for the next seven lives!

On Shasti morning all these lofty thoughts went for a toss with this mysterious 'nose ring'. At the Puja pandal I felt people who knew me looked strangely at me and many of them started avoiding me as if I was 'Brajeesh Thakur' or 'Aashaaram Baba'. They would look at Maa Durga, pray to her first and then would look at Mahisasura and then would stare at me at the

reception counter, as if I was the fallen man. I felt like Tulsi Chakraborty in the rich men's party in the movie 'Poroshpathor'. Nobody wanted to look at me or make real conversation. They gave a slant smile and walked passed by. This incident might have given the gossip industry within our community a good trigger. Jharna must be feeling like Sumitra in 'Ogo Badhu Sundari', embarrassed by her drunken husband singing "Lola Lulu tomar boyosh keno hoyna sholo, amar nineteen." At least there Uttam Kumar knew what was happening. Here, I was clueless. I prayed to Maa Durga about the well-being of my family and friends as usual so that I could get out of this mess at the earliest. I also admitted my mistake of eyeing Ma Durga's nose ring and apologized to Ma with folded hands. "I like Mahisasur better than your nose ring, Ma! Do forgive me. I will never eye your nose ring again in life," I uttered silently asking for her forgiveness. I could almost see her subtle smile through her fiery face.

On returning home, I heard sounds of laughter as if some guests had dropped in. On entering my house, I was greeted by none other than my bodybuilder Salababu or brother-in-law, Mahesh, who had come to stay with us this puja without any prior notice. Touching my feet, he asked, "How are you, Jamai babu?" "Why this long hair and moustache, Mahesh? Are you planning to act in films or what?" I questioned. "Yes, sort of... There is an audition at Ramoji Film City for a role of Bahubali's brother and I thought I would be a strong contender." "Yes, yes, certainly. You may take your Didi too. She might land the role of

Bahubali's mother in law." I added sarcastically. "She has stopped talking to me for a silly reason, she will tell you." While speaking, I once again looked at Mahesh properly this time. Oh my God!! He resembled someone with long hair, huge moustache... yes! yes! He does resemble Mahisasur... I think God is playing tricks on me. I told Maa Durga that I do not like her nose ring and as a penance, mentioned that I liked 'Mahisasur' instead and she has sent this Mahesh 'Asur' to me! I felt as amused as puzzled. What, in Durga's holy name, was happening to me?

Days of festival went by in a flurry, with me in a confounded bubble, trying to figure things out or at least get out of the mess. After the Pujas were over, my closest family friends, at the behest of my wife, wanted to speak to me once and for all so that I do not fall into the trap of my so-called lady love whose nose ring had got stuck to my shirt in this so-called misadventure and so that we again start living a normal family life.

On the designated evening our close friends were invited with their families towards "Bijoya get-together" and my wife Jharna, who was a good cook had prepared the choicest of food for the guests. She had invited my friends so that she could introduce Mahesh, "Mr Kolkata - third runners-up 2003" -to them as well. Tara bhabi, our beautiful neighbour and Nagamani, our laundry woman, were there to help her prepare the puris and chapatis and help to serve the guests. At around 8 pm the guests started arriving and one by one all of them arrived. My wife and my daughter Saachi started serving snacks to

them. Once Mahesh was introduced to my friends he was very happy as most of my friends admitted that he resembled Bahubali while I thought he resembled Mahisasura. To put the record straight without any hesitation, I called every one of the five families into a room and said, "Friends, before you tell me anything regarding the 'nose ring episode' I want to clarify something and want everyone to lend me your ears. Friends, yes, you have heard it right. My wife and daughter did find something unusual and they are rightfully unhappy. I admit that I made a mistake, but my mistake was not what you are thinking. I made the mistake not of falling for another woman, but for the nose ring of the all-powerful woman, Durga herself. I also made another mistake, the naïve mistake of assuming Maa Durga had gifted me the ring as I had always admired it and wished to have it for my wife. But how could a person like me fall for this thought, that the goddess herself had made the gift just available for me to gift my wife without my having to buy it? I can't be so trusting in make-believe wish-comes-true or miracles? Well, the answer is, I don't know. Maybe I REALLY, passionately wanted a Durga-nose ring for my wife. That's my only explanation, though it sounds silly, I know." I showed the black shirt to everyone present there and showed them how the diamond-studded gold nose ring had stuck in the collar buttonhole without my knowledge. "Is it my fault, I asked? Only Maa Durga could have done this!"



Dipika Banerjee

"I only know that I had liked Ma Durga's gold nose ring at the pandal so much that I had purchased a beautiful calendar with Durga Maa's divine face with her unique nose ring and had placed it on the wall of our drawing room for me to pray & for everyone to admire" I admitted openly. Suddenly there was a commotion behind me. Out of nowhere, Nagamani barged in. "Show me, Seth. Let me see it too. Oh, my God! This is my nose ring Saheb and I was desperately searching for it." One of my friends quipped: "But how did your nose ring reach your Saheb's chest? I mean the shirt!" Nagamani replied: "I think that night I was ironing Saheb's shirt and had sneezed. Maybe the nose ring fell off and I must have ironed it along with the shirt and the pin got entangled on the stitches of the collar buttonhole." "What about the vermillion stain?" another friend asked. "That might have fallen from my forehead too," she accepted meekly. She pleaded that this mistake of hers had nothing to do with Bengali Babu who was always a fatherly figure to her. Everyone started laughing loudly. Nagamani saved my face that evening; otherwise I would have thought that Ma Durga had fulfilled my wish. I could only say "Jai Durga Devi's Jai". The food tasted superb that evening.

Days passed, and people forgot about the matter till one evening Nagamani came home crying. She was inconsolable. Jagadish followed his wife too. We were having our evening tea together. We were a bit surprised as Nagamani was a jolly girl. "What happened, ma?" I asked. "Sethji!" she mumbled, and pointing towards Jagadish, she

declared: "I mean we wanted to come earlier but did not have the courage to visit you. In fact, I took the nose ring which was stuck on your collar thinking it to be my lost nose ring. But I was mistaken. I found my own nose ring in my Puja room at the feet of 'Goddess Mysamma' in the vermillion pot. I must have kept it there and had forgotten, sir. We have come to return your nose ring to your family. In my dream Maa Durga came and showed her 'Rudra murty or fiery face' last night and we thought it fit to return to you. Do forgive me"

My wife took it and looked at it properly this time. It was really a beautiful diamond-studded nose ring... maybe a real gift from Ma Durga!! She said, "I think we should treasure this divine gift." She did not remark, now that the allegation part was not valid anymore. Anyway, I was relieved and happy but where did this come from? When I looked at the calendar with Durga Ma's face in our drawing room to thank her with folded hands, I could see the beautiful smile on Ma's face... but oh my God! I couldn't believe it!! Her nose ring was missing from the photo too. Wishes do come true, that too inexplicably! Suddenly there was a nudge. I woke up and saw my eldest daughter Pritha at my bedside with a cup of tea in hand! "Papa, get up!! We have to go for puja shopping today, Mother, Saachi & Soumya would join us too." "Oh! No!! Not again!" I cried out in disbelief.



Join us for a Divali Grand feast

Lunch Buffet on November 10th, 2018



Our second location OPENING SOON!
In Marietta.

MADRAS MANTRA
Indian Vegetarian Cuisine

2179 Lawrenceville Hwy. #A • Decatur, GA 30033

(404) 636 4400

www.MadrasMantra.com MadrasMantra@gmail.com



আন্তর্কাল *

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, (কলকাতা)

বাবাকে পাঠানো জীমূতের দ্বিতীয় মেসেজ - বাবা, আমাদের বন্ধুদের প্রায় সকলেই 'পার্সোনাল টেলিপোর্টার' (পিটিপি) কিনে ফেলেছে। যাতায়াতে ওদের কত সুবিধা হয়েছে বলতো। যখন খুশি, যেখানে খুশি চলে যাচ্ছে। আমিও তো তাহলে যখন তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতাম। তুমি প্রিজ একটা পিটিপি কেনার ব্যবস্থা কর। আমি ভীষণ হীনমন্যতায় ভুগছি। বন্ধুরা আমাকে হেয় চোখে দেখছে।

প্রকাশের ছেলে জীমূত হিমালয়ের ভোওয়ালিতে আপনবোধ তত্ত্বের উপর গবেষণা করছে। জীমূত খুবই বিচক্ষণ, অর্থোক্তিক আবদার সাধারণতঃ করে না। প্রকাশবাবু মেসেজটা গিন্নীকে দেখালেন। জীমূতের মা আপত্তি জানালেন, তুমি আর ওকে আঁকরা দিও না তো। গতবার ফ্লাইবোর্ড কিনে দেবার পর তো কত ঝামেলা হল। এখন সেটায় ধুলো জমছে।

গিন্নীর আপত্তিটা যুক্তিপূর্ণ ও যুক্তিগ্রাহ্য হলেও প্রকাশবাবু নিজে ভিন্ন মত পোষণ করেন। পূর্বের হীনমন্যতার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্বের তুলনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও প্রগতি এখন দ্রুততর হচ্ছে। গত দশ বছর পূর্বে যা কেবল সায়েন্স ফিকশনের কল্পনায় ছিল তা এখন রীতিমত বাস্তব। প্রকাশবাবুরও ইচ্ছা হয় এই প্রগতির স্বাদ গ্রহণ করতে। খুবই স্বাভাবিক কারণে এ যুগের ছেলে বলে জীমূতের সেই ইচ্ছাটা আরও প্রবল। তাই শেষ পর্যন্ত গিন্নীর মতামত উপেক্ষা করেই প্রকাশবাবু তার সবুজ সংকেত জানিয়ে দিলেন।

জীমূত জানালো একটা সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে ও কলকাতায় আসবে। তখন যেন পিটিপিটার অর্ডার দেওয়া হয়। কোন ক্লাউডস্টোরে পাওয়া যাবে আর পিটিপির আইটেম কোডটা ঠিক কী তা বাবাকে জানিয়ে দিল জীমূত।

জিনিসটা ডেলিভারি হবার পর প্রকাশবাবু যেন একটু হতাশ ও আশ্চর্য হলেন। এত দামী জিনিস, ঐটুকু প্যাকিং এ কী করে আসতে পারে

এটাই ওনার মনে এক বিরাট প্রশ্ন ও সংশয়। জীমূত অবশ্য নির্বিকার। ও প্যাকেটটা নিয়ে ছাদে চলে গেল।

ঘণ্টা চার পরে জীমূত বাবাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গেল। প্রকাশবাবু এবার আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেলেন, মঙ্গলগ্রাহে যে সব স্পেসশিপ পাঠানো হয় জিনিসটা অনেকটা সেরকম দেখতে। কিন্তু আকারে বেশ ছোট। পার্সোনাল হলেও এক সঙ্গে দু'জনের টেলিপোর্টিং এর ব্যবস্থা আছে।

-বাবা, এসো, আমরা দু'জনে কোথাও ঘুরে আসি।

প্রকাশবাবু বললেন, নারে আজ থাক, শরীরটা ঠিক ভালো ঠেকছে না।

-তা হলে আমি একটু ঘুরে আসি

-যা, তবে বেশি দেরি করিস না।

পরের দিন সকালে জীমূত বাবাকে বলল, আজ কিন্তু তোমাকে নিয়ে বেরুবোই।

প্রকাশবাবু প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। পিটিপিতে বসে জীমূত জানতে চাইল, বাবা তুমিই বল কোথায় যেতে চাও। এই প্রশ্নের জন্য উনি প্রস্তুত ছিলেন না, আমি কী বলব? কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, তাই তো আমি জানি না।

বাবা, দেশের বাড়িতে অনেকদিন যাওয়া হয়নি, সেখানেই না হয় যাই।

ওখানে পৌঁছে পিটিপি থেকে বেরিয়ে প্রকাশবাবু বললেন, ওরে বাবা এখানে এত গরম কেন? আমাদের ওখানে তো ঠাণ্ডা!

বাবা, কলকাতা থেকে রওনা দেবার আগে মেশিনটাতে গন্তব্য স্থানের নাম টাইপ করেছি। কিন্তু ইচ্ছা করে পৌঁছানোর সময়টা কয়েক মাস পিছিয়ে দিয়েছিলাম। তাই আমরা এখন সময়ের প্রেক্ষিতে কয়েক মাস পিছিয়ে আছি। কলকাতায় তখন ছিল নভেম্বর আর এখানে এখন জুন মাস, গরম তো হবেই। বিষয়টা ঠিক বোধগম্য হল না প্রকাশবাবুর, তবে কিছু বললেন না।

GOKUL SWEETS & RESTAURANT

Patel Plaza, 1707 Church St,
Ste C-8, Decatur, GA 30033
(678) 974-5656 Fax: (678) 974-5681

763 Dekalb Industrial Way
Decatur, GA 30033
(404) 299-2062 Fax: (404) 299-7184



Indo-Chinese

- AUTHENTIC INDIAN VEGETARIAN DISHES
- SNACKS, CHAAT, FRUIT JUICES & SWEETS
- CATERING SERVICES FOR ALL OCCASIONS
- OPEN 7 DAYS A WEEK
- WE SHIP ALL OVER USA



Now Open third location
4315 Abbotts Bridge Road, Suite 3&4
Duluth, GA 30097.



SHOP ONLINE: www.gokulsweets.com



North-Indian



South-Indian



Gujarati



Snacks



Chaat



Namkeen



ভাইপো আর দাদাকে পেয়ে জীমূতের কাকা কাকিমা খুব খুশি। জীমূতের খুড়তুতো বোন ঋদ্ধিকা পিটিপিটা দেখে অবাক। ওরকম যান ও কোনো দিন দেখেনি। জীমূত বলল, তুই যদি চাস তো কোথাও তোকে ঘুরিয়ে আনতে পারি। ঋদ্ধিকার মা বলল, দাদা দেশের বাড়িতে এসেছেন। কয়েকদিন এখানে থেকে আম কাঁঠাল খেয়ে যান।

জীমূতের ভাই ঋমন বেশ কয়েক দিন দাদার সঙ্গে পিটিপিতে করে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। ঋমন লক্ষ্য করেছে ওটা চালানো মোটেই কঠিন নয়। ওটাতে উঠলেই যন্ত্রটা নিজে নিজে চালু হয়ে যায়। গন্তব্য স্থলের নাম বা অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ জানিয়ে দিতে হয়। এ ছাড়া আর একটি তথ্য দিতে হয়। তা হল, গন্তব্য স্থলে কখন পৌঁছিতে চাই। এভাবে, অতি সহজে অতীতে বা ভবিষ্যতে চলে যাওয়া সম্ভব। যন্ত্রটার নিজস্ব সিকিউরিটি চেকিং শেষ হলে স্টার্ট বোতামটা জ্বলতে নিভতে থাকে। অর্থাৎ রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত। বোতামটাতে চাপ দিলেই যাত্রা শুরু হয় এবং নিমেষের মধ্যে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিনো যায়।

বছর খানেক আগে জীমূতের দিদির বিয়ে হয়েছে। দিদিরা এখন পুনেতে থাকে। ঋমন একদিন মাকে রাজি করালো, চল না মা একদিন দিদির বাড়ি ঘুরে আসি। মাকে বলল, পনেরো বছর পর দিদিরা কেমন থাকবে তা জানতে তোমার ইচ্ছা করে না? ঐ সময়ের দিদিকে দেখে আসতে পারলে তোমার দুশ্চিন্তা নিশ্চয়ই কমবে। যাবে মা?

তারপর, আবার বর্তমানে ফিরে আসতে পারা যাবে তো? মায়ের উদ্বেগ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।

মা আর ভাইকে দেখে শুভাঙ্গি খুব খুশি। বছর আটের একটা মেয়ে ঘুর ঘুর করছিল। তাকে ডেকে শুভাঙ্গি বলল, এই দেখে যা রুমি, কারা এসেছে। সেদিন তুই বলছিলি না, মামাদের দেখিস নি, দিদুনকে দেখিসনি। মায়ের হাত ধরে বলল, এই হচ্ছে তোর দিদুন আর ওই হচ্ছে তোর ছোট মামা ঋমন বা ঋম। ওদের ছবি দেখেছিস তো? এখন চাক্ষুষ দেখতে পেলি। চিনতে পারছিস তো? রুমির মুখ দেখে ঠিক বোঝা গেল না, ও চিনতে পেরেছে কিনা। শুভাঙ্গির

অনুরোধ, মা, তোমরা কয়েকটা দিন এখানে না হয় কাটিয়ে যাও, বেশ মজা হবে।

ঋমন বলল, মা তোমার যদি ইচ্ছা করে তুমি থাকো, আমি কিন্তু থাকতে পারবো না। আমি পরে এসে তোমায় নিয়ে যাব। মা শুভাঙ্গির দিকে তাকালেন সমর্থনের আশায়। ঠিক আছে মা, ঋমের যদি থাকতে অসুবিধা হয়, ও না হয় এখন চলে যাক। তুমি কয়েকদিন থেকে যাও। অনেক দিন পর তো এবার এলে। এবার কিন্তু মা তুমি আমায় মাংসের আচার বানানোটা শিখিয়ে দিও! নারায়ণী দেবী এবার নাতনিকে কাছে ডেকে পাশে বসালেন। -কী নাম তোমার? -রুমি।

-ভালো নাম? -রমিতা। - বাঃ বেশ সুন্দর নাম তো! তুমি, মারাঠি বলতে পারো?

-হোয়

-আচ্ছা রুমি, তোমাকে যদি কেউ নাম জিজ্ঞাসা করে তাহলে মারাঠিতে কী বলবে?

-মাঝে নাও রমিতা

নারায়ণী দেবীর পরের প্রশ্ন, তুমি কোন্ ক্লাশে পড়? প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে রুমি এবার মার দিকে তাকায়। শুভাঙ্গি মাকে বলল, মা এখানকার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা একটু অন্য প্রকারের। ওরা পড়াশোনা করে, কিন্তু কেউ স্কুলে যায় না। তাই ও নির্দিষ্ট কোনও ক্লাশে পড়ে না।

শুভাঙ্গির মা আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমা, সে আবার কেমন কথা? স্কুলে না গেলে পড়াশোনা হয় কী করে?

-মা, তুমি এখনও কোন যুগে পড়ে আছ? অপ্রয়োজনীয় কত কী আমাদেরকে পড়তে হয়েছে ছোট বেলায়। এখনকার ছেলেমেয়েরা কিন্তু, তা করে না। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে মা, গভাবস্থা থেকেই রুমি নানা প্রকার শিক্ষা পেয়েছে। কোন কোন বিষয় ওর পছন্দ তা ও খুব ছোট থাকতেই জানতে পেরে গেছে। সে ভাবেই ও শিক্ষা পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে সেগুলোতে ওর ভালো উন্নতিও হচ্ছে।

নারায়ণী দেবী জানতে চান, রুমি তা হলে এখন কোন ক্লাশে পড়ে?

-ওভাবে বলা যায় না মা। কোনও ছেলে বা মেয়ের সামর্থ্য, ক্ষমতা বা পছন্দ এক এক প্রকার। কেউ অঙ্কে ভালো আবার কারও ইতিহাসে দারুণ উৎসাহ। জ্যামিতির ব্যাপারটা কেউ হয়তো বুঝতেই

পারে না অথচ প্রোবাবিলিটির ধারণা তার এত স্পষ্ট যে সম্ভাবনাতত্ত্বের অঙ্ক না কষেই সে হয়তো জটিল প্রশ্নের উত্তর বলে দিতে সক্ষম। কেউ হয়তো ইতিহাসে অনেক কিছু আয়ত্ত করে ফেলেছে কিন্তু সেই আবার অঙ্কে দারুণ কাঁচা। কেউ ভালো ছবি আঁকতে পারে, কিন্তু গানের গলা নেই, আবার আর এক জন হয়তো ভাস্কর্যে নিপুণ এবং অঙ্কেও ভালো।

-সে না হয় বুঝলাম, স্কুল কলেজে না গিয়ে শিক্ষা লাভ করে কী করে?

-দুদিন থাকলেই সব দেখতে পাবে মা আর বুঝতেও পারবে। মেঘাচার্য বলে এক ধরনের প্রথা আছে এখানে। মেঘাচার্য বলতে এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে আছে প্রচুর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিশেষজ্ঞ, যাদের কোনও কিছু অজানা নেই। রুমির কোনও কিছু শেখার প্রয়োজন হলে ইন্টারনেটে মেঘাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে, তখন মেঘাচার্যের কোনও প্রতিনিধি হোলোগ্রামরূপে উপস্থিত হয় এবং সামনে বসে সুন্দর করে রুমিকে বোঝায়। দুরূহ বিষয় হলেও এত সুন্দর করে শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয় যে আমার খুব হিংসা হয়, আমরাও যদি এ ধরনের সুযোগ পেতাম।

নারায়ণী দেবীর কৌতূহল বাড়তে থাকে, সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু যে সব বিষয় শিখতে গেলে হাতে কলমে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে?

-এটা একটা ভালো প্রশ্ন করেছে, মা। আজকেই তো রুমি গীটারের ক্লাশ করবে। তখন দেখো ও কীভাবে শেখে। এখন কিছু বলব না, কারণ বলে আমি ভালো বোঝাতেও পারব না।

-দিদমা, ঘুমোচ্ছ? আমার এখন গীটারের ক্লাশ শুরু হবে। কী করে গীটার শিখি তা যদি তুমি দেখতে চাও তো তাড়াতাড়ি এসো।

দিদিমাকে নিয়ে রুমি গীটারের ঘরে ঢুকলো। একটা ক্যাবিনেটের দরজা খুলতেই নারায়ণী দেবীর চোখে পড়ল, ভিতরে একটা মহিলার মূর্তি। রুমি বলল, এই হচ্ছে আমার ম্যাম। আজ উনি আমার গীটার-ম্যাম। দিদিমা আশ্চর্য হয়ে নাতনির কাণ্ডকারখানা দেখতে থাকলেন। কয়েকটা সুইচ অন করতেই মূর্তিটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। রুমি বলল, হ্যালো, আর ইউ অনলাইন? মূর্তিটার কপালের টিপটা সবুজ হতেই রুমি বলল, ওয়েলকাম

ম্যাম, লেট মি ইন্ট্রোডিউস মাই গ্র্যাণ্ডি, সি হ্যাজ কাম অনল্যা ওয়ে ফ্রম ক্যালকাটা টু ভিজিট আস্।

দিদিমাকে অবাক করে দিয়ে মূর্তিটা ক্যাবিনেট থেকে বেরিয়ে ওনার কাছাকাছি এসে হাত তুলে বলল, নমস্কার, আমার প্রণাম নেবেন। দিদিমাও প্রতি নমস্কার জানালেন।

রুমি গীটারটা কোলে রেখে ডান হাতের আঙুলে প্রিঙ্কগুলো পরে নিল আর বাঁহাতে স্টিল-বারটা তুলে নিল। গতবারের শেখা গানটা বাজাতে শুরু করল। খানিকটা বাজানোর পর গীটার-ম্যাম বললেন, তোমার আঙুলের স্ট্রোক গুলো মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হচ্ছে, আর তালটাও অনেক জায়গায় কেটে যাচ্ছে। মনে হয়, তুমি প্র্যাকটিসটা একটু কম করেছে।

রুমি মাথা নিচু করে বসে রইল। গীটার-ম্যাম হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, গীটারটা আমায় একবার দাও আর আমার আঙুলগুলো লক্ষ্য কর। দেখ কীরকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমি আঙুলগুলো নাড়াচ্ছি। কোনও প্রকার ইতস্ততঃ ভাব থাকবে না। বুঝতে পেরেছ?

নারায়ণী দেবী আশ্চর্য হয়ে সব কিছু দেখছিলেন আর ভাবছিলেন মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে এত পরিবর্তন! কলকাতায় ওনার পাশের বাড়ির ছেলেরা তো গীটার শেখায়। কী যেন নাম? মুকুন্দ। ফিরে গিয়ে ওকে বলতে হবে অন্য কোনও জীবিকার কথা ভাবতে। তা না হলে কপালে দুঃখ থাকতে পারে।

গীটার-ম্যাম চলে যাবার পর, রুমি সব কিছু অফ করে দিয়ে ঐ নিশ্চল মূর্তিটাকে আবার ক্যাবিনেটে বন্দী করে রাখল।

নারায়ণী দেবী মেয়েকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে শুভা, রুমির ঘরে তো কোনও বইটাই বা খাতাপত্র দেখতে পেলাম না! পড়াশোনা করে কী করে? শুভাসি হেসে বলে, হ্যাঁ, তুমি তো অবাক হবেই। এখন তো সব ডিজিটাল হয়ে গেছে। নিজের কাছে কিছু থাকে না, সব কিছু ওরা মেঘে রেখে দেয়। প্রয়োজনের সময় নামিয়ে নেয়, ব্যবহার ক'রে আবার তুলে রাখে। শুভাসির সব কথা ঠিক মাথায় ঢুকল না রুমির দিদিমার, তবে উনি কিছু আর প্রশ্ন করলেন না।

পুনেতে আসার পর অর্কেন্দুর সঙ্গে একদিনও দেখা হয়নি নারায়ণী দেবীর। সেদিন রাতে

খাওয়ার টেবিলে দেখা হল। জামাই বলল, সরি মা, অফিসের একটা ম্যারাথন মিটিং চলছে কদিন ধরে, তাই আর আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি।

- ঠিক আছে বাবা, তাতে আমি কিছু মনে করি নি। শুভাগ্নি আর রুমি তো আমার দেখাশোনা করছেই, আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

- কোনো অসুবিধা হলে নিশ্চয়ই মেয়েকে বলবেন।

- এমনিতে তো সব ঠিকই আছে, কিন্তু, এখানকার এই শিক্ষা-ব্যবস্থার বিষয়টা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অর্ক। এই যে রুমি অঙ্ক ভালো পারে, মারাঠিতে ভালো কথা বলে, ওদিকে গীটার বাজায় আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও শিখছে। আবার দেখলাম ভালো কোলাজ করতেও শিখছে। কিন্তু, এর পর ও কী করবে? ওর ভবিষ্যৎ কী?

- আপনি যে এত সব ভেবে ফেলেছেন মা, এতে আমি আশ্চর্য হই নি। পৃথিবীটা এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমরা মুহূর্তের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যাতায়াত করতে পারি এবং একই স্থানে বসে বিভিন্ন প্রকারের কাজ করতে সক্ষম। এখানে বিভিন্ন প্রকারের কাজ আছে। রুমি তো এখন অনেক ছোট, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক বিষয়ে ওর বিচক্ষণতা বাড়বে। কাজের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া সরকারের এইচ-আর-ডি বিভাগের ডেটাব্যাঙ্ক যেমন সবসময় আপটুডেট থাকে, তেমনই কর্ম-সংস্থান সংক্রান্ত ডেটাব্যাঙ্কও আপটুডেট রাখা হয়। রুমির বয়স আঠারো হয়ে গেলেই ওর কাছে চাকরির সুযোগের খবরাখবর চলে আসবে। এখন কেউ বেকার বসে থাকে না। এখানে প্রচুর কাজের সুযোগ। যে যেমন কাজ করতে সক্ষম তেমন সুযোগই তারা পাবে।

শুভাগ্নি বলল, মা, তোমার তো হাত শুকিয়ে যাচ্ছে, যাও হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে না হয় কথা বল। অর্কেন্দু বলল, ঠিক আছে মা পরে আবার কথা হবে, এখন আবার আমাকে মেল বক্স চেক করতে বসতে হবে।

ছ'মাস হয়ে গেল। খামন এখনও মাকে নিতে আসে নি। নারায়ণী দেবী মেয়েকে বলল, একটু দেখ না মা খামনকে ফোনে বা স্কাইপে পাস কি না। যতবারই শুভাগ্নি যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে

উত্তর আসে, নো সাচ নান্দার, প্লিজ চেক ইয়োর নান্দার।

সমস্যাটা অর্কেন্দুকে বলাতে ও মেঘভাণ্ডারে সার্চ করতে বসে গেল। কিছুক্ষণ বাদে নারায়ণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মা, কলকাতা থেকে আপনি যেন কবে এখানে এসেছেন?

- তখন তো ওখানে ছিল দু'হাজার ত্রিশের মে মাস।

- তাই বলুন, দু'হাজার পঁয়তাল্লিশে বসে দু'হাজার ত্রিশের কাউকে ফোন করার কৌশল তো এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

- ঠিক বুঝলাম না বাবা

- এর অর্থ হচ্ছে বর্তমান থেকে অতীতে বা ভবিষ্যতে যাওয়া সম্ভব, তেমনই অতীত বা ভবিষ্যত থেকে বর্তমানে ফিরে আসা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান থেকে অতীতে বা ভবিষ্যতে ফোন করা সম্ভব নয়। তেমনই অতীত বা ভবিষ্যত থেকে বর্তমানে ফোন করাও অসম্ভব।

শুভাগ্নির মায়ের মুখটা শুকিয়ে গেল, তাহলে কী হবে?

অর্কেন্দু বলল, চিন্তা করবেন না, খামনকে তো আমি চিনি, ওর উপর ভরসা রাখা যায়। ও ঠিক একদিন চলে আসবে। আপনি মেয়ে আর নাতনির সঙ্গে আরও কয়েকদিন আনন্দ করুন না। আপনার কোনো অসুবিধা তো হচ্ছে না। তেমন হলে বাকি জীবনটা না হয় মেয়ের কাছেই কাটিয়ে দিলেন। অতীতে নাই বা ফিরলেন।

নারায়ণী দেবীর মনটা ক্ষণিকের জন্য আনন্দে ভরে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে প্রকাশবাবুর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই মনটা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল! ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা জানালেন, খামন যেন তাড়াতাড়ি মাকে ফিরিয়ে নিতে চলে আসে!

* লেখক এই নতুন শব্দটা চয়ন করেছেন inter-period বোঝাতে। বাংলা ভাষায় অনুরূপ শব্দ আছে- যেমন আন্তর্জাতীয় (inter-national) বা আন্তর্গ্রহ (inter-planetary)

Combine Home & Auto. Save big.



Richard Schmidt CPCU, Agent
4825 Sugarloaf Pkwy Ste H
Lawrenceville, GA 30044
Bus: 770-339-7950
richard@rsagent.com

Good things happen when you combine your home and auto insurance with State Farm®. Like saving an average of \$894* Plus, you'll have a good neighbor like me to help life go right.

CALL ME TODAY.

*Average annual household savings based on 2014 national survey of new policyholders who reported savings by switching to State Farm.



State Farm Mutual Automobile Insurance Company, State Farm Indemnity Company, Bloomington, IL
State Farm County Mutual Insurance Company of Texas, Dallas, TX
State Farm Fire and Casualty Company, State Farm General Insurance Company, Bloomington, IL
State Farm Florida Insurance Company, Winter Haven, FL
State Farm Lloyd's, Richardson, TX

1806202

অতৃপ্ত আত্মা

পরশর শর্মা ***

আলো ঝলমল ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারের থেকে মাইল পাঁচেক দূরে মিসিসিপি নদীর ওপারে হারভে শহরটা। তার একটু নীচে উডমেয়র আর এন্টেল আধা শহর। একটু দূরে লেক সাল্ভাদর। ঘন গাছ পালায় ঘেরা ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক। চারিদিকটা বড় বড় গাছ আর ঘোপ ঝাড়ে ভরতি। এটাই হচ্ছে নিউ অরলিন্সের রেড জোন। ড্রাগ ডিলার, গ্যাংস্টার আর সুপার কিলারদের ডেন। মেন হাইওয়ে থেকে এখানে আসা যায় না। আসতে হয় ছোট কাউন্টি রোড দিয়ে। এই রাস্তাগুলোও ডেঞ্জারাস। পুরোটাই ড্রাগ ডিলার আর গ্যাংস্টার দের কন্ট্রোলে। দিন দুপুরে রাস্তায় ডেড বডি দেখা যায়। এরই মধ্যে লিজি' স বার। ড্রাগ ডিলার, গ্যাংস্টার দের মিটিং প্লেস। বারের সামনে দুটো জানলায় দুটো বড় বড় নিয়ন সাইন। লেখা, লিকার আর বিয়ার। অনবরত নিভছে আর জ্বলছে। এ বারে সাধারণত কেউ আসে না। এলেও ওদের রিভলবার দেখিয়ে বার করে দেয় গ্যাংস্টাররা।

এই লিজি' স বারের একেবারে শেষের দিকে ফায়ার এন্জিট এর সামনে একটা উঁচু টেবিল আর একটা হাই চেয়ারে বসে আছে গ্যাংস্টার মাইক কুটার। এখান থেকে বারের মেন দরজাটা দেখা যায়। পরনে একটা নোংরা জিন, কঙ্কাল আঁকা একটা গেঞ্জি আর একটা কালো ঢোলা জ্যাকেট। টিপি কাল গ্যাংস্টার দের ড্রেস। টেবিলের উপর একটা লোডেড .৪৫ রিভলবার আর আধ খাওয়া একটা কেক্টাকী বুরবোনের বোতল। মাইকের মনে নেই কাল কত রাতে এখানে এসেছিল। সকাল হতে শুরু করেছে। ঘড়িতে সময় ছটার একটু বেশি। বার থেকে বের হবে কি না হবে চিন্তা করছে মাইক। হটাৎ সে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। মেন দরজা দিয়ে নীল মরগান বারে ঢুকছে। যাকে ঠিক এক বছর আগে এই দিনে সামনে রাখা রিভলবারটার দুটো গুলি দিয়ে শেষ করে ছিল মাইক। সেই নীল মরগান। ছ' ফুট দু ইঞ্চি লম্বা সুদর্শন নীল মরগান। পরনে ঠিক আগের বছরের মত সাদা স্মুট আর পিংক টাই। নীল হাসতে হাসতে মাইকের দিকে এগিয়ে আসছে। মাইক ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেয়ে টেবিলটা নিয়ে উল্টে পড়ে গেল। হুইস্কির

বোতলটা ফ্লোরে পড়ল। নীচে মোটা কার্পেট থাকার জন্য বোতলটা ভাঙল না। আর ওর .৪৫ রিভলবারটা ছিটকে একটু দূরে পড়ল মাইকের নাগালের বাইরে। মাইক তখন পুরোপুরি নীলের দয়ার উপর। ওর পাঁচ ফুট হাইট আর দুশো পঞ্চাশ পাউন্ডের হিপো মার্কা শরীরটা ফ্লোরের উপর চিৎ হয়ে পড়ে অসহায় ভাবে চেয়ে রইল নীলের দিকে। মাইক ভাবছে যে কোন মুহূর্তে নীল পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে ওকে শট করবে। বার টা ফাঁকা, কোন সাক্ষী নেই। বার টেন্ডার ভয়ে কাল রাত থেকেই ওর ছোট ঘুপটি থেকে বের হচ্ছে না। নীল কিন্তু মাইক কে শট করল না। পায়ে পায়ে ওর কাছে এসে বলল –

আমি জানি তোকে কে টাকা দিয়ে আমাকে খুন করিয়েছে। মাইক প্রমাদ গুনলো। তার মানে দুটো সাক্ষী। ডেথ পেনালটি না হলেও লাইফ সেনটেনস তো হবেই। তোকে টাকা দিয়ে আমাকে খুন করিয়েছে টেরি হেনরি। ওর সঙ্গে আমার টাকা পরস্পর নিয়ে ঝামেলা চলছিল অনেক দিন ধরেই। আমি ভেবেছিলাম ও সাক্ষী না রেখে নিজেই আমাকে মারবে। সেই মত সাবধানও হয়ে ছিলাম। ও যে নিজে কাজটা না করে তোকে হায়ার করবে সেটা বুঝতে পারিনি। যদি পারতাম, তুই আমায় মারতে পারতিস না। তার আগেই তোকে ফিনিশ করতাম। একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল ঠিক এক বছর আগের রাতে। আর একটু সাবধান হলে তুই তোর রিভলবারের দুটো গুলি একটা আমার বুকে আর একটা আমার মাথায় মারতে পারতিস না। শোন, তোর আর টেরির সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া আছে। আজ রাতে সময় হবে? আমি চাই আজ রাতে তোদের সঙ্গে দেনা পাওনাটা মিটিয়ে ফেলব। আজই তো আমার প্রথম মৃত্যুবর্ষিকী, তাই না?

মাইক ফ্লোরের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সব শুনতে লাগল। কিছুই করার নেই রিভলবারটা নাগালের বাইরে।

যাক, মনে রাখিস আজ রাতে তোকে আর টেরিকে আমার সঙ্গে হিসাবটা মেটাতে হবে। আমার বাড়ি তো তুই চিনিস। গত বছর এদিনই তো গিয়ে আমাকে ভাল মানুষের মতো আমার বাড়ির লনে বার করে নিয়ে এসে শট করেছিলিস। যাতে জুলিয়া শব্দ না পায়। আজ রাতে তোদের দুজনকে ওখানে চাই।

বলে নীল বার থেকে বের হয়ে গেল। মাইক শুয়ে শুয়ে নীলের চলে যাওয়াটা দেখল।

...

মাইক আন্তে আন্তে উঠে দাঁড়াল। রিভলবারটা তুলে হলস্টার এর মধ্যে রাখল। হুইকির বোতলটা তুলে দেখল এখনও কিছুটা আছে। গলায় ঐটুকু ঢেলে মেন দরজার দিকে পা বাড়াল। তখন সকাল হয়েছে। চারদিকটা পরিষ্কার। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে লেকের দিক থেকে। মাইক জ্যাকেটের চেনটা টেনে নিজের বাইকের কাছে এল। মুখ দিয়ে ভক ভক করে হুইকির গন্ধ বের হচ্ছে। ডি ইউ আই নিয়ে গ্যাংস্টাররা কখনও চিন্তা করে না। পুলিশ ওয়েল ফেয়ার ফানডে প্রতি মাসেই টাকা যায়। যদি নতুন কোন অফিসার টিকেট দেবার চেষ্টা করলে এরা একটা কথাই বলে -

তোমার ছেলে বা মেয়েটা কাল ইসকুল থেকে আর বাড়ী ফিরবে না। মাইক ওর বাইকে স্টার্ট দিল। বাইকের আওয়াজে সামনের গাছ থেকে পাখিগুলো কিচমিচ করতে করতে উড়তে লাগল। এসব দেখার আর শোনার মনের অবস্থা নেই মাইকের। মনের মধ্যে একটাই জিনিস ঘুরছে। গত বছর এই দিনে নিজের হাতে যাকে মেরেছে সে আজ নিজে এসে হিসাব নিকাশ মেটাতে চাইছে।

প্রথমে টেরি হেনরির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সেলে টেরিকে পাওয়া গেল। এত সকালে ফোন করার জন্য বিরক্ত হয়ে বলল, কি চাই?

বস, নীল আজ সকালে আমার সঙ্গে লিজি' স এ দেখা করেছে। বলেছে আজ রাতে তোমার আর আমার সঙ্গে হিসাব নিকাশ করতে চায়।

মাইক, রিহাব সেন্টারে ভর্তি হও।

না বস, আমি সত্যি বলছি।

দুপুরে চার্চে এসো যেখানে নীলের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী হবে। তখন কথা হবে, বলে ফোনটা কেটে দিল টেরি।

চার্চে যেতে গেলে সেভ, শাওয়ার, গালে একটু আফটার সেভ, গায়ে একটু কোলন আর সাদা শার্ট, কালো স্যুট,টাই চাই। মাইক বাড়ির দিকে বাইকের মুখটা ঘোরালো।

...

নিউ অরলিন্সের এই রেড জোনটা কন্ট্রোল করে চার পাঁচ জন গ্যাংস্টার। তাদের হেড মারিও ম্যানচিনি। সিসিলির কুলীন মাফিয়া বংশে জন্ম।

উনিশ দশকের গোড়ায় গ্র্যান্ড ফাদার বোটে করে নিউ ইয়র্কে এসে ওঠে, নতুন দেশে নতুন সাম্রাজ্য বিস্তারের আশায়। দাদুর তৈরি করা মাফিয়ার আড্ডায় মারিওর হাতেখড়ি। তবে নিউ ইয়র্কে আরও তাবড় তাবড় মাফিয়া লিডার থাকতে মারিও বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। বুদ্ধিমানের মত নিউ ইয়র্ক ছেড়ে এখানে আস্তানা গাড়ে। কুটবুদ্ধি, হিংসা আর গ্যাং চালানোর অভিজ্ঞতার জোরে আজ সে এই জোনের এক নম্বর। ওর কথাই এখানকার শেষ কথা। শোনা যায় খুন করে এসে ওকে ধরলে সাক্ষীর অভাবে সে কেস ডিসমিস হয়ে যায় উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। হবেই না কেন? কংগ্রেসম্যান, কাউন্টি কমিশনার, সেনেটর, পুলিশ চিফ, সবার সঙ্গে ওর দহরম মহরম। মারিওর কাছে যারা কাজ করে তাদের সবাই কে ও পছন্দ করে না। তাদের মধ্যে একজন মাইক কুটার। ওর চালচলন ঠিক গ্যাংস্টার দের মতো নয়। জলহস্তির মত চেহারা নিয়ে মিন মিন করে। দু দুবার ভাগ বটরা নিয়ে মারিওর সঙ্গে বামেলা করেছিল আর দেখে নেবে বলেছিল। তবে সাহসে কুলায় নি। লোকটা একটা সুপার কিলার। কখন কি করে দেয় কিছু বলা যায় না। এক বার তো মারিও কে পুলিশের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা করেছিল। ওর ওপর নজর আছে মারিওর। সুযোগ পেলে ওকে শেষ করার ইচ্ছেটা মাথায় আছে তার। মারিও কে সবাই জানে এম এম বলে। কারন ও হচ্ছে মেন ম্যান।

...

নীল মরগানের কিন্তু এই গ্যাং রিলেটেড বিজনেসে আসার কথা নয়। বড় লোকের সুদর্শন ছেলে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী জুলিয়া। চাল চলন, কথা বার্তা একদম পলিটিশিয়ানের মত। কংগ্রেসম্যান, সেনেটর হলে মানাত ভালো। কিন্তু ঐ কপালের ফের। যার যা হবার তাই হয়। পাঁচ একর জমির উপর সদা পাহারারত বিশাল ফার আর টাওয়ার সমান ওক গাছ দিয়ে ঘেরা এরিসটোক্রাট দূতলা স্টোন হাউস। জাওয়ার আর ফেরারি গাড়ী গ্যারাজে। শোনা যায়, নীলের অন্য কোন দোষ না থাকলেও ঘোড়ার দোষ ছিল। কেনটাকি ডার্বি, লন্ডন ডার্বি আর সাউদির ঘোড়ার মাঠে সব খুইয়ে এই নোংরা গ্যাংস্টার দের সঙ্গে বিজনেস শুরু করে বিনা পরিশ্রমে ডলার রোজগারের আশায়। ওর দ্বারা গ্যাং রিলেটেড কাজ করা সম্ভব নয়। একমাত্র বসিং ছাড়া। আর সেটা করতে গিয়েই টেরির সঙ্গে বামেলা শুরু হল।

...

টেরি হেনরির কিন্তু সে রকম কুলিন কোন পরিচয় ছিল না। সেলফ মেড গ্যাংস্টার। নিউ ইয়র্ক আর নিউ জার্সির বর্ডার থেকে এসেছিল। তবে মারিও ম্যানচিনি কে চিনতো না। টেরির মাথাটা ছিল ঠাণ্ডা আর ডিসিশনটা নিত তাড়াতাড়ি। তার ওপর নিজের গ্যাং মেম্বার দের ছোট খাটো সমস্যা গুলো মিটিয়ে দিত সহজেই। গ্যাং এর সবাই ওকে আন অফিসিয়াল গ্যাং এর নাম্বার টু হিসাবে দেখত। নীল মরগান সেটা মানতে পারত না। সেটাই হল সমস্যা। দুজনের মধ্যে রেঘারেঘিটা বাড়ল বড় একটা হেরোইন এর ডেলিভারি নিয়ে। প্রায় মিলিয়ন ডলারের মত। টেরি সেটা নিজে হ্যান্ডেল করতে চাইল। নাম্বার ওয়ান এম এম এর পাওনা ২০% দিয়ে বাকিটা নিজের কন্ট্রোলে রাখল অন্যদের মধ্যে ভাগ বটরা করার জন্যে। নীলের এখানেই আপত্তি। তুমি ভাগ বটরা করার কে? আমি করব। দুজনের মধ্যে বিবাদ চরমে উঠল। আর একটা কারণ নীলের সুন্দরী স্ত্রী জুলিয়ার চোখ-ধাঁধানো বিউটি। জুলিয়া টেরির শয়নে স্বপনে ঘোরা ফেরা করতে লাগল। সব সময় একটাই চিন্তা কি করে জুলিয়াকে পাবে।

নিজেদের মধ্যে লিডারশিপ নিয়ে ঝগড়া তার পর মিলিয়ন ডলারের ডিসট্রিবিউশান আর জুলিয়া। সব মিলিয়ে টেরি ঠিক করল নীলকে সরিয়ে দিতে হবে।

নিজেই সরিয়ে দিতে পারত। তবে ঠিক করল নিজে এটা করবে না। কারণ যদি জুলিয়া জানতে পারে টেরি নীলকে সরিয়েছে তাহলে জুলিয়া কোন দিনই ওর কাছে আসবে না। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল মাইক কে দিয়ে কাজটা করাবে। মাইক কে ডেকে বলল,

আমার দশ হাজার ডলার কবে দিচ্ছিস? ছ মাস তো হয়ে গেল।

বস্, এখন তো দিতে পারব না। হাত একদম খালি।

এটা তো ছ মাস ধরে শুনছি। হয় দাও, না হলে আমি স্টেপ নেব।

মাইক জানে স্টেপটা কি।

টেরি দেখল মাইক বেশ ভয় পেয়েছে। এটাই টেরি চেয়েছিল। এবার টেরি একটু নরম হয়ে বলল,

শোন্, এটা তোকে দিতে হবে না। যদি আমার একটা ছোট কাজ করে দিতে পারিস।

কি কাজ?

নীল মরগান কে নাবিয়ে দিতে হবে। কি করে নাবাবি সেটা তোর ব্যাপার। তবে কোন সাক্ষী যেন না থাকে।

মাইক নিমরাজি হল।

পনেরো দিন সময় দিলাম।

ওকে, বস্।

নীল মরগান কে মারার পর মাইক দেখল টেরি নীলের স্ত্রী জুলিয়াকে বিয়ে করেছে। সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল জুলিয়ার মত সুন্দরী কি করে টেরি হেনরিকে বিয়ে করে। সবাই জানে টেরির ট্রিস্ট। টেরি এখন নীলের সব সম্পত্তির মালিক, জুলিয়া সমেত। থাকে নীলের প্যালেসিয়াল বাড়ীতে জুলিয়া কে নিয়ে। জুলিয়াকে বিয়ে করলেও টেরি জুলিয়াকে স্ত্রী হিসাবে পেল না। জুলিয়া সব সময় বলে নীল মারা যায় নি। ওর কাছেই আছে। জুলিয়া নীলকে ডার্লিং বলে ডাকে। এমন কি বিছানাতেও। টেরি এখানকার সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়ে কোন ফল না পেয়ে সুইজারল্যান্ড নিয়ে গিয়েছিল জুলিয়াকে। ওখানকার সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে। তবে জুলিয়া যে কে সেই। সারাক্ষণ নীল আর নীল। টেরি সব মেনে নিল। কারণ নীলের এত বড় সম্পত্তি তো হাত ছাড়া করা যায় না। একবার চিন্তা করেছিল এই গ্যাং রিলেটেড কাজ ছেড়ে দেবে। কিন্তু এই লাইনে কেউ কাজ ছেড়ে দিলে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয় না। কিছু দিনের মধ্যেই গান ডাউন করা হয়।

মাইক যখন কালো স্যুট, সাদা জামা আর কালো টাই পরে সেন্ট মেরি চার্চে পৌঁছল তখন নীলের ফিউনারাল সেরিমনি শুরু হতে চলেছে। চারিদিকে চেয়ে দেখল সবাই এসে গেছে। কংগ্রেসম্যান, কাউন্টি কমিশনার, সেনেটর, পুলিশ চিফ সবাই যে যার জায়গায় বসে। টেরি জুলিয়া কে নিয়ে পুলিশ চিফের পাশে। একটু দূরে নাম্বার ওয়ান এম এম।

একে একে সবাই নীলের গুনগান করতে শুরু করল। নীল এই এরিয়ার জন্য কত কিছু করেছে আরও কত কিছু করার ইচ্ছা ছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেরিমনি শেষ হতেই জুলিয়া টেরির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল,

এসব শো অফ তোমরা করছ কেন? নীল মারা যায় নি। আমি কিছুক্ষণ আগে ওই বারান্দায় ওকে দেখেছি। ও আমাকে ডাকলে আমি ওর কাছে যাব।

ডার্লিং বাড়ি চল। তোমার দুপুরের পিল খাবার সময় হয়েছে।

উঠে যাবার মুখে সামনে এসে দাঁড়াল মাইক।

বস, একটু কথা আছে।

বল।

টেরিকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে সকাল বেলার লিজি' স বারের সব ঘটনা বলল। আরও বলল নীল ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায় আজ রাতে।

মাইক ব্যাক টু রিহায়া। বলে টেরি জুলিয়াকে নিয়ে বের হয়ে গেল।

...

ফিউনারাল শেষ হতে চারটে বেজে গেল। চার্চ থেকে বেরিয়ে মাইক কি করবে ঠিক করতে পারল না। আজ রাতে ওর আর টেরির সঙ্গে নীলের বোঝাপড়া করার কথা। ও যদি নীলের বাড়ি যায় আর টেরি যদি না আসে তাহলে? পরক্ষণেই ওর বোকামিটা বুঝতে পারল। আরে নীলের বাড়ীটা তো টেরির বাড়ি এখন। ও তো ওখানেই থাকে জুলিয়া কে নিয়ে। অন্ধকার হতে কিছুটা দেরি আছে। মাইক বাইকটা নিয়ে সালুভাদর লেকের ধারে গাছপালা ঘেরা একটা পিকনিক টেবিলে এসে বসল।

ও জানে বাইকের পেছনের বাক্সে একটা হুইস্কির বোতল আছে। খুলে গলায় একটু ঢাললো। সামনের লেকের জলের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল আজ রাতে কি ভাবে হিসাব নিকাশটা করবে। ঠিক করল নীলকে কোন চান্স না দিয়ে আগেই শুট করবে। তাহলে টেরির আর কিছু বলার থাকবে না। এক টিলে দু পাখি মারা যাবে। ভাবতে ভাবতে দেখল বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

মাইক আন্তে আন্তে এসে বাইকে স্টার্ট দিল। কাউন্টি রোড দিয়ে হাইওয়েতে উঠল। আবার অন্য একটা কাউন্টি রোডে এক্সিট নিল। মাইক জানে নীলের বাড়ীটা কোথায়। বাড়ীটা কাউন্টি রোড থেকে শ' দুই গজের ভিতরে। বিশাল ফার আর ওক দিয়ে ঘেরা সাদা পাথরের দু তলা বাড়ি। দু দিকে লো ব্রিক তার মাঝে নুড়ি বিছানো পথটা কাউন্টি রোড থেকে একে বেকে শেষ হয়েছে সেগুণ কাঠের মেন দরজাটার সামনে। তখন পুরোপুরি অন্ধকার।

গ্যারেজ লাইট এর সফট আলো গুলো নুড়ি বিছানো পায়ে চলার পথটার উপর পড়েছে। মাইক বাইকটা কে একটা গাছে হেলান দিয়ে রেখে মেন দরজাটার দিকে এগুতে লাগল। হাতে রেডি টু ফায়ার লোডেড রিভলবার। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া লেকের দিক থেকে এসে মাইকের চোখে মুখে লাগল। মাইকের হঠাৎ মনে হল একটা সাদা কিছু গাছের ফাঁক দিয়ে চলে গেল। ওর গা হিম হয়ে গেল, হয়ত নীল লুকিয়ে আছে ওকে মারবার জন্যে। মাইক সাবধান হয়ে একটা গাছের আড়ালে সেলটার নিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আর কিছু না দেখে আন্তে আন্তে মেন দরজাটার দিকে এগোতে লাগল। দরজাটার কাছে এসে বেলটা টিপল। ভেতর থেকে একটা বেলের চাইম শুনতে পেল, আর শুনতে পেল উপর থেকে একজনের নিচে নেমে আসার আওয়াজ। আন্তে আন্তে দরজাটা খুলে গেল। মাইক দেখল ঠিক আগের বছরের মত সাদা স্যুট পরে নীল দাঁড়িয়ে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে মাইক পর পর দুটো গুলি চালাল। নীলের শরীরটা পড়ে গেল কাপেটি এর উপর। দরজাটা টেনে বন্ধ করে টলতে টলতে মাইক নিজের বাইকের দিকে পা বাড়াল।

...

মারিও ম্যানচিনির (এম এম) একটা সন্দেহ ছিল আজ একটা কিছু ঘটবে নীল আর টেরির বাড়িতে। গ্যাং লিডার হিসাবে সব দিক নজর রাখা ওর কর্তব্য আর দরকারের মধ্যে পড়ে। এম এম নিজের পিকআপ নিয়ে নীল আর টেরির বাড়ির সামনে এল। দেখল গাছে হেলানো মাইকের বাইকটা আর ড্রাইভওয়েতে টেরি আর জুলিয়ার গাড়ি। ভাবল ভালই হল সবাই এখানে। বোঝা পড়াটা দেখা যাবে। তবে সাবধানের মার নেই। নিজের রিভলবারটা নিজের হাতেই রাখল। পায়ে পায়ে মেন দরজাটার দিকে এগোতে গিয়ে দেখল টলতে টলতে মাইক আসছে।

কি ব্যাপার। তুই এখানে কি করছিস।

বস, এই মাত্র আমি আবার নীলকে খতম করে এলাম। এবার আর ভুল হয়নি।

মাইক কে এ অবস্থায় দেখে এম এম আর সুযোগ হারাতে চাইল না ওকে শেষ করার। এই সুযোগ। কোন সাক্ষী নেই। দেখল ওর রিভলবারটা হলস্টার এর মধ্যে। বার করে শুট করার সময় পাবে না। এম এম ওর রিভলবারেরে ট্রিগারটা টিপল।



HAIR IMAGES

Your Image is Our Business

Full Body Wax
Mink Lashes
Highlights
Bridal Care
Threading
Henna Tattoos

**Color
Facial
Threading
Perm**



404.248.0446

1622 Woodcliff Drive Ste. K,
Atlanta GA 30329

\$ 10 OFF

ANY SERVICE OVER \$50

দু' শ পঞ্চাশ পাউন্ডের হিপো মার্কা চেহারাটা নুড়ি বাঁধান রাস্তায় পড়ল। মাইকের নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বুঝল মাইক শেষ। রিভলবারটা হলস্টার এর মধ্যে রেখে এম এম ওর নিজের পিকআপ এর দিকে এগোতে গিয়ে দেখল কে যেন বাড়ীর দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। সর্বনাশ। উইটনেশ। এটা তো রাখা চলবে না।

এম এম একটা বিরাট ভুল করল। মাথার ঠিক ছিল না। রিভলবারটা হলস্টার থেকে বার না করেই বাড়ীর মেন দরজার দিকে এগোল। দরজাটা একটু ঠেলতেই খুলে গেল। চোখে পড়ল কার্পেটের উপর টেরির রক্তাক্ত দেহটা।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে কার্পেটটা। টেরির রক্ত মাথা শরীরটা থেকে মুখ তুলতেই চমকে গেল এম এম।

সামনে লাল গাউন পরা জুলিয়া দাঁড়িয়ে। হাতে উদ্ধত রাইফেল।

তুমি এখানে কেন? এটা তো আমার আর নীলের বাড়ি।

এম এম কিছু বলার আগেই জুলিয়ার রাইফেল গরজে উঠল দুবার।

এম এম এর শরীরটা গিয়ে পড়ল টেরির শরীরের উপর।

মাইক, টেরি, এম এম সবাই মৃত। নীলের অতৃপ্ত আত্মা প্রতিশোধ নিল শেষ পর্যন্ত।

হঠাৎ জুলিয়া শুনল নীল ওকে ওপর থেকে ডাকছে।

জুলিয়া রাইফেলটা ফেলে দিয়ে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল বলতে বলতে

নীল ডার্লিং আমার জন্য আর একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি তোমার কাছে।

একটা বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

*** আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের বহুদিনের বন্ধু ও 'বাগার' শুভানুধ্যায়ী বিজয় দাস ক্যান্সার-জনিত হাট ফেলিওরে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর অগষ্টার হাস্পাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি পরাশর শর্মা ছদ্মনামে প্রতীচীতে বহু বছর লেখা দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী, একমাত্র সন্তান, পুত্রবধু ও এক নাতনী রেখে গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।





North Georgia Town
By Suhas Sengupta

ভাগ্যের দান

সমর মুখোপাধ্যায় (ওকল্যান্ড)

মানুষের কাছে চেয়ে কিছু পেলে, তা ফেরৎ দেওয়া যায়। ভাগ্যের কাছে পেলে, তা ফেরৎ দেওয়ার উপায় নেই। ভাগ্য কখনও লেনদেনে জড়ায় না। ঘুম নেই, ভোররাতে দাওয়ার খুঁটিটায় ঠেসান দিয়ে বসে পদ্ম ভাবছিল, সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে। কিন্তু, অমন আকাশ্চার কী দরকার ছিল? এবার ভাগ্যের দান ফেরায় কি করে? আটটা বাজলেই রাধারানীকে নিয়ে ইস্কুলে যেতে হবে, দেখা যাক কি হয়।

ছোটছেলে পরিমল, বৌ আর দুই নাতনী নিয়ে পদ্মর সংসার। রাজমালী হওয়ার সুবাদে এই পিয়াল গাঁয়ে জমিটুকু পেয়ে সেখানে দুখানা কুঁড়েঘর আর একটা রান্নাঘর ও ভাঁড়ার গড়েছিল পরিমলের বাবা। আর বাড় বৃষ্টির দাপট সামলাতে সজনে, আম,

ঝাউ, এসবের চারা পুতেছিল সামনে। কিন্তু কপালের খেলা, মানুষটা চলে গেছে, গাছগুলো ঝড়ের চোট সামলে চলেছে। দেখতে দেখতে পরিমল বড় হয়েছে, বে' করেছে। বৌটি কাজের কিন্তু পদ্ম ভাবে, একটু বেশী ডাঁটো, বড্ড ক্যাটিকেটে কথা। পিয়াল গাঁয়ে খান চল্লিশ ঘরের বেশীরভাগই চাষী আর ক'ঘর কুমোর, ছুতো' ঘরামী। ক'জন ভদ্রনোকও আছেন, তাদেরই নতুন পুরোনো ক'খান পাকা বাড়ী। শুধু জমিদারদের বাড়ীটা মুখ ধুবড়ে পড়ে ধুকছে।

দুই নাতনী নিয়ে পদ্মর খুব আত্মদ। মেয়ে বলে ফেলনা নাকি? আজকাল মেয়েরা এরোপ্লেন চালাচ্ছে, ডাক্তারী কাটাচ্ছেঁড়া থেকে মুখ্যমন্ত্রী কি না হচ্ছে? এইতো পাঁড়ুইবাড়ীর দুদুটো সোমস্ত মেয়ে সাইকেল চালিয়ে, একটা সাঁপুইবাজারে ইস্কুলে,



Vijaya Collections

Ste 300, 2255 Callaway Ct, Cumming GA 30041
Call # 678 516 4655

Bring you great collection for low prices



**Introducing
fresh flowers**
Rose, Lily, Gerlands,
Flower Wreaths & Thorns,
Wed & Exchange garlands,
Bouquet & Engagement Garlands,
Pooja Garlands, Pooja Flowers, &
Laurus



Saris



**LATEST
Kurtis**



**Ethnic
ONE GRAM
JEWELRY**



**Mens
Shirts**

**Festival Discount Sale on Sarees and Chudidhar, New Stock Arrived in Anarkali Suits, Cotton Kurthi's, Pottu Sarees,
Pottu Langas, Cotton Skirts, Mens & Boys Kurtis and Mens Lenin Shirts**

!!!SALE!!! - \$12 & up Kurtis

আরেকটা কলিজে যাচ্ছে। আর মেচেদার গোকুল সামন্তর মেয়ে? বেধার নাম গন্দ নেই, বোধহয় তে চাকরি করতে গেছে। বেশ করেছে। তাই জান্যেই তো গলা বাড়িয়ে পদ্ম বলে,

“আমাদের নাতননীরাও পারবে গো। কেন পারবে নি? সুযোগটুক শুধু মিললিই হল।”

কিন্তু মনে ভাবত, পরিমল তো পারবেনি। চাষের মাঠে শীতগিস্যো হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরেও সংসারের দেনা মেটে না, মেয়েদের নেকাপড়া কোথেকে সামলাবে? ভাগ্যের কাছে তাই বড় নাতনীর জন্যে একটু সুযোগ চেয়েছিল। আর কিছু না, টাকা পয়সা সোনা দানা কিছু না, বর, ছেলেও না। ভাগ্য যদি সুযোগ দেয়, রাধারানী দেবে মেহনতি। রাধা যাবে দূরদুরান্তর, মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কেউ যা ভাবেনি, তা করবে। সাইকেল কেন, ভটভটী চালিয়েও যদি কাজে যায় পদ্ম খুশী হবে। এই চাষমহলের জাঁতাকল থেকে ছিটকে গিয়ে ও বেছে নেবে নিজের জগৎ। নিজেরা দেখে বে করলে পরিমল বোধহয় মানতে পারবেনি, কিন্তু সে দেখা যাবে তখন।

নিজের ক্ষমতার গন্তী যে নেহৎই ছোট তা জানা ছিল, কিন্তু, সাতপুরুষ ভাগচাষীর মেয়ে পদ্ম, এই স্বপ্নটা যে কোথায় পেয়েছিল তা জানত না। ভরঘুমের এই স্বপ্ন ভোরের আলোয় মিলিয়ে গেলেও, মনের মধ্যে সযতনে সাজান থাকত পরের রাতের জন্যে। তিনে পা দিতে না দিতেই, পদ্ম রাধারানীকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে, মন্ডলমশাইকে ধরে করে ইকুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। মা বাপের মত ছিল না। চাষার মেয়ে, কি দরকার? ওসব কথায় কান দেয়নি। রোজ নাতনীর পড়ার সামনে বসে থাকত। শুধু অবাকচোখে দেখত, বুঝত না কিছুই। আশার গোড়ায় জল দিত। ভাবত, মেয়েটার তো একজোড়া চটি জোটে না, খাতাকলম কোথায় পাবে? বাড়ীর কেউ অক্ষর চেনেনা, পড়া দেখাবে কে? পদ্ম তাই ভাগ্যের কাছে হাত বাড়িয়েছিল। মাষ্টারমশাই দিদিমনিদের কাছে নিশানা চেয়েছিল। নিজের স্বপ্নটাকে নাতনীর ঘাড়ে চাপিয়ে ঠেলে দিয়েছিল অসীমপানে।

মায়ের পাগলামীতে কিন্তু পরিমল বিরক্ত হত। ও নিজে লাঙ্গল চালায়, বড় ভাই আঠারয় পা দিতে না দিতেই ঘর পালিয়ে জাহাজের খালাসী হয়। জামাইবাবু উত্তর বাংলায় কোম্পানীর মাফুৎ, দিদি পাঁচবছর এমুখো হতে পারেনি। পিয়ালে সবারই টানাটানির সংসার। মাঝেমাঝে এক ঝলক আলোর

মুখ দেখলেও, সাক্ষ্য বেশীদিন কারুর সয় না। অতিবৃষ্টি, খরা, মড়ক, ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে ফিবছর। তাই মাচানে দু'চার বস্তা চাল জমিয়ে উঠতে পারলেই সকলে নিশ্চিন্তিতে কদিন ঘুমোতে পারে। কিন্তু সে আর হয় কই? তাইজান্যে, সকলকে বাপ ঠাকুন্দের পেশা আঁকড়ে রেখে, অন্য রুজির ধান্দা করতে হয়। হরেন যেমন বহুরূপীর নকশা করে, গোপু রিকসা চালায়, কেউ মুটের কাজ করে পালাপাব্যনে। ইদানীং, বলতে নেই, দিনকাল একটু ফিরতি মুখে, মানুষজন কাজকন্মের মুখ দেখছে। গাঁয়ের গা দিয়ে পাকা রাস্তা হয়েছে, আনাচে কানাচে বিজলি বাতি। মন্ডলমশাইরা কজন মান্যগণ্য মানুষ মিলে সরকার, এমেলের কাছে ধন্য দিয়ে, নানা কিছু জোগাড় যন্তর করেছে। গ্রামীণ সমিতি ক'বছর ধরে ভাগচাষীদের প্রায় বিনা সুদেই ধার দিচ্ছে। ওরাই চাষের আর বিক্রির নানরকম নতুন ফিকিরও শেখায়। মহাজনরা মেনেচে, কিন্তু, পারলেই ফৌস করে ওঠে। মানুষজন বাঁচার আশা করতে শিখছে, অতি সন্তপনে।

আদিকালের লাইবিরি ঘরটায় সমিতি একটা ইকুল বানিয়েচে। ওখানে তো কিছু হত না, শুধু ছেলে বুড়ো বসে গুলতানী করত। গাঁয়ের মানুষজনও গতরে খুব খেটে দিয়েচে বটে। ওখানে মাষ্টার মশাই দিদিমনি নিয়ে এখন পাঁচজন। সন্তর বৌটাও কাজ পেয়েচে। ঐ একজনই তো এ গাঁয়ে অক্ষর চেনে। সব কুচোকাঁচার আজকাল ওখানে যায় সারাটা দিন, নকুলমাষ্টারের হুকুম। মন্ডলমশাই নোক পাঠিয়ে খবরও নেন। পদ্মর মনটা কিন্তু বড় খারাপ হয় ঐ দুধের শিশুগুনোকে মায়ের কোল ছাড়া দেখে। আবার যখন দেখে, মায়েরা ঐ সময়টায় রোজগারী কাজের সুযোগ পাচ্ছে তখন পদ্ম বড় দোটানায় পড়ে যায়। দেখতে দেখতে রাধার দু'বছর ইসকুল হল। মন্ডলমশাই বাড়ী বয়ে এসে একদিন বললেন,

“কাল ওর বাপকে পাঠিয়ে দিস পদ্মা। মঠের স্বামীজীর লোক আসবে। তোর পাথখনার জোরে, যদি ওঁদের পছন্দ হয়, নাতনীর একটা হিল্লো হয়ে যাবে।”

পদ্মর আশার চারাগাছটা একলাফে বেড়ে উঠল। রাধারানীর হলুদ জামাটা কেচে শুকিয়ে, বালিশের তলায় পাট করে রাখল। সকালে উঠেই ওকে সাজিয়ে গুছিয়ে, কপালে একটা ফৌটা দিয়ে নিজেই নিয়ে চলল। পরিমলের ওপর ভরসা নেই, আদতে পৌঁছবে কি না কে জানে? গেলেও মুখ ফুটে একটা কতাও তো বলতে পারবেনি! মেয়েটার

ভবিষ্যৎ বলে কথা। রাত পেরিয়ে পদ্মর যন্ত্র চলল আলোর সঙ্গে মোলাকাতে। রাধার মা, বুকের অনগাছটির আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। পরিমল এলই না। ইস্কুলে কজন নতুন মুখের আনাগোনা চোখে পড়ল, তার বেশী কিছু বোঝা গেল না। ভেতরদিকে বেশী উঁকিঝুঁকি মারেনি পদ্ম। রাধা বেরিয়ে আসতেই, বুকের কাঁপুনি চেপে রেখে, খুঁতিনাটী প্রশ্নে রাধারানীকে নাজেহাল করে ছাড়ল। বাড়ী ফিরে কিন্তু সকলে থমথমে। ঘরের ভেতরের হাতিটা যেন কারুর চোখেই পড়ল না। রাধারানী মুখ খুললেই কেউ না কেউ প্রসঙ্গ পাশ্বে দিতে লাগল। তাই সকালের অত বড় ঘটনাটা শীতের সন্ধ্যার ধোঁয়ার মত নিঃশব্দে ঝুলে রইল। রাধার মা, শাশুড়ি স্বামী আর মেয়ের মাঝখানে ছায়ার মত ঘুরতে লাগল। আশা আশঙ্কার ঘূর্ণি হাওয়ায় বেচাল পদ্ম নিজের মনেই ডুবে রইল। সেদিন যে তালটা কেটে গিয়েছিল পরের দিন সকালে অতি সহজেই সেটা আবার ছন্দে ফিরে এল। শুধু, রোজ রান্তিরে ঘুম আসতে দেরী হতে লাগল পদ্মর। মাসখানেক কেটে গেছে, পদ্মর আশার গাছটায় রোজই পাতা ঝরে। হটাৎ একদিন মন্ডলমশাই এসে হাঁক পাড়লেন,

“পরিমল আচিস? পরিমল? পদ্মা?” প্রায় বাড়ীসুদ্ধ সকলে বেরিয়ে এল একসঙ্গে।

“রাধারানীকে ওদের খুব পচন্দ হয়েছে, বুজলি? ওরা বলল, আমেরিকার এক মহিলা রাধারানীর পড়ার সব খরচখরচা দেবেন। স্বামীজীর নোকাজানরা নিজেরা দেখাশোনা করবে, ওকে বড় ইস্কুল, কলেজ, সবতে পাঠাবে। তোমাদের কোনো চিন্তা থাকবেনি। তুমরা শুধু দেখবে যে মেয়ে যেন বিগড়ে না যায়।”

কত সময় কেটেছে, মনে কি হয়েছে, কারুর খেয়াল নেই। সকলে দেখল গলায় আঁচল দিয়ে উপুড় হয়ে মন্ডলমশাইকে পেল্লাম করল পদ্ম, পায়ে পাশে চোখের জল। পদ্ম দেখল, ডানায় ভর করে রাধারানী আকাশপানে উড়ে গেল। পরিমল ভাবল, চাষাভুষোর ঘরে এটা কি হল?

চার বছরে রাধারানী অনেকটা লম্বা হয়েছে। একরাশী বইখাতা নিয়ে ইস্কুল যায়। পদ্ম ভাবে কতায় বার্তায় মেয়েটার খুব বুদ্ধির চটক এসেছে। স্বপ্নর সদর দরজা খুলে গেছে, এগিয়ে চলছে রাধারানী। সামনের মাস থেকে বড় ইস্কুলে যাবে। কে বলবে পরিমলের মেয়ে? মিশনের কস্তারা খুব নজর রাখেন লেখাপড়ার দিকটা, আর দেখেন যে বাড়ীর লোকেরা তাদের

কন্ডব্য করছে কিনা। স্বামীজি বলে গেছেন, শিক্ষক আর অভিভাবক, দু'জনেরই সমান কন্ডব্য।

সেদিন রাধারানী খবর নিয়ে এল, যে মহিলা ওর খরচ খরচা দেন তিনি আসছেন আমেরিকা থেকে, পিয়ালে আসবেন রাধারানীর জন্যে। পদ্ম চোখেমুখে উৎসুক, রাধার মা বুঝতে পারল না যে কি ভাবা উচিত? রাধা খুব মজা পেল। কেমন দেখতে তাঁকে, কি জামা পরেন, কি বলবেন রাধারানীকে দেখে, বাংলায় কথা বলবেন কি করে? পরিমল ভাবল, বেশ তো চলছিল, এখানে আসার কী দরকার ছিল? কাঁটালপাকা গন্ধের মত খবরটা ছড়িয়ে যেতেই সারা গাঁয়ে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। কৌতূহল আর সমালোচনায় সর্বজনীন অধিকার, তাই উচিত অনুচিতের লম্বা ফর্দ পাঁচকান হতে লাগল। এ যেন এক পরব যাতে হিঁদুমোচলমান সব এক। কিন্তু, সন্ধ্যায় যখন রাধা বাড়ী ঢুকল, চোখদুটো বসা, ফ্যাকাশে মুখ। চলায় গতি নেই, মুখে বুলি নেই। মা, ঠাকুমা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল,

“কি হয়েছে রে রাদু? জ্বর জ্বরী পাকিয়েচিস নাকি? কেউ কিছু করেছে?”

“না।”

“ওমা, মুকখান অমন চুপসে গেছে আর বলিস কিনা কিছু নয়?”

অনেক টানাপোড়েনেও মাটি থেকে মুখ তুলল না। হঠাৎ, দৌড়ে ঘরে যাওয়ার পথে ধরা গলায় রাধা চিৎকার করে বলল,

“উনি নাকি আমাকে নিতে এয়েছে। তোমরা আমাকে দিয়ে দিচো?”

এককোনে গুটিয়ে পড়ে ধাকা বিছানাটার ওপর উপুড় হয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠল রাধা। সবাই মিলে ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! ডিল মেরে ওর বাসাটা ভাঙতে চেয়েছে! গাঁয়ের লোকেরা বলে না দিলে বাড়ীর সবাই খবরটা লুকিয়েই রাখত। কাঁদতে কাঁদতে হাঁপিয়ে উঠতে লাগল ছোট্ট শরীরটা। আরও জোরে আঁকড়ে ধরল বিছানাটাকে। একি হয়ে যাচ্ছে? এমন কথা বাড়ীর কেউ তো শোনেনি! মা ঠাকুমা রাধাকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। পদ্ম হতবাক! হারিকেনটা তুলে নিয়ে রাধার মা বেরিয়ে গেল। পরিমলের ইঁস্কার শোনা গেল,

“আগিই বলছিলুম, ওসব মতলবি কান্ড। সন্টার পেটে পেটে চাল। এ আমি হতে দিবু না,

পেরান থাকতে না। দরকার হলে জেলে যাব, তাও বেশ।”

রাধার মা ফিরে এল, এলোমেলো চুল অগোছালো কাপড়। দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে নিজেকেই সাপ সাপান্ত করতে লাগল। মঙ্গলাপিসি নাকি এমন ঘটনা দুচারটে শুনেছে। একরকমের ছেলেধরা বেরিয়েছে আজকাল। দীনুচাচা প্রবীন মানুষ, সেও বলল,

“হ্যাঁ, নিতিই বোধ্য আসচে রে। ইকুলের পাশে থাকে যোতীন, ওই খবরটা দিছে। ও জানে। ঐ একরকমের এনারাই হয়েছে আজকাল, ওরা অমনিই করে কিনা। নিয়ে গিয়ে রঙীন ফরক আর সু পরিয়ে ঘরেবাইরে সব কাজ করাবে। একবার কোপে পড়লে পালাবার পথ নেই। কোটকাচারী সব ওদের হাতে কিনা।”

হারিকেনটা নিভে গেল, পলতে তুলে দেওয়ার কথা মনে হয়নি কারুর। যে যার নিজের জগতের গভীরে রাত কাটাল, অনিশ্চিতের ডেরায়। আপ্রাণ খুঁজেও ভাগ্যের দান ফিরিয়ে দেওয়ার পথ খুঁজে পেল না পদ্ম।

...

দাওয়া থেকে উঠে পদ্ম জোর করে টানতে টানতে রাধাকে নিয়ে চলল ইকুলের দিকে। যাওয়ার পথে সান্ত্বনা আর কৌতূহলের ছুরিগুলোর কোনোটা খড়কুটোর মত উড়ে যাচ্ছিল আর কোনোটা বিধছিল বুকে। ইকুলের দরজায় বাসন্তী দিদিমনি, একগাল হেসে রাধার দিকে তাকাতে গিয়ে ধমকে গেলেন,

“ওমা, রাধা কি হয়েছে তোর? কি হোলো পদ্মাঠান?”

“দিদিমনি, দতোক মানে কি?” দিদিমনির চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তরটা খুঁড়ে বার করে আনার চেষ্টা করল রাধা।

“সে আবার কি? দন্তক বলে একটা কতা আছে, দতোক তো শুনিনি! কিন্তু কেন রে?”

“সবাই বলচে, যে আমায় পড়ায়, সে নাকি আমায় দতোক নিয়ে।” চোখের জলে ধুয়ে গেল শেষের কথাগুলো। উত্তরের ধাক্কা সামলাতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল পদ্ম। একটা ঠোঁটের খেয়ে, সামলে নিলেন দিদিমনি,

“দুর! কে এসব বলেচে তোকে? যা, বাড়ী গিয়ে চানটান করে পরিষ্কার হয়ে আয়। ওরা এসে যাবেন। “ইকুলের সবাই বেশ হাসিখুশী, ব্যস্ত,

অতিথিদের জন্যে তোড়জোড় চলেছে। আরও কটা ছেলেমেয়ের ভার যদি কেউ নেন, বড় ভাল হয়।

আর শাশুড়ির ভরসায় একলা না ছেড়ে, মাই রাধাকে নিয়ে হাঁটা দিল ইকুলের দিকে। মোড়ের মাথার জামরুল গাছটার তলায় বসে পড়ল পদ্ম। পাদুটো ওর চলতে চাইল না। নজরটা গিয়ে আছড়ে পড়ল ইকুলের দিকে আর অন্তরটা হাঁড়িতে লাগল বিধাতার পা।

চারজন অতিথির সঙ্গে সমিতির আর মহারাজের লোকেরা নানা আলোচনা করছিলেন। মন্ডলমশাই, নকুল মাষ্টার, বাসন্তী দিদিমণি, শেখ সাহেব। মাঝপথে রাধার ডাক পড়ল। মা সঙ্গে ছাড়ল না। রাধার চোখের জল শেষ, মায়ের শরীরে অসুরের শক্তি দানা বেঁধে উঠতে লাগল। দুজন মহিলা বসে, একজনের ছোটকরে ছাঁটা সাদাটে চুল। সেই নিশ্চই। মা মেয়ের চোয়াল শক্ত, দৃষ্টিতে আগুন, কিন্তু ঐ মহিলা একগাল হেসে নাম জিগ্যেস করলেন। পিঠে হাত বোলালেন ঠাকুরার মত। মা মেয়ে চোখাচোখি করল, হিসাবে কি গন্তাগোল হচ্ছে? সকলে দুচার কথা বলার পর, ঐ ছোটচুল মহিলা বললেন,

“চলো রাধারানী, মাকেও ডাকো, আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলি।”

বাসন্তীও বেরিয়ে এল। রাধার মায়ের মাথাটা ঘুরছে, মেয়ের দিকে তাকাবার ক্ষমতা নেই। বাসন্তী একগাল হেসে মহিলাকে বলল, “জানেন, রাধারানী আজ আমায় জিগ্যেস করছিল দন্তক মানে কি? ওরা সকলে সারারাত ঘুমোয়নি, ভেবেছে আপনি ওকে আজ নিয়ে চলে যাবেন, আপনাদের দেশে। ও আর ফিরতি পারবেনি। “রাধার মা তীরবেঁধা হরিণের মত তাকাল, মুখ তোলার ক্ষমতাও অবশিষ্ট ছিলনা। রাধা হাপুস নয়নে কাঁদছে। বলে কি? আচমকা ধাক্কা চোখের জল সামলাতে পারলেন না মহিলা, দুহাতে রাধাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমু খেতে খেতে ধরা গলায় বলে উঠলেন,

“তা কখনও হতে পারে? তোমার মা বাবার কাছ থেকে কখনও কেউ তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে? কক্ষনো না, কিছুতেই না, আমরা কিছুতেই তা হতে দেবনা।”

একটা দমকা হাওয়া এসে কালমেঘের বুক চিরে এনে দিল নতুন দিনের আলো। কোনটা সত্যি, ভেবে পেলনা রাধা। ওর মা মাটিতে পড়ে যেতে গিয়ে সামলে নিয়ে দুহাতে পাদুটো জড়িয়ে ধরল, আবেগের ভারে কথা চাপা পড়ে গেল। ওকে তুলে

নিয়ে মা মেয়ে দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে উনি বললেন, “তুমি যখন বড় হবে, নিজের চেষ্টায় তুমি আমাদের দেশে আসবে আর তুমিই মা বাবাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।”

বৃষ্টির পরে শরৎ আকাশ ঝলমলিয়ে উঠল। রাধার চোখদুটো জ্বলে উঠল আর, কতদিন পরে একবুক নিঃশ্বাস নিল রাধার মা। ওদের ফেরার সময় হয়ে এল, পরিমলের দেখা মিলল না। গাড়ীতে ওঠার সময় বড় একটা চকোলেট রাধার হাতে দিয়ে উনি বললেন,

“খুব ভাল করে পড়বে আর মা বাবাকে দেখবে, ঠিক আছে? আমি মন্তলবাবুর কাছে খবর নেব, কেমন?”

“পিসিমনি, তুমি আমাদের বাড়ী আসবে?”

“পরেরবার নিশ্চই আসব। ততদিনে তুমি আরও বড় হবে, উঁচু ক্রাসে পড়বে, আরও সুন্দর হবে।”

রাধাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ওরা সকলে গাড়ীতে উঠে পড়লেন। দূরে জামরুল গাছের তলা

থেকে উঁকি মেরে পদ্ম দেখল মা মেয়ে একগাল হেসে গাড়ীটার দিকে হাত নাড়ছে! হিসাব মিলল না! পদ্ম ভাবতে লাগল, ভাগ্য কি দান ফেরৎ নিল, না আরও দিল?



Now's the time to invest in your financial health

These may be your earning years, and retirement may feel like a lifetime away. But now is the time to lay the financial foundation for your future. Commit to making an investment in your long-term financial health by scheduling a fiscal checkup.

Call for a complimentary portfolio consultation and a discussion about healthy investing for your future.



Dan Stargos, CFP®
Senior Financial Advisor
Mobile: 678-644-7591
Direct: 970-879-1195
dan.stargos@wellsfargo.com
dstargos.wfadv.com/

Investment and Insurance Products: ►NOT FDIC Insured ►NO Bank Guarantee ►May Lose Value

Wells Fargo Advisors is a trade name used by Wells Fargo Clearing Services, LLC, Member SIPC, a registered broker-dealer and non-bank affiliate of Wells Fargo & Company.
© 2016 Wells Fargo Clearing Services, LLC. All rights reserved. C&A 0218-04940 ADVIS 046 141281



Sophie Williams, 8th Grade



Nishant Das, 2nd Grade

এক এক দিন

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, (কলকাতা)

এক এক দিন

একটা যদি জেগে ওঠে এই দেহটার মধ্যে
কুল ভেঙে দেয়
নিরাপদ যা কিছু ছিল খরস্রোতে ভাসে।

এক এক দিন

ভালোবাসার জন্যে মনে এতো ঢেউ ওঠে
সেই সুনামিতে
হাট বাজার কাছারি দপ্তর সব ভেসে যায়।

এক এক দিন

সুন্দরের জন্যে হাহাকার
আকাশ বাতাস বসন্তের গানে ভরিয়ে দ...

এক এক দিন

নদী জেগে ওঠে ডমরু বাজিয়ে
তোমার ঘুম ভাঙাতে চায়
বসন্তের গানও সেদিন বুঝি বলতে চায়
যেদিন থাকবো না সেদিনও ভালোবেসে।

স্মৃতিও এক এক দিন সত্যি হয়ে ওঠে।

* * *

বাংলার সিনেমা ও থিয়েটারের নামকরা শিল্পী
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের বড় প্রিয় ও পরিচিত
নাম। সেই কবে থেকে কত রকম ভূমিকায় তিনি
অভিনয় করে চলেছেন, তার ছেদ এখনো পড়ে নি;
এটা আমাদের বাঙালীদের এক গৌরবের বিষয়।
সত্যজিৎ রায়ের অপূর্ণ ত্রিলোকীতে তাঁর অনবদ্য
অভিনয় বিশ্বের দরবারে তাঁকে এক অনন্য প্রতিভা
বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সিনেমা, থিয়েটার, টিভি –
সবেতেই এখনও তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বচ্ছন্দ
অভিনয়, দেখে মনে হয় না, বয়সে তিনি এখন প্রায়
আশীর কোঠায়। প্রতীচীতে তাঁর এই লেখাটা ছাপতে
পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি।

পরিবাদক

রীণা দত্ত চক্রবর্তী

নিস্তেজ খবরের নিলাম

কাপুরুষ সামাজিক মধ্যস্থতা অহর্নিশ।

প্রচন্ড ঝড়ের আর্তনাদ।

গাঢ় রক্তাভ গোলাপে প্রচ্ছন্ন, অদৃশ্য কীট।

ধুকছে গ্লানির ফর্দ।

ক্রমাগত, লাগাতার, নিপীড়িত, পরিশ্রান্ত।

ধিক্কার। অভিযোগ। কলুষ।

।

পরিত্যক্ত নেতৃত্বের পরম্পরায় বিক্ষুব্ধ।

উত্তরদায়ী অথবা সহায়ক।

বিল্পপত্রের, নৈবেদ্যের, ঋণের অনুগত

প্রতিশোধ-অঙ্গীকারভুক্ত।

অবনমিত অপরাধবোধের স্বচ্ছন্দ কারচুপিতে

কিনেছি বারংবার দৈব অনুগ্রহ।

লাইন টেনে হিসেব রাখি - জমা, খরচ, বাকি।

পাই-পয়সার গুনতি।

অভিভাবক, সংরক্ষক বা নিত্য-নীরব দর্শক

মাথা কর নত।

বিজরিত, অলক্ষিত এ পাপ তোমার-আমার।



www.highglow.com

LOS ANGELES

1-877-556-6113

18644-A Pioneer Boulevard
Artesia, CA 90701

ATLANTA

404-296-2714

1709 Church Street
Decatur, GA 30033

DETROIT

734-422-6810

28231 Ford Road
Garden City, MI 48135

দিনলিপি

অনিল চক্রবর্তী, (লরেন্সভিল)

২০১৮ সালের প্রতিটির জন্য কি লিখি, কি লিখি, এই ভাবতে ভাবতেই বেশ কয়েকটা সপ্তাহ গেল কেটে। কোন কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না। তখন মনের সান্ত্বনা, এটা নতুন কিছু নয়। আমাদের নমস্যা, বরণীয় যে সব সাহিত্যিক আছেন, যাঁদের বই দিয়ে লাইব্রেরীর তাকের পর তাক ভরা থাকে, মা সরস্বতী যাঁদের জিভে সদাই ভর করে থাকেন বলে শোনা যায়, তাঁদের কারো কারো জীবনী পরে দেখেছি তাঁদেরও লেখার স্রোতে মাঝে মাঝে ক্যালিফোর্নিয়ার খরা নামে; তা আমি তো কোন ছাড়া এ পর্য্যন্ত লিখেছি – সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে সু-জন ও কু-জন আছে, যাদের কাজই হচ্ছে আমাদের প্রতিটি কাজের ও চিন্তার প্রতিনিয়ত বিশ্লেষণ করা – সে দুজনের মধ্যে বিষম বচসা শুরু হয়ে গেল:

কু-জন: আরে ব্যাস্, তুই নিজেকে সাহিত্যের রথী মহারথীর সঙ্গে তুলনা করে ফেললি!

সু-জন: কেন নয়! – আমার সুখ, দুঃখ, বেদনা, হতাশা বা লেখার সাময়িক অপারগতা যেভাবে আমাকে প্রভাবিত করে, অনুরূপ অনুভূতি তাদেরকেও কি সমান ভাবে ভাবিয়ে তোলে না? এর সমর্থনে বহুদিন আগে নাম-না-জানা কোন এক সাহিত্যিকের লেখা একটা লাইন মনে পড়ছে – A beautiful sunrise is a joy to behold for all! (স্মৃতিশক্তির ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার জন্য কথার কিছু অদলবদল হয়ে গেছে হয়ত)।

তা যা বলছিলাম, ভেবে দেখলাম আমাদের দৈনন্দিন জীবনটাকে যতই বৈচিত্র্যহীন, সাদামাটা মনে হোক না কেন তার মধ্যে লেখার উপযোগী কোন বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে না তা বলে আমার আমার মনে হয় না। সবই নির্ভর করছে দৃষ্টিভঙ্গী ও লেখার মুনশীমানার ওপর। আমার সেটা যে আছে, তা বলছি না। সেটার বিচার করবেন যারা লেখাটা পড়বেন। তাদের অসীম ক্ষমার ভরসাতেই এ লেখা শুরু করলাম।

যেমন সকালে ওঠার কথাই ধরা যাক। রাত্রে শুতে যাবার আগে শুধু কয়েকটা নাইট লাইট ছাড়া সারা বাড়ীর প্রতিটি আলো নিভিয়েই ক্ষান্ত হই না, প্রতিটি খোলা জানলার ব্লাইন্ড গুলোও টেনে নাবিয়ে দি যাতে বাইরে থেকে কোনভাবেই ছিটেফোটা

আলোর অনুপ্রবেশ না ঘটে। একটু রাত করে শুতে যাওয়া আর সকালে দেরী করে ওঠা আমাদের অবসর জীবনের আনন্দের মধ্যে পড়ে। প্রায় প্রতি দিন সকালে মনের মধ্যে কোন একটা গানের গুনগুনিতে ঘুম ভাঙে; অনেক গড়িমসি করে উঠেই প্রথম যে কাজটা করতে হয় সেটা হল ব্লাইন্ড গুলো টেনে তোলা – আর তখনই বন্ধ জানালার ওপারের সব আলোর ঝলকানি – সে আকাশ যত মেঘলাই হোক না কেন – চিন্তকে কেমন ঝলমলিয়ে দেয়! তার সঙ্গে নাম-না-জানা কত পাখীর গানের চাপা কলরব, দূর রাস্তায় গাড়ী চলার একটানা মৃদু শব্দ আর পাশের বাড়ীর কুকুরের ডাক, এ সব শব্দের ঐকতান ঘরে ঢুকে মনে করিয়ে দেয় ওরে অলস, বসে বসে ভাবছ কি! কাজের দুরন্ত চাকা অনেকক্ষণ আগেই চলতে শুরু করেছে!

দিনটা শুরু হয় শরীরচর্চা দিয়ে – তা সে ঘরের মধ্যে খালি হাতের ব্যায়ামের সঙ্গে স্থাপু বাইকে প্যাডল করা বা পাড়ার রাস্তায় হাঁটা দিয়ে। হাঁটা দিয়েই শুরু করা যাক বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জামাকাপড় পড়ে, কানে I-Pod Shuffle এর ear pods এ ক্লাসিকাল ভোকাল, ইন্সট্রুমেন্টাল, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক, হিন্দী সিনেমার এক বিচিত্র মিশ্রণের গান শুনতে শুনতে আমাদের পাড়ায় আড়াই মাইল হাঁটা আমায় ভারী আনন্দ দেয়। গান চললেও মনের চিন্তা সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথামত কোঁচড় থেকে পড়ে যাওয়া সরষের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। চোখটা খোলা থাকার জন্য – পাখীর পাঁচমেশালী কুহুতান, পাড়াপড়শির লনের সৌন্দর্য বা তার অভাবের বীক্ষণ আর মনে অবিরাম বিচিত্র চিন্তার উদয়, সব মিলে কিরকম ঘোরের মধ্যে দিয়ে ৪৫ মিনিট কেটে যায় তা বলতে পারব না। হাঁটার শেষে ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরে ফিরে মনে হয় একটা কাজের কাজ করেছে। ঘরের ভেতর যখন বাইক চালাই তখনও মিউসিক সেন্টারে নানারকম গান সাইকেল পেডাল করার একঘেয়েমিকে সহজ করে দেয়। শেষে তখনও সেই একই অনুভূতি হয়।

পরের পর্বটা আমাদের বাঙালীদের কাছে বড় প্রিয়। পেয়ালায় মনোমত ক্র্যাকার বা বিস্কুট সহযোগে ধূমায়িত গরম চা আর তার সংগে সকালের কাগজ বা পছন্দমত বই বা ম্যাগাজিন নিয়ে বেশ খানিকটা সময় কাটানো, কার না ভাল লাগে!

আমাদের বাড়ীতে আর একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে। বাড়ীর পেছন দিকে একটা প্রমাণ সাইজ চারদিকে কাঁচ-ঘেরা সান্ধুরাম। তার ঠিক বাইরে এক চিলতে লন, তিনদিকের প্রতিবেশীদের বেড়া তার সীমারেখা টেনে দিয়েছে। তাতে লনের কিছু যায় আসে না। সে খুশী যে বাড়ীর মালিক অনেক খরচ ও মেহনত করে প্রায় আগাছা-শূন্য এক সমশীর্ষ সবুজ ঘাসের গালচে বানিয়ে রেখেছে। লনের ঠিক বাইরে, আমাদের জমির সীমা পেরিয়ে বেশ খানিকটা সরকারের জমি – তাতে পাইন, ওক, মেপল, মিমোসা ইত্যাদি বড় বড় গাছ ডালপালা বিস্তার করে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। শরৎকালের সামান্য হিমের ছোঁয়ায় ইতিমধ্যেই কয়েকটা গাছের পাতায় হলুদের আভাষ – সবুজের প্রেক্ষাপটে হলুদের এই প্রলেপ ইন্দীরা গান্ধীর একগুচ্ছ সাদা চুলের কথা মনে করিয়ে দেয়। লনের ঠিক মধ্যখানে একটা সরু লোহার রডের প্রান্ত থেকে ঝুলছে একটা প্রাস্টিকের বার্ডফীডার – ফীডারের গায়ে ছড়ানো ছোটানো ছোট ছোট ছোট খাবার জানলা এবং তার সামনে ততোধিক ছোট, পাখীদের বসার দাঁড়। প্রথম প্রথম যখন ফীডারে পাঁচমিশালী সিডের খাবার ভরে দিতাম, দু তিনটে গাঁড়িগাঁড়ি কাঠবেড়ালী এসে ২/৩ দিনের মধ্যেই সব খাবার সাবার করে দিত। পরে রডের মাঝামাঝি একটা চোঙার মত জিনিস আটকে ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। ওরা এখনও আসে, ফীডারের তলায় পড়া সিডগুলোই ওদের কাছে এখন পড়ে পাওয়া চোন্দ আনা। সানন্দের আর এক পাশে আমার আর এক নেশা - একটা ছোট্ট vegetable garden।

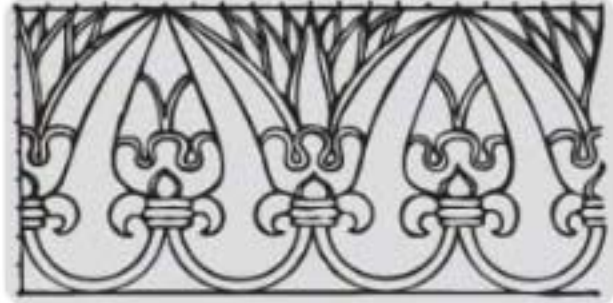
সানন্দের ভেতরে দুটো সোফা আড়াআড়ি করে রাখা। তারই একটাতে বসে সকালে চায়ের সঙ্গে একটা পছন্দমত বই বা ম্যাগাজিন পড়া আমার একটা নেশার মত। মধ্যে মধ্যে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাইরের ওই গাছগাছালি বা আমার করা ছোট বাগানের বেগুন, টেডস, বিন বাঁ পুঁইশাকের গাছের দিকে তাকিয়ে থাকি আর কত অলস চিন্তা সাদা মেঘের মত আমার মনে ভেসে বেড়ায়। মনে হয় এই গাছগুলো অকৃতজ্ঞ নয়। সময় মত জল ও সার দেওয়ার বিনিময়ে ওরা গাছ ভরে উপহার সাজিয়ে দেয়। এখানে বসেই কখনও কখনও নতুন কোন লেখার খোরাক পেয়ে যাই। তবে আমার মন কেড়ে নেয় ফীডার ঘিরে নানারকমের পাখীদের গতিবিধি। ওদের সবচেয়ে ব্যস্ততা দেখি সকাল ও সন্ধ্যাবেলা। ছোটবড় কত রকমের আর কত রঙের পাখী ভিড় করে – তাদের নাম, ঠিকুজী, কুষ্ঠি বোঝার জন্য দুটো পাখীর বই হাতের কাছে মজুত থাকে। আমি দেখি,

শুধু দেখি - তাদের খাওয়ার চঙ আলাদা, একসঙ্গে কতকক্ষণ দাঁড়ে বসে থাকবে তার সময় আলাদা, আবার মাথার নড়াচড়াও আলাদা। ওরা যেন সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাকে – খেতে বসে ক্রমাগত মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওরা যে কি দেখে তা বুঝতে পারি না। নানা মাপের ও নানা ধরণের চড়াই (sparrow), এরাই বেশি ভিড় করে; তারা এসেই তাদের পছন্দ মত পাঁচমিশালী ভাণ্ডার থেকে একটা সিড খুঁটে বের করার জন্য একগাদা অন্য সিড তলার মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এদের কেউ কেউ আবার ঠোকরানোর আগে বেশ অনেকক্ষণ একমনে বসে থেকে কি যেন চিন্তা করে। সে জায়গায় কার্ডিনাল (এরা সবসময় জোড়ায় আসে) পাখা ঝটপট করে তার বিরক্তি জানায়, কারণ দাঁড় গুলো তাদের বসার অনুকূল নয়, বড়ই ছোট। মাছরাঙারা চোঁ করে এসে একটা সিড নিয়েই বাসার পানে ছুট, কয়েক মিনিট বাদে আবার এসে হাজির। এইরকম কয়েকবারই ওদের যাতায়াত করতে দেখি। কিন্তু গোল্ডেন ফিঙ্ক, নাটহ্যাচ, চিকাডি, টিটমাউস - এরা খেতে বসে মাথা ঘুরিয়ে আদ্যপ্রান্ত সব দেখে নিয়ে তবে খাবারে ঠোঁকর দেয়। আবার আর এক দল আছে, তারা মাটি থেকে কুড়িয়ে খেয়েই খুশী। যেমন, ঘুঘু, রবিন, মকিং বার্ড, ব্লুজে, ব্ল্যাকবার্ড, ইত্যাদি। এরা অনেকেই নানা সুরের গান শোনায়। মাঝে মাঝে শুনতে পাই ঘুঘুদের ভারী করুণ সুরের ডাক – এই জন্যই বোধ হয় ইংরাজীতে এদের mourning dove বলে। কিন্তু এদের সঙ্গে আমাদের বাংলার গাল – “তোর ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে দেব” – এর মর্ম আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়। আর এই সব পাখীদের কি বিচিত্র রঙ! কার্ডিনালের (পুং) টুকটুকে লাল (এই থেকেই পোপের কার্ডিনালদের ধরাচড়া কি লাল করা হয়েছে!), গোল্ডেন ফিঙ্কের একেবারে সোনাঝড়া রঙ, মাছরাঙাদের iridescent বর্ণচ্ছটা, ব্লুজের গাঢ় নীল আর ব্ল্যাকবার্ড কুচকুচে কালো।

সানন্দের ঠিক বাইরে কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো চলনপথের ওপর টবে পোঁতা তিনটে ফুলের গাছের প্রশস্তি না করলে এই আখ্যান অসমাপ্ত থেকে যাবে। প্রথমটা হচ্ছে, Bermuda red জবা, প্রতিদিন ৪/৫টা করে বিরাট সাইজের ফুল ফুটিয়ে জায়গাটা আলো করে রাখে। তার গন্ধ না থাক, যা আছে তা নয়কো ভূয়ো আভরণ! পরের টবে একটা লতানো গাছে (dipladenia) পিঙ্ক রঙের থোকা থোকা ফুল, আর তার পাশেই টব ভরা বড় বড় হলদে গাঁদা। দেখে মন ভরে যায়, মনে হয় বাগানের পেছনে আমার পরিশ্রম সার্থক।

এর পরের সারাদিনের যা পর্ব – যেমন বাজার করা, বাগান করা, টিভি দেখা, গিল্মীর সঙ্গে কলহ করা – তার মধ্যে আমি কোন লেখার উপজীব্য পাই না। তবে সোম থেকে শুক্র, রাত্রে ঠিক শোওয়ার আগে একটা বাংলা চ্যানেলে ‘প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ’ নামে আধ ঘন্টার ধারাবাহিকটা দেখে, মনের মধ্যে ভক্তি ও ভালোবাসার কুলকুল ধারা বয়ে যায়, তার রেশ থেকে যায় বহুক্ষণ। আমি বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্র, স্বামী তেজসানন্দের স্নেহন্য ও রামকৃষ্ণ মিশনের এক সময়ের প্রেসিডেন্ট স্বামী ভূতেশানন্দ দ্বারা দীক্ষিত। এই সবার প্রভাব মনের মধ্যে আস্তে আস্তে কি ভাবে আস্তানা গেড়েছে তা আমি জানি না। তবে এটা বলতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণের “যত মত তত পথ, শিবজ্ঞানে জীব সেবা” ইত্যাদির ভাবধারা আমাকে গভীর ভাবে মুগ্ধ করেছে। বিদ্যামন্দিরে ঢোকার মুখের দেওয়ালে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীটা প্রথম দিন থেকে আমাকে এখনও ভাবিয়ে তোলে – education is the manifestation of the perfection already in man - এই সব চিন্তা করতে করতে আমি অতিচঞ্চলা নিদ্রা দেবীর আবাহন করি।

তারপর কখন যে তিনি আমাকে তাঁর কোলে টেনে নেন তা জানি না। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই ঘুম ভাঙে কোন একটা সুরের গুনগুনিতে, হয় কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের, ভক্তিসঙ্গীতের অথবা রাগাশ্রয়ী গানের। তখন মনে হয় দিন মোর গেছে ভাল!!



Start Here for Better Grades & Test Scores

SAT/ACT/PSAT – AP Prep – College Admissions – Study Skills – K-12 Tutoring – Summer Programs

Services and Curriculum Overview

At C2 Education, every student receives an individual approach to education and tutoring. C2 customizes curriculum to meet each student's unique needs whether in a subject area or standardized test preparation for grades K-12. C2 offers flexible scheduling options, talented teachers, and a small-group setting to provide support and engagement. Unlike other programs which tend to be one-size-fits-all, C2's programs build foundational skills that will last.

Subjects Available:

- Biology
- Chemistry
- Physics
- US/World History
- AP (Biology, Chemistry, Physics, English Literature, History and Calculus)
- Language Arts (Reading, Writing, and Grammar)
- Mathematics (Algebra, Geometry, and Calculus)

CALL TO GET
STARTED TODAY!

C2education.com

C2education
be smarter.

C2 Johns Creek
(770) 495-7756

C2 Medlock Bridge
(770) 495-8895

C2 Old Atlanta
(678) 967-2142

C2 Peachtree City
(678) 489-4276

C2 Snellville
(770) 975-4359

C2 Sugarloaf
(678) 417-1300

C2 Suwanee
(770) 614-3455



সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা



DEB'S GROCERIES

5944 BUFORD HIGH WAY DORAVILLE, GA 30340
PHONE: 770-455-3790, WEBSITE: DEBGROCERIES.COM
Owner: Jayanta C. Deb

WE SEALING BANGLADESHI & INDIAN GROCERIES, CLOTHS, PUJA SAMOGRY, FISH, CHICKEN, GOAT
OUR ALL MEAT 100% HALAL



Chicken Meta



Goat Meat



Hilsha Fish



Rohu Fish



Rice



Spices



Kasundi



Bagabari Ghee



Vegetable &

আমরা যে কোনো পূজা বা অনুষ্ঠানে আপনাদের পছন্দমত ঘরোয়াভাবে বাঙালি খাবার রান্না করে দেই



KALA JAM



SWEET YOGURT



CHICKEN CURRY



BHAPA HILSHA



GOAT CURRY



CHICKEN BIRYANI



KHICHURI



MOTOR PANEER



CHATPOTI/GHUGNI



MIXED VEGETABLE

PLEASE MAKE ADVANCE ORDER FOR CATERING AND ANY BIG ORDER FOR FISH & MEAT

DEB'S GROCERIES OFFER 10% OFF ON FISH, CHICKEN, SPICES, CLOTHS & VEGETABLES
FROM OCT. 1ST TO OCT. 25TH 2018

Southeast's Renowned South Asian Caterer with Distinction

Specialty Catering In
Punjabi, Pakistani, Gujarati, South Indian, Fusion,
Continental, Chinese, Mexican & Italian



Celebrating **25** In Business!
Years

Impress your guests with bespoke
catering & presentation

Discover a new flare of tasteful
sensations at your next event

Experience the extravagance of
gourmet South Asian
& Fusion Catering

Owned & Operated by



Wedding Receptions, Mehndi, Sangeet / Garba, Pithi, Engagements,
Birthday Parties, Corporate Meetings, Full Service & much more...

Cafe Bombay
Indian Dishes



Email: info@cbcatering.net

Facebook: www.facebook.com/cafebombayatlanta

Phone: 404-552-0566

Website: www.cbcatering.net

Culinary Creativity by
Chef & Managing Director
Ricky Wallia

Join & Joiner Your Guests Will Be



Preferred South Asian caterer for every major hotel & venue in the southeast. Affiliated with Hilton, Hyatt, Westin,
Ritz Carlton, St. Regis, Marriott, Sheraton, Renaissance Hotel, W Hotel and many more.

পুরাণ থেকে - বজ্র ও বিদ্যুৎ সহ

পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, (অস্টিন)

সৃষ্টি স্থিতি ও লয় - প্রতিটি জীবের এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন অবস্থানের চালক দেবতা। হিন্দুরা এটাই বিশ্বাস করে।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তিন প্রকার নর-নারীর সৃষ্টি করলেন - দেব, মানব এবং দানব। এদের প্রত্যেকের আকৃতি এক হলেও প্রকৃতি কিন্তু ভীষণ আলাদা। তাই, এরা যাতে বিনা দ্বন্দ্বে জীবন যাপন করতে পারে, তাই তিনি তিনটি আলাদা ভুবনও সৃষ্টি করলেন। স্বর্গরাজ্য দেবতাদের, মর্ত্য মানবের ও পাতাল দানবদের জন্য নির্দিষ্ট হল। প্রত্যেক দলই নিজের নিজের এলাকায় নিরাপদে ও আনন্দেই দিন কাটাতে লাগল।

স্বর্গরাজ্যে কোন কিছুই অভাব নেই। দেবতারা সবসময়ই তাই নাচ-গানে লিপ্ত। মানবেরা চাষ-বাস করে প্রচুর শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন করছে। নিজেদের ব্যবহারের পরেও অনেকই সঞ্চয় করতে পারছে। এদিকে, দানবেরা চুরিচামারি লুণ্ঠতরাজ ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে ভালই জীবন নির্বাহ করছে। তিন ভুবনে কোন কিছুই অভাব নেই।

জীবনযাত্রায় প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও, দেব-মানব-দানব কারুর মনেই কিন্তু শান্তি নেই। কেন এরকম হয়? নিজেদের মধ্যে অনেক চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনাতেও তার কোন উত্তর পেল না। তখন হির করল, পিতামহ ব্রহ্মার কাছে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে কারণ ও প্রতিকারের উপায় জেনে নিতে হবে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, দেব, মানব ও দানব, তিন দলই আলাদাভাবে কিন্তু একই সময়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

আরও আশ্চর্য্য, ব্রহ্মার কাছে তিন দলই এক সময়েই পৌঁছল। পৌঁছে দেখল পিতামহ ধ্যানমগ্ন। দেবতারা তাঁর সামনে, একপাশে মানবেরা আর অন্যপাশে দানবেরা বসে রইল, ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষায়। দীর্ঘকাল বাদে পিতামহ ব্রহ্মা চোখ খুলে মাথা ঘুরিয়ে তিন দলকেই দেখলেন। কিন্তু কারুর সঙ্গে বাক্যলাপ না করেই, শুধু একবার 'দ' বলেই চোখ বুঁজে আবার ধ্যানমগ্ন হলেন। তিন দলই পুনরায় ধ্যান ভাঙ্গার আশায় অপেক্ষা করতে লাগল। অনেক কাল কেটে গেল, কিন্তু পিতামহর ধ্যান আর ভাঙ্গল না। তখন আলোচনা করে হির করল, পিতামহ

নিশ্চয়ই চান নিজেরাই স্বচেষ্টায় গবেষণা দ্বারা এই ধাঁধার উত্তর বার করুক। উচ্চারিত 'দ' তারই সংকেতবাণী। তাই, নিজের নিজের ভুবনে ফিরে গিয়ে তিন দলই গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হল।

দেবতারা মাঝেমাঝেই অতিরিক্ত সোমরস পান করে বেসামাল হয়ে পড়ে। তখন নাচ-গান বেতলা হয়ে পড়ে, কথাবার্তাও বেসামাল ও অশালীন হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে নিজেরা লজ্জিতও হয়। কিন্তু সময়মতন কিছুতেই এই মাতাল হওয়া প্রতিরোধ করতে পারে না। দেবতাদের গবেষকদল হির করল, এই উচ্ছৃঙ্খলতাই তাদের অশান্তির কারণ। পিতামহের বাণী 'দ' এর অর্থ দাম্যত - নিজেদের দমন অথবা সংযত করো।

মানবেরা দেখল প্রচুর পরিমানেই শস্য উৎপন্ন হচ্ছে। প্রত্যেক বছরই পরের বছরের জন্য যথেষ্টই সঞ্চয় করা যাচ্ছে। কিন্তু পশু-পাখী সব সময়ই সেই সঞ্চয়ে ভাগ বসচ্ছে। শত প্রচেষ্টাতেও তারা এই অপচয় রোধ করতে পারছেন না। তাদের গবেষকরা হির করল, যদিও পশু-পাখী অতি তুচ্ছ পরিমানেই নেয়, তাতে সঞ্চয়ের হেরফের বিশেষ কিছুই হয়না, তথাপি এই অপচয় নিবারণ করার অসাফল্যতাই অশান্তির কারণ। অতএব, পিতামহের উচ্চারিত 'দ' এর অর্থ, দন্ত - দান করো।

দানবেরা দেখল চুরিচামারি লুণ্ঠতরাজ করে তাদেরও আয় যথেষ্ট। সেই আয়ে তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা দরকার তাও সংগ্রহ করতে পারছে। সেই সাফল্যে তাদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেল; কিন্তু তারা লক্ষ্য করল, দেব-মানব সবাই তাদের এড়িয়ে চলার প্রচেষ্টাতেই নিমগ্ন। তাই দেখে দানব গবেষকরা সিদ্ধান্ত করল যে পিতামহের মুখ নিঃসৃত 'দ' এর অর্থ দয়ধ্বম - দয়া করো।

পুরানের সব গল্পই রূপকাত্মক। আমাদের মধ্যে উপরোক্ত তিন রকম নর-নারীই বিদ্যমান। বিশেষভাবে বিচার করলে দেখা যায় একই ব্যক্তি এক এক পরিস্থিতিতে দেব, মানব অথবা দানব রূপে, আবার কখনও তিন অংশের সম্মিলিত রূপে প্রকাশিত হয়। নিজেদের চরিত্রে অতিরিক্ততা সম্বন্ধে সচেতনতা ও সংযম, অপরের সঙ্গে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় ভাগ করে উপভোগের ইচ্ছা এবং অন্যের প্রতি দয়াশীলতা, প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ইত্যাদি গুণাবলীই সহজাত স্বভাব। এসবের অনভ্যাসের

কারণে মন অশান্তিতে ভোগে। কিন্তু অবহিতভাবে প্রতিদিনের কার্যে এই গুণাবলী প্রয়োগ করে চললে মনে অবিরল শান্তিলাভ করা যায়।

এই মহামন্ত্র দাম্যত, দন্ত ও দয়ধ্বম্ যাতে সবসময়ে আমাদের মনে থাকে, তাই মাঝে মাঝেই পিতামহ ব্রহ্মা বজ্র-বিদ্যুৎসহ আকাশবাণী করে সবাইকে মনে করিয়ে দেন।



BDESH TRAVEL ATLANTA

2473 Chamblee Tucker Rd. ChambleeGA 30341



Haroon Choudhury
Travel Consultant

bdeshttravel@gmail.com
www.bdeshttravelatlanta.com
678-779-2705 - Office
404-484-7749 - Cell
678-228-9715 - Fax

CHESS CLUB & SCHOLASTIC CENTER OF

ATLANTA

**Visit our beautiful, 3200 sq. ft.
Chess Center!
Adults and Kids welcome!**



Events at the Chess Center:

- Tournaments
- Classes
- Free Play (casual play)
- Camps



Chess Club and Scholastic Center of Atlanta
2500 Old Alabama Rd.
Suite 11
Roswell, GA 30076

Karen@atlchessclub.com
(678) 628-5615
atlchessclub.com

<https://www.youtube.com/c/ChessClubandScholasticCenterOfAtlanta>

<https://www.facebook.com/ChessClubandScholasticCenterOfAtlanta/>



*The Freshest Chicken
Only \$4.99!*

*Tandoori Favorites
Served all day!*

**1707 CHURCH STREET, STE C10
DECATUR, GA 30033
(LOCATED INSIDE PATEL PLAZA)**

404-254-4651

HOURS : TUES - SUN 11:00 A.M. - 9:00 P.M.



*Lasooni
Gobi*



MODERN INDIAN DINING

LOCATED IN PATEL PLAZA

TAVAINDIANBISTRO.COM

CATERING AVAILABLE



*Chicken
Cream
Tikka*

WEEKDAY
LUNCH PLATTER
STARTING AT ONLY \$8!

404.343.2710
1685 Church Street, Decatur GA 30101

মা এসেছে

শেফালী সরকার, (কলকাতা)

দেখো, কাশের গুচ্ছ দোল
খেয়ে যায়, শেফালী পড়েছে ঝরে, --
মমতা মাখা মেঘেরা খেলে আকাশের গায়ে।
এ কোন সময়, -- ?
বাঁশি তো বাজেনি, সময়
কখন হল বুঝতে পারিনি।
কে তুমি দাঁড়িয়ে?
শরণ নাকি?
এসো এসো প্রিয়, --
আমাদের মাঝে এসো, --
ঐ শঙ্খ বাজে।
মা এসেছে আজ,
আমার ঘরে।
ওরে শাঁখ বাজা,
ফুলে ফুলে ভরে দে
ও রাঙা পা,
চেয়ে দেখ, 'মা',
এসেছে
আমার ঘরে।।



STATE FARM® AGENT

Monroe Insurance Agency Inc.

Glen Monroe



Products Offered

Auto Insurance
Home and Property Insurance
Life Insurance
Health Insurance
Banking Products
Annuities

1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261

Office Hours: 8:30 to 5:00 M-F
After hours & Saturdays by
Appointment

 **Atlanta Dental Arts**



Dr. Myles Williams, D.D.S.

2166 Lavista Rd NE
Atlanta, GA 30329

(404) 872-4455

www.atlantadentalarts.com

 **invisalign®**
The Clear Alternative to Braces

ADA

ভারত

রবীন্দ্র চক্রবর্তী

ইংরেজ-ঘেঁষা বাঙালিরা বলে,
আরে তুমি শোনো শোনো,
ইংরেজ ছাড়া ভারতবর্ষে
উন্নতি হত কোনো?
কোথায় পেতাম আধুনিক আশা -
রেলগাড়ি আর ইংরিজি ভাষা?
হাজার হাজার রাজ্য-রাজারা,
একটা ম্যাপেতে জুড়েছে তো ওরা -
জাতপাত নিয়ে মারামারি করা
ভারতীয়দের চিনি;
আর যাই বলো আমরা সবাই
ইংরেজ কাছে খাণী!

দর কষাকষি সারাদিন করি
বলে চলে ওরা আরো -
কেউ কি ভারতে চ্যারিটি করেছে
মাথায় আসে কি কারো?
চার্চে শেখায় সিভিক শিক্ষা,
সেবা আর দান চরম দীক্ষা -
এরকম কথা কখনো শুনেছ
ভারতের কোনো স্কুলে?
আমরা সবাই বুঝি যে স্বার্থ,
অন্যদেরকে ভুলে!

কথাগুলো ঠিক। পারিনা মানতে
ব্যথা দিয়ে দিয়ে যায় -
ভিতরে ভিতরে উত্তর খুঁজি,
পাই নাকো মনে সায়।

লুট করে যারা; ভাগ করে দেশ
মন ভেঙে করে কুঁজো -
আর যাই করি পারব না আমি
করতে তাদের পূজো!
বেত মেরে যারা, ফাঁসিতে ঝোলায়
হাজার নিরীহ প্রাণ;
তাদের কাছে কি নিতে হবে আজ
মানবিকতার জ্ঞান?

মাথা নাড়ি আমি, করে যাই চুপ -
ভারতের আছে আরেকটা রূপ;
কি করে বোঝাই, সে কথা নীরব

অতি অনুভূতি ঢাকা -
নেই সেখানেতে স্বার্থ প্রচার
নেই হিসেবের ঢাকা!

আমি যে দেখেছি গরীব মানুষ,
নেয় নিকো কিছু কেড়ে -
অতিথির লাগি মেঝেতে শুয়েছে,
বিছানা দিয়েছে ছেড়ে।
আমি যে দেখেছি অসুখ সময়ে
সারা পাড়া ছুটে আসে,
রাতে জোগে রয়, কোনো দরকারে
থাকে তারা আশেপাশে।

আমি যে দেখেছি মুসলিম ছেলে
অঞ্জলি দিয়ে যায়,
হিন্দু মা গিয়ে মানত মেনেছে
মুসলিম দরগায়।
ব্রহ্মগানের আসরে গিয়েছি
খুস্ট-বাসর রাতে।
পার্সী-শিখেরা বাজি ফুটিয়েছে
দেওয়ালির সন্ধ্যাতো!

আমি যে পড়েছি নালন্দা ছিল
সারা বিশ্বেতে সেরা -
কখন তখন অক্সফোর্ড
আর কোথায় বিলেত-ফেরা?

কেন গ্রীক আসে ভারতেতে ধৈর্যে
যীশু খুষ্টের আগে?
কলম্বাসের ভারত যাত্রা
বলো কোন অনুরাগে?
এত যদি বলো ভারত খারাপ
কেন তবে বারেবারে -
পৃথিবীর সব জাতি চেউ আসে
ভারত সাগর পারে?

দাঁড়াও পথিক সময় হয় নি
এখনি যেও না চলি;
মনে পড়ে যায় গুরুদেব বাণী
মন্ত্রের মত বলি -

"মার অভিষেকে এস এস দ্বারা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ নীরে
আজি ভারতের মহা মানবের সাগর তীরো"



Ishay Dasgupta



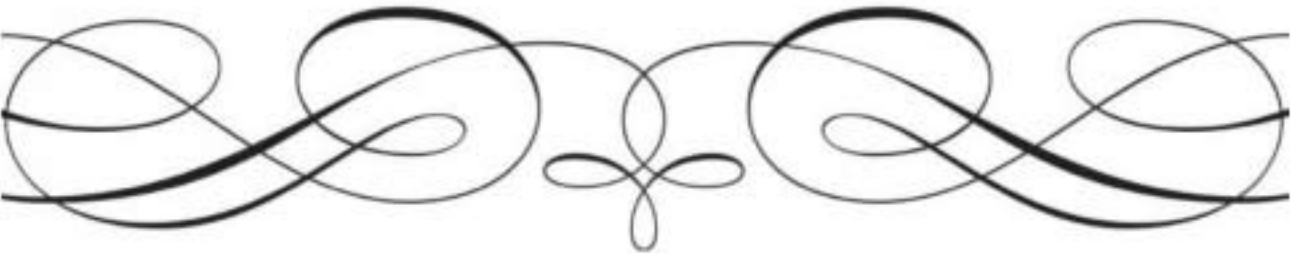
Anirajit Chowdhury 2018

প্রহর শেষের

ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়

শেষ বার যখন দেশ ছেড়ে এলুম--
তুমি নিদাঘ জ্যেষ্ঠের সকালে
বাজারের ধলি হাতে বেরিয়েছিলে।
পাওনাদাররা তখনো করেছে জুলুম।
রিকশার পয়সা বাঁচিয়ে কিনেছো বেশি দামের মাছ।
পিচ গলা রাস্তায় রুদ্ধ চটির মর্মভেদী আওয়াজ
বারবার স্মৃতিপটে ফিরে আসে আজ।
প্রহর শেষের মলিন আলোয় করে আবর্তন
তোমার রোদে পোড়া পা, মুখে হাসি, উদ্দাম চলন।

শেষ বার যখন দেশ ছেড়ে এলুম--
তোমার আঁচলের খুঁটে ঝোলানো চাবি
খুলে দিলো মধ্যবিস্তার ভাঁড়ার--
জিনিসের স্বল্পতায় সেখানে খুঁজে পেলুম
ভালোবাসার তোরঙ্গ! কোথায় যাবি
আমাদের ছেড়ে?" অভিযোগে ঘন অন্ধকার।
এখানে অফিসে, পার্কিং স্পেসে, চাবি চলে না।
বদলে ব্যবহার করি কার্ড। যার নিরাপত্তা কোডে
ভেসে বেড়ায় তোমার অনুযোগী মুখ।
আর কতকাল সইবো বিহনের অসুখ!
নিদ্রাহীন রজনী... ঘড়ি থাকে নিখর অ্যালার্ম মোডে।
আজ কেউ নেই... খালি শুনি ঝলসানো পায়ের ধ্বনি।
স্বর্গের নন্দন কাননে প্রশমিত হয়েছে কি কষ্টের জ্বালা?
না কি ভাবো কাছের এ জন কেমনে করেছে অবহেলা!
চাবি তুমি ও আঁচল ছেড়েছো - তোমার দূরন্ত ঘূর্ণি
আজ নির্বাপিত। শূন্য মন -ঝোলে ভাঙা তাল।
মুছে গেছে দিতি, অপেক্ষায় বসে নেই কোনো প্রিয়জন।
প্রহর শেষের সন্ধে বেলা। ছায়াঘরে বদ্ধ তপ্ত সমীরণ।



তোমার খোঁজে

দীপশ্রী সেন

তুমি আছো? না হারিয়ে গেছো?
 তোমায় খুঁজতে গিয়ে,
 কখন যে হারিয়ে গেছি, মনে নেই।
 তোমার খোঁজে চকমকে ইমারতে ঢুকে
 বন্ধ দরজার চাবি নিজের অজান্তে-
 কোথায়, কখন যে ফেলেছি হারিয়ে, মনে নেই।
 তারপর, ঘরের পর ঘর পেরিয়ে,
 দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে-
 ফিরে আসি একই জায়গায়,
 আলো থেকে অন্ধকারে-
 সকাল সন্ধ্যার বাঁকের পরে।
 বাইরের পৃথিবী হাতছানি দেয় সুদূরের আশায়-
 উদার উন্মুক্ত আকাশ,
 বাতাসে অবাধ মুক্তির আশ্বাস
 তোমার পল্লব ছায়ার ক্ষণিক আভাস
 দিগন্তে মেলায় - দূরের মরীচিকার মত।
 দুই মেরুতে মন বেঁধেছে ঘর,
 হয়তো দেখা হবে বহু বছর পর,
 কোনো এক অচিন শ্রাবস্তিপুরে।
 তখন দুজনেই এসে দাঁড়াবো
 রিক্ত স্মৃতির দুয়ারে।
 বিশ্বয়ে ক্ষণিক চেয়ে
 হয়তো দুজনেই বিদায় চাইবো দুজনের কাছে
 একই সাথে।।



সীতা বিসর্জন

জয়ন্তী রায়

এত অহঙ্কার কেন সীতা? তুমি আমার হাতে বন্দি নী। আজ কয় মাস হয়ে গেল! কেউ তো এল না তোমার খবর নিতে? তবে? আমাতে সমর্পিতা হও।

ইচ্ছা বিনা নারী আগুনের সমান। সেকথা জেনেও, তাকে ছুঁতে এস না রাবণ। আর অহঙ্কারের কথা যদি বলো, সে আমার নিজস্ব। কারো দয়ার উপর তা নির্ভরশীল নয়।

চেয়ে দ্যাখো। আমি হলাম সেই পুরুষ যাকে কামনা করে সব পেতে পারে তুমি। সমস্ত। সুখ, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা— আর কি চাইতে পারে নারী?

আহা রাবণ। নারীর চাওয়া বলতে এই ই বোঝো তুমি? কাম? আর প্রাচুর্য? শোনো কামুক, তুমি বেদ পাঠ করেছ। জ্ঞানী তুমি। স্বর্ণ লঙ্কার সম্রাট? অথচ, তোমার বোধ নীচ। নিম্ন গতির।

চুপ করো। চুপ করো। নারী। আমি বোধহীন নই। নই পাষন্ড। কিন্তু, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, তোমার ঐ জ্বলন্ত রূপ আমি পিষে নেব দুই হাতে। তোমার স্তন, তোমার শরীরে আমূল বেঁধাব নখ—আমি পুড়ে যাচ্ছি কামনায়।

রাবণ। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পর্শ করে তুমি পাবে, কিছু রক্ত, মাংস চামড়া— যা পচে গলে খসে খসে পড়বে। নেবে তুমি আমার ত্বক? আমার চুল? আমার ওপরের আবরণ? টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল। বেরিয়ে আসুক ভিতরের হাড় মজ্জা।

সীতা। তোমাকে হরণ করেছিলাম প্রতিশোধ নিতে। আমার অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করে, আমার বোনকে লাঞ্ছনা করেছিল আর্য যুবক—তাঁর পত্নী হরণ করে, উচিত শিক্ষা দেওয়া ছিল উদ্দেশ্য।

রাবণ। এই তোমার পুরুষকার? নারী হরণ? থাক সীতা। পুরুষকারের কথা বরং থাক। তার জবাব দেবে ইতিহাস। কিন্তু, একথা কি করে বোঝাব? যখন প্রথম দেখলাম তোমায়, মনে হল— এই মুখ আমি স্বপ্নে দেখতাম? তুমি আসার পর কেটে গেছে অনেক গুলি মাস। রোজ একবার তোমাকে না দেখলে, বীণায় আমার সুর ওঠে না! সীতা, আমি একলা কেঁদে ফেলি মাঝে মাঝে। স্বর্ণ মহল নারী পূর্ণ, বিলাস ঝলমল— অথচ আমার বুকের মাঝে ঘুরে বেড়ায় এক নিঃসঙ্গ ঘুঘু। সারাদিন

অশোক বনের ধারে বসে থাকি। ফিরেও দেখো না তুমি! তবু বসে থাকি। আশ মেটেনা সীতা। তুমি একটু তাকালেই, বুক কেমন কাঁপন লাগে। এমন কখনো হয় নি আগে।

আমি শ্রীরামের সীতা। তাঁকে ছাড়া, কাউকে ভাবিনা কখনো। আর তুমি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, এক বৎসর রামচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করবে। তবে আজ কেন এই উন্মাদনা?

উন্মাদ? ধিক নারী। ভালোবাসা কোনোদিন দেখিনি তুমি! পুরুষ যদি ভালোবাসে, যদি হৃদয়ে ধারণ করে কাউকে—এমন হয় সে। তোমার কি একটু মমতা হয় না? কিংবা কৃপা?

অবাক আমি? অহংকারী সম্রাট। অবাক আমি। সামান্য নারীর জন্য এত আবেগ? শোনো সম্রাট! পরপুরুষ সম্পর্কে চিন্তা করা মহাপাপ আমার! তুমি ফিরে যাও।

পাপা কিসের পাপ? কে বলেছে? ভালোবাসলে তা পাপ?

ভালোবাসা আর কামনা এক নয় রাবণ। আমি আর ইচ্ছুক নই কথা বলতে।

সীতা। এক বছর কেন, আমি হাজার বছর অপেক্ষা করব তোমার জন্য। হয়ত বা মৃত্যু পর্যন্ত।

তিনি আসছেন রাবণ। আমার প্রভু রাম। তিনি উদ্ধার করবেন আমাকে। যত শক্তি তোমার থাক। উড়ে যাবে, ঝড়ের মুখে কুটোর মত।

আমি কি নিয়ে যুদ্ধ করব সীতা? আগুনে পুড়ে যাওয়া শস্য ক্ষেতের মত একলা পড়ে আছি। শুধু এইটুকু জানি, শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকলেও, তোমাকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।

তুমি উন্মাদ।

সীতা! দূরে ওই কোলাহল শোনা যায়। সমুদ্র গর্জন ছাপিয়ে ঢুকে পড়ছে রাম লক্ষণের উল্লাস। যুদ্ধ জয় অথবা পরাজয়—দুটোতেই ফল সমান আমার—সীতা বিসর্জন। তাই আমি পরাজিত প্রেমিক এক।

তবু বলে যাই—যদি একলা মনে করো কোনোদিন—যদি নিঃসঙ্গ বালুচরের মত পড়ে থাকো অবহেলায়—একবার মনে করো এই উন্মাদের মুখ। মৃত্যুর পরেও পাখি হয়ে, জানলায় এসে বসব। চাঁদ হয়ে উঁকি মারব তোমার শয়ন কক্ষে। ফুল হয়ে মুছিয়ে দেব চোখের জল। মনে কোরো একবার।

হে রাম। প্রিয়তম। অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে আমায়? কেন স্বামী? এক বছর তোমার বিরহের আগুনে পুড়ে, একলা কাটিয়েছি, এখন শরীর চাইছে প্রিয় পুরুষের নিবিড় আলিঙ্গন। এখন এই জনতার মাঝে, নগ্ন পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। সূর্যের দুরন্ত তাপ – শত লোকের উগ্র দৃষ্টি—তার মধ্যে অগ্নি পরীক্ষা? কেন স্বামী?

প্রশ্ন কোরোনা নারী। সমাজ তোমাকে অবিশ্বাস করে। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, রাবণ তোমাকে স্পর্শ করে নি।

সমাজ অবিশ্বাস করে! আর তুমি?

আমি সমাজের বাইরে নই।

অগ্নি আমার শরীরের শুদ্ধতা প্রমাণ করবে হয়ত, কিন্তু মন?

সীতা! স্তব্ধ হও।

হে রাম! আপনার সম্মান রাখতে, অগ্নি প্রবেশ করব আমি। কিন্তু সমাজ জানুক—মনের

সতীত্ব প্রমাণ করতে পারে এমন পরীক্ষা কখনো আবিষ্কার হবে না।

সীতা। নারী সমাজের শোভা। তার সতীত্ব সমাজের অলংকার।

তাকে রক্ষার দায়ও তবে আপনাদের। রক্ষা যদি না করতে পারেন তবে অগ্নি পরীক্ষা নেবেন কেন?

সীতা। সময় নেই। সময় নেই। যাও। ওই লেলিহান আগুনে নিজেকে সমর্পণ করো। যদি অক্ষত ফিরে আস, বুঝবে তুমি সেই আগের সীতা।

হে রাম! ওই আগুন থেকে ফিরে যে আসবে, সে আর আপনার সীতা থাকবে না। আমার মনের মধ্যে ভালোবাসার ছোট্ট পাখিটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আপনার হাতে হাত রেখে কাটিয়েছি কত রাত, আপনার শরীরে যুক্ত করেছি আমার শরীর, কখনো আলাদা ভাবিনি নিজেকে—নিজেকে পৃথিবীর সেরা সুখী নারী ভেবেছি—আপনার হৃদয়ের

সিংহাসনের অধিকার আমার একথাই ভেবেছি, এত কাল। সে সব মিথ্যে? সত্য কেবল লঙ্কা বাসের একটি বছর?

সীতা। নারীকে এত প্রশ্ন করতে নেই।

আজ মনে পড়ছে এক বীণাবাদকের কথা।

বীণা বাদক? কে সে?

আজ মনে পড়ছে, দুটি ব্যাকুল চোখের কথা।

সীতা? কার চোখ?

আজ মনে পড়ছে, ভালোবাসায় ভরা এক হৃদয়ের কথা।

সীতা!

স্তব্ধ হও হৃদয়হীন পুরুষ। রাষ্ট্রের শাসনে বদ্ধ এক মুক জীবা! সমাজ আর রাষ্ট্রের জন্য বলি দেবে প্রাণ? প্রাণের অস্তিত্ব তাঁর নিজ গুণেই মহান। প্রাণের কোনো লিঙ্গ হয় না।

এখানে উপস্থিত হাজার পুরুষের আত্মা তপ্ত হোক। অন্ধকার আরো ঘনীভূত হোক। সমাজ শৃঙ্খল আরো কঠিন হোক। আমি সীতা। অগ্নিতে প্রবেশ করলাম।



In Loving Memory
**Bernadette Marie
De**

April 26, 1950
to
October 6, 2017

From Sam De & Family

প্রতীক

শুদ্ধিকরণ

অভিষেক ঘোষ

চোখে কুয়াশা
মনে ধোঁয়াশা
নিয়ে কখনোই কবিতা লেখা যায় না।
কবিতা লিখতে গেলে মনের শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন।

গোধূলির মরা রোদের গন্ধ গায়ে মেখে
কিছু শব্দচিল বাসায় ফেরে...
আকাশ বারান্দায় শুয়ে থাকা তারারা
নিভু আলোয় প্রকৃতিকে আলোর পথ দেখায়।

মেঘের চাদর মুড়ে বসে থাকা ভাঙা চাঁদ
জ্যোৎস্না মাখছে।



যে মেঘে বৃষ্টি হয়নি

মিঠুন চক্রবর্তী

যতবার চেয়েছি যেতে তোমার কাছাকাছি
বিগত জন্মের অভিশাপ যেন লেগে গেছে ঠোঁটে
পুড়ে গেছে বুক তাই একাকীত্বের জ্বরে

জমেছিল যে মেঘ ঝপ্পিল মাঠে, বৃষ্টি হয়নি

তারপর কতবার কত বৃষ্টি দেখেছি রেনকোটে,
ভিজেছে চলন্ত ট্রাম, ভিজেছে শহরের উন্মত্ত রোদ
তোমার ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে বলেছি একা,

তিন লক্ষ সত্যি করে, আমি আর কখনও ভিজিনি

একদিন বেলাশেষে ব্লগস্তু পাখির ডানায় বাসা নেমে এলে
আমার সব লিখে রাখা চিঠি পড়ে দেখো সন্ধ্যা আকাশে,
গাছের পাতায় জমেছে তখন কালো কালো শোকসভা

বৃষ্টি সেদিন সারারাত দেখুক, ভালবাসা কখনও নেভেনা

**Make your
retirement plan
work as hard
as you do.**

Grow your retirement account with confidence. I can help you with solutions from respected companies such as AXA, Protective and Prudential. Call me today.



Christopher O'Connell
678-485-9103

3000 Old Alabama Rd., Ste. 103
Alpharetta
coconnell@allstate.com



Allstate.
You're in good hands.

Securities offered by Personal Financial Representatives through Allstate Financial Services, LLC (L.S.A. Securities in LA and PA). Registered Broker-Dealer Member FINRA, SIPC. Main Office: 2930 South 84th Street, Lincoln, NE 68504. (877) 525-5727. Check the background of this firm on FINRA's BrokerCheck website: <http://brokercheck.finra.org>. © 2018 Allstate Insurance Co.

256 909



Voyage By: Aparna Roy

স্নান

রুদ্রশংকর

স্বীকারে সঙ্কম নয়, ভবু প্রেম আসে প্রিয় যুবতীর মনে।
কোচবিহার থেকে কলকাতায়,
কলকাতা থেকে আটলান্টা শহরে
আমি তাকে সর্বনামে মনে মনে চিনেছি অনেক।

লুকোতে পারনি বলে, ঠোঁটে অভিমান নিয়ে আছি জানি
আমি অঙ্গগত অন্ধ লাজুক,
ভাই অহেতুক বিরক্ত করি না কখনো।
দেখবে, একদিন চেনা পার্থক্য ভেসে দেবে ভোঁসার যুগল ডেউ,
হাতে মুক্ত আকাশ, দু'পায়ে আটকানো অভিজাত শিশির।
নাগরিক সোমরস পান করে সেদিন যদি সবুজ গটভূমি হই
আমার প্রেমিক শরীরে তুমি স্নান করবে প্রবল বর্ষায়া।



WHY ALPHA?

2+2=4

A+

JOIN TODAY!

770.456.5530

- Total brain Development Training
- Over 4 million Students impacted
- Improve visualization And Listening skills
- Overcome the Fear of math And numbers
- Small groups. Certified and Trained Teachers
- Over 3000 Centers in 33 countries

ALPHARETTA: 350 PROSPECT PL, ALPHARETTA, GA 30005
SUWANE: 4411 SUWANE DAM RD #1020, SUWANE, GA 30024



2018 BAGA VOLUNTEERS

BAGA is run by volunteers who give a lot of personal time & effort. We would like to extend our heartfelt gratitude towards all who have come forward to volunteer!

Bandopadhyay Apala	Chowdhury Arijit	Manna Tushar
Bandopadhyay Surajit	Das Lahari	Mondal Kajari
Banerjee Kasturi	Das Papiya	Mondal Sukla
Banerjee Mita	Das Rita	Mondal Umashankar
Banerjee Nabanita	Das Swapnali	Mukherjee Partho
Banerjee Partha	De Dibyendu	Mukherjee Reshmi
Banerjee Saswati	De Soma	Mukherjee Saswati
Bardhan Kaushik	Deb Jayita	Mukherjee Subhankar
Bardhan Sonjukta	Debnath Pranati	Nath Chaitali
Baruah Bharat	Dey Soma	Nath Shuvankar
Baruah Subalita	Dhar Arup	Pandit Arka
Barua Suparna	Dhar Seuly	Paul Mridul
Basu Deepti	Dhrubo Dhar	Paul Mamata
Basu Kaushik	Dimple Majumdar	Paul Shantanu
Basu Mala	Dutta Chandan	Poddar Satindra
Basu Mallika	Dutta Debarati	Purkayastha Debjani
Basu Mausumi	Dutta Krishnakali	Rabindra Chakraborty
Basu Pragna	Dutta Moumita	Rakhit Ananda
Basu Ruchira	Dutta Papiya	Rakhit Ria
Basu Sharmistha	Dutta Pranabesh	Ray Choudhuri Srimita
Beterbet Ranjita	Dutta Sumit	Roy Chandrima
Bhattacharjee Joy	Dutta Tanushree	Roy Deblina
Bhaumik Dharmajyoti	Ghosh Sharbari	Roy Dipankar
Bhowal Indira	Ghosh Soma	Roy Sabari
Bose Maitrayee	Goswami Anuva	Roy Sudipta
Bose Nita	Goswami Sumana	Rudra Damayanti
Bose Sujit	Guha Debasree	Rudra Suman
Chakrabarti Anil	Guin Angshuman	Saha Avijit
Chakraborty Gargi	Guin Jayashree	Samaddar Sarbani
Chakraborty Amitabha	Gupta Arpita	Sarkar Sangeeta
Chakraborty Subhayan	Gupta Kiriti	Sarker Ashoke
Chakraborty Tirthankar	Gupta Shanta	Sarker Moitri
Chanda Biplab	Kar Kalayni	Sen Apala
Chanda Bishan	Karanjee Mousumi	Sen Munmun
Chanda Subarna	Karanjee Somesh	Sen Raktim
Chandra Bhaswati	Kundu Rani	Sengupta Ruma
Chatterjee Devi	Kundu Sudeep	Sengupta Shankar
Chatterjee Manas	Majumder Dimple	Talukdar Runa
Chowdhuri Joyshree	Majumder Parimal	Talukder Kasturi
Chowdhury Anuranjan	Majumdar Minal	Tapaswi Arindam

2018 BAGA PUJA SPONSORS AND DONORS

Bandopadhyay Apala & Surajit	Debsikdar Jagadish & Nupurchhanda	Nath Chaitali & Subhankar
Banerjee Avijit & Saswati	Deka Ganesh & Parul Dey	Paul Shantanu & Debarati
Banerjee Ayan & Kasturi	De Achintya	Paul Mridul & Mamata
Basu Debu & Mallika	Dhar Arup & Sheuly	Rakhit Ananda & Ria
Basu Pradip & Mala	Dutta Chandan & Papiya	Ray Chaudhuri Amiya & Srimita
Bhattacharjee Joy & Mausumi	Dutta Priyabrata & Aditi	Roy Apurba & Krishna
Bhaumik Dharmajyoti	Goswami Manas & Anuva	Roy Surojit & Sabari
Bhowal Pradip & Indira	Gupta Kiriti & Shanta	Roy Dipankar & Chandrima
Bose Dulalendu & Mukti	Gupta Subhadra	Rudra Suman & Domyanti
Bose Sujit & Nita	Karanjee Somesh & Mousumi	Sarker Ashoke & Moitri
Charkaberti Anil & Parnika	Kateswari Rajiv & Gayatri	Sau Tarun & Pratima
Chakraborty Kishore & Gargi	Kundu Sudeep & Rani	Sen Raktim & Munmun
Chakraborty Rina & Amitavo	Majumdar Anirban & Minal	Sengupta Shankar & Ruma
Chakravorty Hari	Majumdar Subroto & Debjani	Talukdar Baren & Geetanjali
Das Kamalaasha & Pompee	Majumder Parimal & Dimple	Talukder Nirnjan & Kasturi
Das Rita	Manna Mohua & Tushar	Tapaswi Arindam & Nabanita
Das Lahari & Amit	Mitra Anshu & Babita	Williams Poul & Reshma Gupta
De Sambhu	Mondal Rajdeep & Kajari	
De Soma & Dibyendu	Mondal Umasankar & Shukla	
Deb Avro & Jayita	Mukherjee Reshmi & Subhankar	

2018 EXTENDED COMMITTEES

Decoration – Arpita Deb Gupta, Bharat Barua, Subarna Chandra

Food – Dimple Majumder, Joyeeta Deb, Pragyaparamita Basu

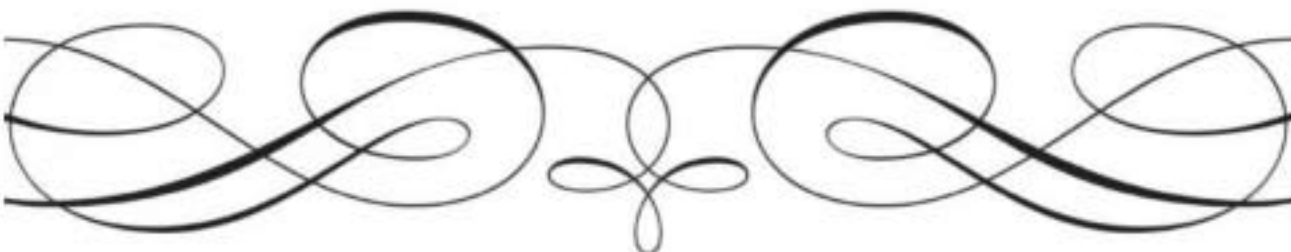
Cultural – Chandrima Roy, Reshmi Mukherjee, Sudipta Roy

Puja – Gouri Banerjee, Shailendra Banerjee (Priest), Mala Basu, Anil Chakraborty (Priest), Parnika Chakraborty, Sucheta Chakraborty, Lahari Das, Soma De, Anuva Goswami, Shanta Gupta, Mohua Maity, Chandra Roy

Communication – Gayatri Chandra

BAGA FINANCIALS 2018

Bengali Association of Greater Atlanta, Inc.				
Balance Sheet				
As of October 2, 2018				
	Jan - Mar, 2018	Apr - Jun, 2018	Jul - Sep, 2018	Oct 1-2, 2018
ASSETS				
Current Assets				
Bank Accounts				
1 EC CHECKING	19,936.77	16,337.09	24,455.13	24,455.13
2 BOD CHECKING (0344)	32,177.34	31,307.44	32,099.09	32,099.09
3 BOD SAVINGS (7671)	2,562.73	2,562.93	2,563.12	2,563.12
4 BOD CD 1 (9281)	15,110.20	15,140.70	15,171.26	15,171.26
5 BOD CD 2	31,660.62	31,945.17	32,009.64	32,009.64
6 BOD CD 3 (20998)		20,762.14	20,762.14	20,762.14
	\$	\$	\$	\$
Total Bank Accounts	101,689.86	118,155.47	127,880.38	127,880.38
	\$	\$	\$	\$
Total Current Assets	101,689.86	118,155.47	127,880.38	127,880.38
	\$	\$	\$	\$
TOTAL ASSETS	101,689.86	118,155.47	127,880.38	127,880.38
LIABILITIES AND EQUITY				
Total Liabilities				
Equity				
Opening Balance Equity	72,503.36	93,265.50	93,265.50	93,265.50
Retained Earnings	11,945.93	11,945.93	11,945.93	11,945.93
Net Income	17,240.57	12,944.04	22,668.95	22,668.95
	\$	\$	\$	\$
Total Equity	101,689.86	118,155.47	127,880.38	127,880.38
	\$	\$	\$	\$
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	101,689.86	118,155.47	127,880.38	127,880.38
Tuesday, Oct 02, 2018 12:58:26 PM GMT-7 - Cash Basis				



BAGA Committees: Previous Years

Year	President	Vice President	Secretary/Jt. Secretary	Treasurer
2017	Joy Bhattacharjee	Kishore Chakraborty		Chaitali Nath
		Lahari Das		
		Mamata Paul		
		Soma Dey		
		Subhadra Gupta		
2016	Parimal Majumder	Arindam Tapaswi		Menas Chatterjee
		Ayan Banerjee		
		Kishore Chakraborty		
2015	Munmun Sen	Mala Basu	Anshuman Guin	Dipankar Roy
		Parimal Majumder		
		Arup Dhar		
2014	Sonjuka Halder	Mousumi Karanjee	Rashmi Mukherjee	Sudipta Ray
		Mousumi Basu		
2013	Monamee Adhikari / Sumit Dutta	Partho Banerjee		Sudip Kundu
2012	Abir Guha Thakurta	Avro Deb	Ashoke Sarker	Subroto Majumdar
		Shankar Sengupta		
2011	Joy Bhattacharjee	Dharmajyoti Bhaumik	Monamee Ghosal	Bhaskar Mitra
		Krishnendu Das		
2010	Achintya Dey	Ashima Das	Kaushik Basu	Debatirtha Basu
		Sumit Dutta		
2009	Priyabrata Dutta	Debasree Chatterjee-Dawn	Joyita Bagchi Hedge	Subhankar Mukherjee
		Saswati Banerjee		
2008	Rabindra Chakraborty	Papiya Dutta	Mousumi Karanjee	Shubh Mitra
2007	Dibyendu De	Shanta Gupta	Ranjita Betarbet	Umasankar Mondal
2006	Kiriti Gupta	Abir Mullick	Dibyendu Dey	
		Anil Chakraborty		
2005	Mamata Paul	Sabari Roy	Premnanda Goswami	Soumen Ghosh
2004	Partho Mukherjee (Jr.)	Mamata Paul	Maitree Sarkar	Sendip Dutta
2003	Shankar Sengupta	Amalendu Sarkar	Raja Gautam Kar	Sanghamitra Saha
				Surajit Roy
2002	Rakim Sen	Soumitra Chattopadhyay	Sabari Roy	Arunava Saha
2001	Amiya Ray Chaudhuri	Mridul Kumar Paul	Amlan Majumdar	Surajit Roy
2000	Debashis Bhattacharya (partial term served)	Raja Gautam Kar	Working Committee: Sumitra Bhattacharya Shubhra Nag	Timir Pandit
1999	Nita Bose	Shubhra Nag	Ashoke Sarker	Sharmila Chatterjee
		Maya Biswas	Madhumita Chatterjee	Sathi Karan
			Chaitali Chatterjee	
			Anjali Roy	
1998	Sreeparna Roy	Sonjuka Halder	Lekha Mukherjee	Rajashree Jena
			Sabitri Pal	
1997	Shallendra Banerjee		Rajashree Jena	Timir Pandit
			Saibal Ghosal	
			Gouri Banerjee	
1996	Ashoke Bhattacharya		Sanjoy Maiti	Joydip Bandyopadhyay
1995	Manoj Chakraborty			Ashoke Sarker
1994	Monica Mukherjee		Anjali Roy	Alpana Poddar
1993	Shrimita Ray Chaudhuri		Sumitra Bhattacharya	Manoj Chakraborty
1992	Shubhra Nag		Kasturi Talukdar	Nirmal Das
1991	Kaberi Basu		Partha Bhattacharya	Gautam Goswami
1990	Sumitra Bhattacharya		Uma Mukherjee	Anil Chakraborty
1989	Dipak Bagchi		Dipankar Sarkar	Anita Chakraborty
1988	Niranjan Talukdar		Sujan Mukherjee	Anjan Duttagupta
1987	Alak Biswas		Shrimita Ray Chaudhuri	Dipak Bagchi
1986	Ashim Dutta		Monica Mukherjee	Barun De
1985	Ranjan Duttagupta		Bula Gupta	Soumya Das
1984	Partha Mukherjee		Kabi Basu	Lali Derrick
1983	Samarendra Mitra		Niranjan Talukdar	Samir Mitra
				Lali Derrick
1982	Sabyasachi Gupta	Alak Biswas	Ashim Roy	Priya Das
1981	Biyan Das		Samarendra Mitra	Partha Mukherjee
				Pranab Lahiri
1980	Mohit Sen	Sumitra Bhattacharya	Jayanta Bhattacharya	Ashim Dutta
1979	Jayanta Bhattacharya		Partha Mukherjee	



**Wealth Management
Retirement Planning
Tax Saving Plans
Kids Education
Life Insurance
Investments
Will & Trust**

Looking For Any of These?



Stop Looking Any Further!

Prashant
404-660-6384



Madhuri
404-713-4956

Be Certain in Uncertain Times!

Note: We are Recruiting Professionals on Commissions Basis

Financial Products / Services Offered from Leading Providers by Licensed Professionals

The Way

We know that you have high expectations. We enjoy the challenge of meeting and exceeding your standards each and every time. Our Master Certified, Dealer Trained, 20+ years experienced staff is eager to share their knowledge and enthusiasm with you.

**THE DEALER EXPERIENCE
WITHOUT
THE DEALER PRICE**



Premium cars, Premium services

910 Peachtree Industrial Blvd Suite A, Suwanee GA 30024, 770-831-8999

BELAL HALAL GROCERY & GRILLE

Phone: 323-495-5065 / 470-545-8953



- * Goat Meat
- * Royal Basmati,
- * No Beef
- * Lowest Price in Town

4646 Buford Hwy, Suite T, Chamblee, GA 30341



শারদীর অভিনন্দন

ডাঃ মুহম্মদ আলী মাতিক ও পরিবার

Durga Puja Greetings From

**Services:**

Termites, Pest Control, Mosquito Control, Termite Control, Termite, Pre-Treatments, WIR Letters, Wildlife Control, Gutter Protection, Blowback Insulation, Vent Install, Vapor Barrier, Wood Insulation, Custom Hole Repair, And Many More....

256 Castleberry Industrial Drive
Cumming, GA 30040
PH: 770-887-2571
www.allexterminatingga.com

For All Your Exterminating & Wildlife Needs
Serving North Atlanta since 1989

বাংলাদেশী খোসারী প্রাস

আমাদের স্টোরের সমস্ত ফলমূল, সবজি এবং মাছ মাংস
উন্নতমানের টাটকা এবং ১০০% হালাল



যোগাযোগের ঠিকানা :
5938 BUFORD HWY Ste # 107
DORAVILLE, GA 30340

PH : 404-322-7852



আপনাদের শুভ পদার্পণ এবং সহযোগিতা আমাদের ভবিষ্যতের চলার
পথের পাথেয় হয়ে উঠুক ইহাই কামনা করি। ... ধ্রুব ধর

বাংলাদেশী খোসারী প্রাস— ব্যবসা নয়, সেবাই মুখ্য



PATEL BROTHERS



ILLINOIS

PATEL BROTHERS**
2610 W. DEVON AVENUE
CHICAGO, IL 60659
T: 773.262.7777
F: 773.262.7914

PATEL BROTHERS**
2542 W. DEVON AVENUE
CHICAGO, IL 60659
T: 773.764.1857

PATEL BROTHERS
873 E. SCHLAUBURG ROAD
SCHLAUBURG, IL 60193
T: 847.524.1111

OHIO

PATEL BROTHERS**
1170 KENNY SQUARE MALL
COLUMBUS, OH 43220
T: 614.273.1376

PATEL BROTHERS**
6876 PEARL ROAD
MIDDLEBURGH HTS., OH 44130
T: 440.885.4440

GEORGIA

PATEL BROTHERS
1711 CHURCH STREET
DECATUR, GA 30033
T: 404.296.2696
F: 404.296.2698

MARYLAND

PATEL BROTHERS**
2080 UNIVERSITY BLVD EAST
LANGLEY PARK, MD 20850
T: 301.422.1555

PATEL BROTHERS**
808 HUNGERFORD DRIVE
ROCKVILLE, MD 20850
T: 301.340.8656

PATEL BROTHERS
6402 BALTIMORE NATIONAL PIKE
ROUTE # 40
BALTIMORE, MD 21228
T: 410.719.2822

INDIANA

PATEL BROTHERS
4150 LAFAYETTE ROAD
SUITE F & G
INDIANAPOLIS IN 46254
T: 317-293-8345
F: 317-293-8395

MISSISSIPPI

PATEL BROTHERS**
1999 HWY 80 WEST
JACKSON, MS 39204
T: 601.353.6611
F: 601.373.9349

FLORIDA

PATEL BROTHERS**
7400 SOUTHLAND BLVD
ORLANDO, FL 32809
T: 407.438.0766

MICHIGAN

PATEL BROTHERS**
28684 FORD ROAD
GARDEN CITY, MI 48135
T: 734.427.4445
F: 734.427.4985

PATEL BROTHERS
37196 DEQUINORE ROAD
STERLING HEIGHTS, MI 48077
T: 810.795.5120

PATEL BROTHERS
29220 ORCHARD LAKE ROAD
FARMINGTON HILLS, MI 48334
T: 248.851.7470

TEXAS

PATEL BROTHERS**
5815 HILLCROFT
HOUSTON, TX 77036
T: 713.784.8332
F: 713.784.8341

PATEL BROTHERS**
104 INGE DRIVE
RICHARDSON, TX 75080
T: 972.644.3972

NORTH CAROLINA

PATEL BROTHERS**
4434 CREEDMOOR ROAD
RALEIGH, NC 27612
T: 919.515.0085
F: 919.510.0138

PENNSYLVANIA

PATEL BROTHERS**
3821 WILLIAM PENN HWY
MONROEVILLE, PA 15146
T: 412.372.2758
F: 412.380.0144

VIRGINIA

PATEL BROTHERS**
11116 LEE HIGHWAY
FAIRFAX, VA 22030
T: 703.273.7400

NEW YORK

PATEL BROTHERS
251-08 HILLSIDE AVENUE
BELLEROSE, NY 11426
T: 718.470.1356
F: 718.470.0209

PATEL BROTHER
42-92 MAIN STREET
FLUSHING, NY 11355
T: 718.321.9847
F: 718.539.0008

PATEL BROTHERS**
290 S. BROADWAY
HOCKSVILLE, NY 11081
T: 516.433.6260
F: 516.433.6872

PATEL BROTHERS**
37-27 74TH STREET
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
T: 718.898.3445
F: 718.898.9243

PATEL BROTHERS
124-10 LIBERTY AVENUE
RICHMOND HILLS, NY 11418
T: 718.843.2527
F: 718.843.2526

NEW JERSEY

PATEL BROTHERS**
1357 OAK TREE ROAD
ISELIN, NJ 08830
T: 732.283.7283
F: 732.283.4950

PATEL'S CASH N' CARRY**
1551 OAK TREE ROAD
ISELIN, NJ 08830
T: 732.205.0187
F: 732.205.0397

PATEL'S CASH N' CARRY**
782 NEWARK AVENUE
JERSEY CITY, NJ 07306
T: 201.222.7572
F: 201.222.7850

PATEL'S CASH N' CARRY
2800 ROUTE 27
NORTH BRUNSWICK NJ 08902
T: 732-827-0667
F: 732-821-7232

***Stores that provide mail order service*

Tastes of India...



...under one roof
at the

Global
MALL

Food Court,
Full Service
Restaurant &
Banquet Hall



Global Mall 5675 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30071 770.416.1111 www.amsglobalmall.com



Sharad Subhechha 2018
to BAGA friends & family

from

Sadhana Consulting Services, Inc.

&

Sadhana USA, Inc.

FINANCIAL NEEDS ANALYSIS

Personal Solutions

Financial Goal Setting
Recommendations and Implementation
Term Life/ Universal/ Index Universal Life
Whole Life / Final Expense Insurance
Health Insurance
College Funding Plans
Estate Transfer Concepts and Solutions
Long Term Care / Disability Income
Critical Illness / Chronic Illness Protection
401(k) / 403(b) Rollovers
Traditional IRA / Roth IRA
Immediate & Deferred Annuities

Business Solutions

Simple IRA
SEP IRA
401K Plan
Cross Purchase Buy-Sell
Agreements
Group Life Insurance
Group Health Insurance
Key Person Insurance

POWER OF CHOICE

REPRESENT MORE THAN 100 INVESTMENT AND INSURANCE COMPANIES
PROVIDE SERVICES AND SOLUTIONS BASED ON INDIVIDUAL NEEDS



Gita Das
Financial Needs Analyst
(404) 510-5117

Global One Insurance LLC
Email: ginsurance2012@gmail.com
Fax: (770) 807-0070
3079 Crossing Park Rd, Norcross, GA 30071

How May I Help You?

